উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 27 November 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 188

রাহুলের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক

▸▸ সাতের পাতায়

সিরিজের মাঝপথে দেশে ফিরছেন গম্ভীর

▸▸ এগারোর পাতায়

ও মাঝি রে, তোর দেখা নাই রে...

ওপরের ছবিটি ২০১৭ সালের। তিস্তা তখন উত্তাল। নৌকা নিয়ে পর্যটকের অপেক্ষায় মাঝি। ঠিক একই জায়গা এখন শুকিয়ে খাঁখাঁ। চড়া পড়েছে নদীর বুকে। মঙ্গলবার তিস্তার রূপ বদলের চিত্রটি ক্যামেরাবন্দি করলেন সূত্রধর।

অগ্নিগর্ভ পাকিস্তান

ইমরান খানকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে তাঁর দল পিটিআই শাহবাজ শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠল। সোমবার দু'পক্ষের খণ্ডযুদ্ধে পুলিশ সহ ৫ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

ইস্তফা শিন্ডের

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন একনাথ শিন্ডে। নতুন সরকার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকেই কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

স্কুলের হস্টেলেই মানসিক ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। ঘটনা নকশালবাড়ির। অদূরে গোঁসাইপুরেও একরত্তিকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে যৌন নির্যাতন। জোড়া ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় হইচই শহরতলিতে।

যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত অধ্যক্ষ

হস্টেলে নির্যাতন দুই নাবালিকাকে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৬ নভেম্বর : দুই নাবালিকা পড়ুয়াকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল খোদ স্কুলের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে অধ্যক্ষের মেয়ে ও স্কুলের আরও দুই কর্মীর। ঘটনাটি নকশালবাড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের।

মানসিক নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছায় কালীপুজোর রাতে। ভয়ে, দ্বিধায় ট্রমায় চলে যায় দুই নাবালিকা। তাদের ভর্তি করা হয় নকশালবাড়ি হাসপাতালে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তারা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বাড়িতে গোটা ঘটনা জানায়। তারপরই সোমবার স্কুলের অধ্যক্ষ সহ বাকিদের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন দুই নাবালিকার বাবা-মা। অভিযোগের প্রতিলিপি দেওয়া হয় নকশালবাড়ির বিডিও-কেও। ঘটনায় পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই স্কুলের অধ্যক্ষ পালিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি।

বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলছেন, 'আমি সোমবারই অভিযোগপত্র পেয়ে নকশালবাড়ি থানার ওসি এবং স্কুল পরিদর্শককে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

৩১ অক্টোবর কালীপুজোর রাতের ঘটনা। পুজোর ছুটি থাকায় অনেকেই হস্টেল ছেড়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। সেদিন রাতে হস্টেলে ছিল সপ্তম ও নবম শ্রেণিতে পাঠরতা দুই নাবালিকা। অভিযোগ, প্রথমে হস্টেলের সমস্ত আলো নিভিয়ে ভয় দেখানো হয়। ব্লুটুথ স্পিকারের মাধ্যমে ভয়ানক আওয়াজ সৃষ্টি করে ঘণ্টা দুয়েক তাদের ওপর মানসিক

কলঙ্ক শিক্ষাঙ্গনে

- কালীপুজোয় হস্টেল ছেড়ে বাড়ি গিয়েছিল পড়ুয়াদের একাংশ
- সপ্তম ও নবম শ্রেণির ওই দুই পড়ুয়া শুধু হস্টেলে ছিল
- ঘরের দরজা বন্ধ করে স্পিকারে অদ্ভুতুড়ে আওয়াজ করে ভয় দেখানো হয়
- অধ্যক্ষের মেয়ে ও স্কুলের দুই কর্মী এই কাণ্ড ঘটায়
- অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি শারীরিক নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ

অত্যাচার করা হয়। পুরো ঘটনায় অভিযোগের তির অধ্যক্ষের মেয়ে এবং স্কুলের আরও দুই কর্মীর দিকে। ঘটনার পর অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি দুই পড়ুয়াকে নিজের ঘরে ডেকে শারীরিক নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার সামনে দাঁড়িয়ে এক নাবালিকার বাবা বলেন, 'এই ঘটনা নিয়ে আমরা প্রথমে স্কুলের চেয়ারম্যানকে অভিযোগ জানাই। কিন্তু অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেদিনের ঘটনার পর এক মাস ধরে আমার মেয়ে মানসিক সমস্যায় ভুগছে। চিকিৎসা চলছে। কিন্তু যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্কুলের একাধিক মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে।'

পরিবারের অভিযোগ, স্কুলের অধ্যক্ষ আগেও ছাত্রীদের সঙ্গে নানা অশালীন আচরণ করতেন। ভয়ে মেয়েরা মুখ খোলার সাহস পেত না। নাবালিকার বাবার কথায়, 'আমি দিনমজুরি করি। একমাত্র মেয়েকে হস্টেলে রেখেই পড়াশোনা করাতে চাইছিলাম। কিন্তু এমনভাবে মেয়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হবে, কল্পনাই করতে পারিনি।'

স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩২৪। যার মধ্যে ৭০ জন হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করে। অধিকাংশই আদিবাসী ঘরের ছেলেমেয়ে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বাকি পড়ুয়াদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

স্কুলের অধ্যক্ষ প্রাণেশ গাইন অবশ্য নিজেকে নির্দোষ দাবি করছেন। তিনি বলছেন, 'সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। কালীপুজোর রাতে আশপাশে ডিজে চলছিল। পুজোপার্বণও হচ্ছিল। তাই নানা শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। আমার কাছে অভিযোগ আসার পর স্কুলের দুই স্টাফকে সাসপেন্ড করেছি। বাকি অভিযোগগুলির তদন্ত এখনও চলছে।'

সব অভিযোগ মিথ্যা দাবি করলেও কেন স্কুলের দুই কর্মীকে সাসপেন্ড করলেন, সেই ব্যাখ্যা দেননি অধ্যক্ষ। তাঁর যুক্তি, 'আমি বর্তমানে স্কুলে নেই। বাইরে আছি। তাই বেশি কিছু বলতে পারব না।'

বৃদ্ধের বাড়িতে ঢিলবৃষ্টি, চড়াও জনতা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৬ নভেম্বর : মাত্র ৪ বছরের শিশুকন্যাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে উত্তাল হয়ে ওঠে গোঁসাইপুর। একদল ক্ষুব্ধ জনতা ভাঙচুর চালায় অভিযুক্তের বাড়িতে। গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে অভিযুক্তকে বের করে মারার চেষ্টা করে। বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও প্রথমে ব্যর্থ হয়। জনতার একাংশ চড়াও হয় পুলিশের ওপর। অভিযুক্ত বাড়ি এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় পাথরবৃষ্টি।

পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে যায় বাগডোগরা থানার এএসআই নিকেশ ছেত্রীর। পুলিশ কোনওরকমে অভিযুক্তকে জনতার রোষ থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। রাত পর্যন্ত অবশ্য শিশুটির পরিবারের তরফ থেকে পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

অভিযুক্ত রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলেন। বছর দুয়েক আগেই অবসর নিয়েছেন। সম্প্রতি এই এলাকায় বাড়ি করে এসেছেন তিনি। শিশুটির মায়ের অভিযোগ, ওই ব্যক্তির বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গায় তাঁর মেয়ে খেলছিল। সেসময় অভিযুক্ত একরত্তিকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করে। এদিন মেয়েটি মাকে এসে সবটা বললে তিনি প্রতিবেশীদের জানান। এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোটা পাড়া।

মেয়েটির মায়ের কথায়, 'আমি এমন শয়তান লোকের ফাঁসি চাই।' তাঁর সঙ্গে সুর মেলান এলাকার শ-খানেক বাসিন্দা। অভিযুক্তকে বাড়ির ভেতর থেকে বের করার চেষ্টা করে তারা। পুলিশ বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাতে কেউ কান না দিয়ে পাথরবৃষ্টি শুরু করে। জনাকয়েক পুলিশকর্মী পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে হিমসিম খান। পুলিশ বাড়ির ভেতরে গিয়ে অভিযুক্তকে হেলমেট পরিয়ে কোনওমতে বাইরে আনে। সেইসঙ্গে অভিযুক্তের ছেলেকেও ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেসময়ও লাগাতার পাথর ছুড়তে থাকেন এলাকাবাসী। অভিযুক্ত অবশ্য নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করছেন। তাঁর কথায়, 'আমার বিরুদ্ধে কেন এই ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে, বুঝতেই পারছি না।'

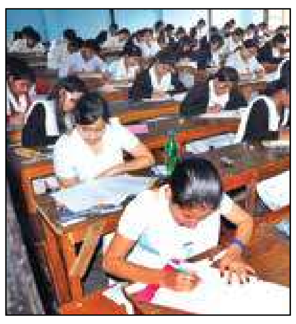

অ্যাডমিট কার্ডেই ভেনুর উল্লেখ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৬ নভেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আরও কড়া হচ্ছে সংসদ। একই সঙ্গে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাতে কোনওরকম প্রশ্ন না ওঠে তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে একগুচ্ছ নির্দেশিকাও জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষার্থীদের হয়রানি রুখতে নয়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। সংসদের তরফে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের তিন জেলার স্কুলগুলির প্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক হয়। ফালাকাটা কমিউনিটি হলে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোদ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ও

একগুচ্ছ নির্দেশিকা

- পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাতে কোনওরকম প্রশ্ন না ওঠে তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি
- হলে পরীক্ষার্থীদের সামনেই খোলা হবে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট
- পরীক্ষার্থীদের হয়রানি রুখতে নয়া পদক্ষেপ হয়েছে
- মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা
- সেনসিটিভ ভেনুতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, সিসিটিভি এবং ভিডিওগ্রাফি করার ব্যবস্থাও থাকছে

সংসদের সেক্রেটারি ইনচার্জ তাপস মুখোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে একাধিক নির্দেশিকার কথা তাঁরা জানিয়েছেন।

শিক্ষা সংসদের সভাপতি বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আগাম সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। একবারই প্রথম ভেনু সুপারভাইজারের বদলে প্রশ্নপত্র একেবারে পরীক্ষার হলে খোলা হবে। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের হয়রানি রুখতে অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষাকেন্দ্রের নামও উল্লেখ থাকবে।'

সংসদ প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রথম থেকেই কড়া পদক্ষেপ করতে চাইছিল। এর জন্য একাধিকবার নানা বিষয় উল্লেখ করে নির্দেশিকা জারি করে। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন সময় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এবার বিশেষ করে

এরপর দশের পাতায়

সংবিধান দিবসে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে রানি রাসমণি রোডে বিক্ষোভ দেখালেন ২০২২ সালে প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড ঐক্য মঞ্চের চাকরিপ্রার্থীরা। ধর্মতলায় পৌঁছে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। চাকরিপ্রার্থীরা বিধানসভায় যেতে চাইলে তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ছবি : আবির চৌধুরী

ডাক্তারদের আড়ালে বামেদের নতুন ছক

পল্লব ঘোষ ও নির্মল ঘোষ

আলিপুরদুয়ার ও কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : আবার আন্দোলনে জুনিয়ার ডাক্তাররা। তবে মেডিকেল কলেজ কিংবা হাসপাতাল কিংবা কলকাতার রাজপথে নয়। এবার গ্রামে চলো পরিকল্পনা। বাস্তবে জুনিয়ার ডাক্তারদের ঢাল করে পরিকল্পনাটি সিপিএমের বলে স্পষ্ট হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারে জুনিয়ার ডাক্তারদের একটি সংগঠনের সঙ্গে বাম নেতাদের বৈঠক হয়েছে সোমবার রাতে।

ওই বৈঠকে শহরকেন্দ্রিক ধর্না, মিছিল, সভা, বিক্ষোভ ইত্যাদির বদলে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সভা, বাড়ি বাড়ি প্রচার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই প্রচারের অভিমুখ সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরা। সেজন্য

প্রতি জেলায় 'অভয়া মঞ্চ' গঠনের পরিকল্পনা হয়েছে। যে মঞ্চ রাজ্য সরকারের বিরোধী প্রচারই করবে। জুনিয়ার ডাক্তারদের আয়োজিত বৈঠকটিতে উপস্থিতদের তালিকা দেখলে বাম প্রভাব স্পষ্ট হয়।

যেমন ওই বৈঠকে ছিলেন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কিশোর দাস, আরএসপি'র জেলা সম্পাদক সুব্রত রায় ও সিপিএমের শাখা সংগঠন ডিওয়াইএফআই, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কয়েকজন নেতা। জুনিয়ার ডাক্তারদের যে সংগঠনটি বৈঠকের উদ্যোক্তা, তার নাম দি জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস পশ্চিমবঙ্গ। এই মঞ্চে শামিল রয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ ডক্টরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম সহ ৪টি সংগঠন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে আন্দোলনের ছাপ পড়েনি সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে। অন্যদিকে, নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের সঙ্গে বিজেপির ঘনিষ্ঠতা সামনে আসছে।

এরপর দশের পাতায়

সন্ন্যাসী গ্রেপ্তারে ঢাকাকে কড়া বার্তা দিল্লির

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৬ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দু সংগঠনের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি ও জামিন খারিজে উদ্বিগ্ন ভারত। বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ইউনূস সরকারকে কড়া বার্তা দিল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পালটা বিবৃতিতে জানিয়েছে, এধরনের ভিত্তিহীন বয়ান শুধু সত্যকে ভুলভাবে তুলে ধরছে না, এটা দুই প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার চেতনার পরিপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'চিন্ময় প্রভু ওদেশের সংখ্যালঘু সনাতন হিন্দু সমাজের সম্মাননীয় প্রতিনিধি। ওঁকে দ্রুত ছেড়ে দেওয়া না হলে আমরা সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেব।' যদিও মঙ্গলবার সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। রপ্তানি-আমদানি যথারীতি চলেছে।

তবে রবিবারের মধ্যে ধৃতের মুক্তি না হলে সোমবার থেকে পেট্রাপোল সীমান্তে অবরোধের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বৃহস্পতিবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছে। যদিও সেক্ষেত্রে দু'দেশের সম্পর্কে আঘাত আসতে পারে ভেবে শুভেন্দুকে সতর্ক করা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছে।

কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরে বুধবার অভিযানের ডাকও দিয়েছেন শুভেন্দু।

হুমকি শুভেন্দুর

- চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তার ও জামিন খারিজে দু'দেশের সম্পর্কে মেঘ জমছে
- বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধের হুমকি দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা
- আগামী সোমবার থেকে পেট্রাপোল সীমান্তে অবরোধের ডাক
- বাংলাদেশে প্রতিবাদের মুখ হয়ে ওঠায় চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে নিশানা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ইসকনের

তিনি বলেন, 'বুধবার দুপুরে দেখা করতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। উত্তর না পেলে আমরা অভিযান করব।' ওই সন্ন্যাসীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে ঝোঁক বাড়ছে উত্তরে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : পাহাড়ের ঢালে সুবিশাল লনে ছাঁদনাতলা। কুয়াশার চাদর সরিয়ে সেদিকেই হেঁটে আসছে অবাঙালি বরকনে। অথবা বাঙালি পুরুতমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণ পাহাড়ের ঢালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে বারবার। দলে দলে এসে সেখানে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে জোনাকিরা। কী নস্টালজিকই না! আসলে গ্যাঁটের জোর থাকলে এ সবটাই সম্ভব। ইদানীং হচ্ছেও তাই। আর ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে ভর করে নতুন করে স্বপ্ন দেখছে উত্তরের পাহাড়-ডুয়ার্স।

ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর কথা মাথায় এলে প্রথমেই ভেসে ওঠে ইতালিতে বিরাট-অনুষ্কার সেই রাজকীয় বিয়ের আয়োজন। হালে সব সেলেব্রিটিই অবশ্য ঝুঁকছেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে, নিজেদের মতো করে জীবনের অন্যতম দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে। একসময় যা ছিল সেলেবদের কুক্ষিগত, এখন তাতে পা গলিয়েছে সাধারণও।

২০১৬ সালে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আসর বসেছিল কালিম্পংয়ের চারখোলেতে। সেখানে চারহাত এক হয়েছিল চিকিৎসক দম্পতির। এটিই ছিল সম্ভবত উত্তরের প্রথম ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। করোনার পর থেকে হুহু করে বেড়েছে সংখ্যাটা। বর্তমানে অনেকেই মেঘের কোলে, কেউ আবার লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে নিরিবিলিতে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছেন। ইভেন্ট ম্যানেজারদের দেওয়া তথ্য চমকে দেওয়ার মতো। গত বছরই নাকি একশোখানা ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আসর বসেছিল উত্তরে, অধিকাংশই অবশ্য কালিম্পংয়ে।

ইভেন্ট ম্যানেজার শুভাশিস কুণ্ডুর কথায়, 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে আমাদের উত্তরের চাহিদা বাড়ছে নিশ্চিতভাবে। মুম্বই, চেন্নাই সহ বিভিন্ন জায়গার মানুষ আসছেন এখানে নিজেদের বিশেষ দিনটি সেলিব্রেট করতে। খরচসাপেক্ষ হলেও চাহিদা কিন্তু কম নয়।'

টক অফ দ্য টাউন

ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য দেশজুড়ে খ্যাতি রয়েছে রাজস্থানের। গোয়া, কেরলও যথেষ্ট বিখ্যাত। এবার সেই তালিকায় ঢুকে পড়ছে উত্তরের পাহাড়-জঙ্গলও। ইভেন্ট ম্যানেজারদের আশা, আগামী দশ বছরে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে উত্তরবঙ্গ দেশের সেরা দশটি জায়গার মধ্যে চলে আসতে পারে। কেন এমন ভাবনা? অধিকাংশই টেনে আনছেন খরচের প্রসঙ্গ। দেশের বহুল প্রচলিত জায়গাগুলিতে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে যত খরচ, তার চাইতে উত্তরবঙ্গে খরচ নাকি অনেকটাই কম।

একাধিক নামীদামি হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং ইভেন্ট ম্যানেজারদের দেওয়া হিসেব বলছে, ২০ লক্ষ টাকার বাজেট থাকলে তবেই পাহাড়ে ডেস্টিনশন ওয়েডিং সম্ভব। পাঁচতারা হোটেলের ক্ষেত্রে অবশ্য খরচ পড়বে ন্যূনতম ৮০ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা। ডুয়ার্সে আবার তুলনায় খরচ অনেকটাই কম। সাধারণ মানের হোটেল, রিসর্টে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকাতেও ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হচ্ছে এখানে।

কেউ চাইছেন দার্জিলিংয়ের আশপাশে কোনও অফবিট লোকেশন, কেউ আবার লাভা, তিনচুলে, কার্সিয়াং, সিটং, লাভা, লোলেগাঁওয়ের মতো জায়গা। অধিকাংশই আসছেন কলকাতা কিংবা দক্ষিণবঙ্গের এলাকা থেকে। এছাড়া অসম, ত্রিপুরা থেকেও অনেকেই আসছেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিং করতে। যত দিন যাচ্ছে, অফবিট লোকেশনগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কালিম্পংয়ের নানা পাহাড়ি গ্রাম, লাভা, তিনচুলে, চারখোলের মতো জায়গাগুলিতে বড় হোটেল, রিসর্ট বিয়ের মরশুমে ফাঁকা পাওয়া মুশকিল।

গত পাঁচ বছরে বিশেষ করে করোনার পর যে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের চাহিদা বাড়ছে, তা স্বীকার করছে একাধিক হোটেল কর্তৃপক্ষও। একটি নামী হোটেল সংস্থার তরফে আনন্দ বোরা বলছেন, 'আমাদের কালিম্পং, দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতেও হোটেল রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কার্সিয়াংয়ের একটি রিসর্টে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আসর।

প্রেস অধিসূচনা বাতিলকরণ

কেবল ০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কিশনগঞ্জ, রায়গঞ্জ, আরারিয়া, পূর্ণিয়া, যোগবানী, আলুয়াবাড়ি রোড, বারসোই, ডালখোলা, ফরবেসগঞ্জ, সামসি, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি এবং লাভা ষ্টেশন/স্থানে (যথোপযুক্ত পরিকাঠামোর দ্বারা সজ্জিত রেলওয়ে ষ্টেশন পরিসরের বাইরে) যাত্রী টিকিট সুবিধা কেন্দ্রের নিযুক্তির জন্যে প্রকাশিত প্রেস অধিসূচনা সংখ্যা. সী/১৫০/কে/ওয়াইটিএসকে/এপ্লিকেশন/২০২৪ তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪ টি প্রশাসনিক কারণে এত দ্বারা তাৎক্ষণিক প্রভাবের সাথে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক(সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অনাগত রেলওয়ে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম কার্যসূচী

নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে ডিওয়াই.সিএমএম/পাণ্ডু অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিসেম্বর' ২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নির্ধারিত করা হয়েছে:

ক্রম সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ/সময়
১	ডিসেম্বর/২০২৪	ডিএসডিপিএন৩২২এন২৩০৯১	০৫-১২-২০২৪/১০.৩০
২		ডিএসডিপিএন৩২২এন২৩০৯২	১২-১২-২০২৪/১০.৩০
৩		ডিএসডিপিএন৩২২এন২৩০৯৩	১৯-১২-২০২৪/১০.৩০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ এর অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ডাক আহ্বান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of child :-

Name	Age/Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
UNNAMED B/O SAVITA DEVI & SANDIP KUMAR MANDAL	24 Days (DOB-30/10/2024)	Female	Height: 47 CM Weight: 800 Gms Complexion- Pink Eye Colour- Black Hair Colour- Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at SNCU, Siliguri District Hospital, Darjeeling. Any Legal claimant of the child may contact within **60 days** in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division
Government Children Home,
Nimtala, Matigara, Darjeeling.

৪৪-এও ঝুলিতে পদক মল্লিকার

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এ প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করলেন কামাখ্যাগুড়ি-১ পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মল্লিকা রায়। পেশায় কামাখ্যাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ইতিমধ্যে চুয়াল্লিশের গণ্ডি পার করেছেন। কিন্তু এখনও সংসার সামলে নিয়মিত অ্যাথলেটিক্সের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পদক জিতছেন নানা রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়।

শৈশব তাঁকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আগ্রহী করেন কাকা সুশীল রায়। তাঁর তত্ত্বাবধানেই অনুশীলন শুরু।

স্কুলজীবনেই রাজ্য স্তরের একাধিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন তিনি। এখনও স্কুলের চাকরি, সাংসার, ছেলের পড়াশোনা সামলে দৈনিক বিকালে বাড়ির কাছেই কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলের মাঠে অনুশীলন চালিয়ে যান। গত বছর রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে লং জাম্পে প্রথম, ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। চলতি বছর ৪৪তম ন্যাশনাল মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপে লং জাম্প ও ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হন। তাঁকে এই ব্যাপারে সমস্তরকম উৎসাহ দেন স্বামী শেখর রায়। মল্লিকার কথায়, 'ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলো

ধন্যি মেয়ে'র অধ্যবসায়

সাফল্যগাথা

- শৈশব থেকে শুরু করে এখনও চলছে খেলাধুলো
- পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা মল্লিকার অনুশীলন বন্ধ নেই
- বহুদিন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার পরও চলে তাঁর কঠোর অনুশীলন
- জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রতিযোগিতায় প্রচুর পদক জিতেছেন

ভালোবাসতাম। এখন বাচ্চারা মোবাইলে আসক্ত। আমি চাই, ওরা মাঠে যাক। খেলাধুলোয় অংশ নিক। তবেই তরুণ প্রজন্ম বিপথে না গিয়ে সুস্থ জীবন ও সঠিক দিশায় পরিচালিত হবে।' কামাখ্যাগুড়ির ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে তাঁর আক্ষেপ, 'উন্নত পরিকাঠামো চাই। প্রশাসনের কাছে আবেদন অ্যাথলিটদের জন্য উপযুক্ত সিন্থেটিক মাঠ তৈরি করা হোক। শৈশবে ক্রীড়া সরঞ্জাম কিনতে সমস্যা হত। এখন চাকরির জন্য আর অসুবিধা হয় না। কিন্তু গ্রামের অ্যাথলিটদের সরকারি সুযোগসুবিধার প্রয়োজন। কামাখ্যাগুড়িতে বহু খেলোয়াড় পরিকাঠামোর অভাবে হারিয়ে যাচ্ছেন।'

অবসরের পর বিনামূল্যে কোচিং

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : 'অলিম্পিয়াড' কিংবা 'স্কলারশিপ এগজামিনেশন'-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সম্পর্কে সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তেমন ওয়াকিবহাল থাকে না, বিষয়টি শিক্ষকতা করার সময় লক্ষ করেছিলেন বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ড. তপতী হালদার। তাছাড়া যে কয়েকজন পড়ুয়া পরীক্ষায় বসার আবেদন করে, তাদের অধিকাংশের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব থেকে যায়। রোজকার ক্লাসের বাইরে পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা করে খুব বেশি সময় বের করতে পারেন না স্কুল শিক্ষকরা। তাই বিকল্প ব্যবস্থার ভাবনা শুরু কর্মরত থাকাকালীনই।

পড়ুয়াদের ওই সমস্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে আগ্রহী করে তোলা, সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো ফলের জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদির জন্য কী

কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সংবর্ধনা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

কী প্রয়োজন, সেটা নিয়ে ছক কষে ফেলেছিলেন অবসরগ্রহণের আগে। অবশেষে মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে নিজের বাড়িতে চালু করলেন বিনামূল্যে প্রশিক্ষণকেন্দ্র। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণ বাবদ এক টাকাও নেওয়া হবে না। তবে বিদ্যুৎ খরচ হিসেবে মাসে সামান্য কিছু অর্থ ধার্য করা হয়েছে। তবে যে পড়ুয়ারা আর্থিকভাবে একেবারেই দুর্বল, তাদের থেকে সেটা নেওয়া হবে না।

'ছবিরানি হালদার ট্যালেন্ট টেস্ট কোচিং সেন্টার'-এ তৃতীয় শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়ারা যোগ দিতে পারবে। এখানে অলিম্পিয়াড ম্যাথমেটিক্স, ন্যাশনাল মিনস কাম মেরিট স্কলারশিপ এগজামিনেশন, বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড-এর মতো একাধিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

তপতীর কথায়, 'সারা বছর কোনও না কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চলছে। তবে সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে পরীক্ষাগুলোতে বসার সাহস করে উঠতে পারে না অনেকে। এমনকি পরীক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য অজানা থেকে যায় পড়ুয়াদের। এই সমস্ত ঘাটতি মেটাতে আমরা সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।'

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিন্দম রায়, হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপ্নেন্দু নন্দী, বিশিষ্ট অ্যাথলিট সোম দত্ত সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর পড়ুয়ারা। স্বপ্নেন্দুর কথায়, 'অঙ্ক নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে অহেতুক ভয় কাজ করে। চর্চার অভাবে সেই ভয় কাটে না। সহজ পদ্ধতিতে তাদের অঙ্ক বোঝানো দরকার। শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।'

আপাতত একাধিক স্কুলের বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা পড়াবেন এখানে। বাংলামাধ্যমের পাশাপাশি হিন্দিমাধ্যমের পড়ুয়াদেরও কোচিং দেওয়া হবে।

গ্যাস্ট্রো সমস্যার চিকিৎসা ডিসানে

নিউজ ব্যুরো

২৬ নভেম্বর : মালবাজারের এক মহিলা বেশ কিছুদিন ধরে বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁকে আনা হয় শিলিগুড়ির ডিসান হাসপাতালের গ্যাস্ট্রো সার্জন ডাঃ বিনীতকুমার খেমকার কাছে। চিকিৎসায় দেখা যায় তিনি একটি বিরল রোগে আক্রান্ত যা পিত্তনালিতে পাথর জমার কারণে হয়। দ্রুত সফলভাবে ইআরসিপি সম্পন্ন হয় রোগীর। ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online & Offline tenders are being invited from reputed agencies for Supplying (a) Laboratory Instruments and (b) Animal Feeds on annual rate contract. For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.ubkv.ac.in**
Sd/-
Registrar (Actg.)

আজ টিভিতে

বাবার অপমানের প্রতিশোধ নিতে কৃপাণকে যোগ্য জবাব দিল গীতা। মুখোমুখি টক্করে ধীমান সেন এবং গীতা। **গীতা এলএলবি** সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৬.৩০ **স্টার জলসা।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রতিদান, দুপুর ২.৫৫ টক্কর, বিকেল ৫.৫০ দিওয়ানা, রাত ৮.৩৫ চিতা, রাত ১০.৫৫ বস- বর্ন টু রুল
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু ২, বিকেল ৪.৩০ গোলমাল, সন্ধ্যা ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.২০ মন যে করে উড়ু উড়ু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আঘাত, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধ্যা ৭.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.৩০ টোটাল দাদাগিরি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বেহুলা লখিন্দর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ একটুকু ছোঁয়া লাগে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

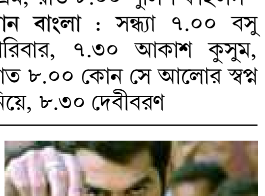

বস -বর্ন টু রুল রাত ১০.৫৫
জি বাংলা সিনেমা

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

থ্যাংক গড রাত ১০.৩২
জি সিনেমা

এজ অফ টুমরো রাত ৯
সোনি পিক্স

আমরা স্কুল যাই আনন্দে...

বাঁধের উপর রাস্তা। পাশ দিয়ে বয়ে চলে নদী। প্রকৃতির সান্নিধ্যে তিস্তাচর স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। এলাকাটি জলপাইগুড়ি শহরের পাশে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লিতে। -সংবাদচিত্র

রঙিয়া ডিভিশনের ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের জন্য রঙিয়া ডিভিশনের আওতাধীন ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলামের সময়সূচী।

ক্র. নং.	মাস/বছর	নিলাম সময়সূচী নং.	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	ডিসেম্বর/২০২৪	NFRRNY30N2024009	০৬-১২-২০২৪/১০:৩০:০০
২		NFRRNY30N2024010	১৩-১২-২০২৪/১০:৩০:০০
৩		NFRRNY30N2024011	২০-১২-২০২৪/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং
শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়াদিল্লি – ১১০০১৬

এনসিইআরটি ডক্টরাল ফেলোশিপস-২০২৪

সরাসরি শিক্ষা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য শাখায় এনসিইআরটি ডক্টরাল ফেলোশিপস পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। দরখাস্ত প্রাপ্তির শেষ তারিখ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৩০ দিন। যোগ্যতার মান, পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আসুন এনসিইআরটি-র ওয়েবসাইট – ncert.nic.in. দ্রষ্টব্য : মোট দশটি ফেলোশিপ আছে যার মধ্যে ৪টি ফেলোশিপ রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের (আরআইইএস) জন্য সংরক্ষিত যার মধ্যে প্রতিটি আজমের, ভোপাল, ভুবনেশ্বর এবং মাইশোরের জন্য (যদি পছন্দসই পাওয়া যায়)।

CBC-21104/12/0008/2425

বিয়েতে রবীন্দ্রগান, পাত্রের কপালে প্রথমে সিঁদুরদান

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৬ নভেম্বর : অগ্রহায়ণ মাস পড়ে গিয়েছে। দিকে দিকে এখন বাজছে বিয়ের সানাই। ব্যতিক্রম নয় দিনহাটাও। প্রজাপতি ঋষির আশীর্বাদকে সঙ্গী করে সোমবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন ধৃতি বর্মন এবং অংশুমালী রায়। বিয়ের আর সব আয়োজন যখন গতানুগতিক এবং চিরাচরিত তখন চমক ছিল পুরোহিতে আর বিয়ের রীতিতে। এই বিয়েতে মন্ত্রের সঙ্গে গাওয়া হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত, এখানে পাত্রীকে তাঁর পরিবারের কেউ সম্প্রদান করেননি, ছিল না পাত্রী বিদায়ের সময় কনকাঞ্জলি। সিঁদুরদানও হয় একটু অন্যভাবে। পাত্রী প্রথমে পাত্রের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন ও তারপর সেই সিঁদুর পাত্র পাত্রীকে পরিয়ে দেন। সম্পূর্ণ বিয়ে সম্পন্ন হয় বৈদিক মতে। বিয়ের দায়িত্বে ছিলেন মহিলা পুরোহিতরা।

ঝুড়িপাড়ার বাসিন্দা ধৃতির বহুদিনের ইচ্ছা ছিল তাঁর বিয়ে দিন কোনও মহিলা পুরোহিত। তাঁর কথায়, 'বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী মেয়েকে তাঁর বাবা সম্প্রদান করেন। কিন্তু আমি কোনওদিনও চাইনি আমার বাবা আমাকে সম্প্রদান করুন। সেই কারণেই আমার ইচ্ছে ছিল বৈদিক মতে বিয়ে করার।' যদিও নিজের এই ইচ্ছে সফল করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তাঁর পরিবার এবং পাত্রের পরিবার প্রথমে এ বিষয়ে নারাজ থাকলেও পরবর্তীতে অবশ্য নিজেদের সন্তানদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়।

তবে পরিবার রাজি হওয়ার পরেও বাকি কাজ যে খুব সহজ ছিল এমন নয়। বিয়ের জন্য পাঁচ-ছয় মাস আগে তাঁকে যোগাযোগ করতে হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নন্দিনী গোস্বামীর সঙ্গে। তাঁর দল নির্ধারিত দিনে দিনহাটায় এসে বিয়ে সম্পন্ন করান। বিয়ের পরে পরিবারের বড়রা এবং আত্মীয়স্বজনরা পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন।

ধৃতির প্রগতিশীল এই মনোভাবকে স্বাগত জানিয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির পরিবার। পাত্র অংশুমালীর কথায়, 'আমরা দুজনে অনেকদিন আগে থেকেই পরিচিত, তাই দুজনের চিন্তাভাবনাকে মেনে নিতে আমাদের পরিবারেরও কোনও সমস্যা হয়নি।' বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন রিয়া, তন্বী, সুইটি, সুস্মিতারা। এই নতুন ধরনের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পেরে খুশি তাঁরাও।

দিনহাটায় বিয়ের পুরোহিত মহিলারা। সোমবার রাতে। -সংবাদচিত্র

বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/২৬/২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/২৬/২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ এমডিজেডটিআই/আলিপুরদুয়ার জংশনের সমগ্র শ্রেণী কক্ষ, ভোজনশালা, সিবিটি রুম এবং ভিআইপি সুটসমূহের ব্যবস্থা করার সঙ্গে বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির বৃদ্ধি। টেন্ডার রাশিঃ ৩৬,৮৮,১২১.২৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৩,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬-১২-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont: M-9647610774. (C/113464)

•

Urgent Vacancy for Security Guard for Siliguri. Salary : 14,564/- + PF+ESIC. Cont: TG Guards Pvt Ltd, 9382982327/8637085758/9749339001.. (C/113467)

সন্ধান চাই

আমি কোচবিহার নিবাসী স্মৃতিকণা দত্ত রক্ষিত, আমার স্বামী সৌগত দত্ত 22-01-24-এ দেওয়ানহাট যাবার পথে নিখোঁজ হন। সন্ধান পেলে M-9476276093 নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

অ্যাফিডেভিট

গত 25/11/24 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Jhuma Das (Paul) এবং Jhuma Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113572)

•

আমার ভোটার আইডেনটিটি নং TSX2094761, ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20120853834 এবং আধার কার্ড নং 747274242326 নাম ভুল থাকায় গত 25-11-24, 3rd Court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Raja Palchaudhuri, Raja Palchaudhuri, Raja Pal Chaudhuri এবং Raja Pal Choudhuri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ওয়ার্ড নং 18, গোলবাগান, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113107)

•

I, Papai Dutta, S/o. Late Sunil Kumar Dutta, by affidavit 26.11.2024, at Alipurduar E.M. Court, I declare that my date of birth has been recorded wrongly in my DL No. WB6920050894388 as on 02.01.1985 in place of 01.02.1985 & my blood group also wrongly recorded as AB in place of B Positive. (C/111997)

Sale

Sale Land with House 2.5 Katta Jyoti Nagar, Sevoke Road, Siliguri, Only genuine buyers contact, no broker 9832764194. (C/113465)

হারানো/প্রাপ্তি

20/11/2024 ইং আমার খরিদা J.L No-78, গোবিন্দপুর মৌজা, তুফানগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 26/5/87 তারিখ 2505 নং দলিল যাহা মৃণাল মজুমদার, পিতা মৃত মতিলাল মজুমদারের নামে আছে, দলিল খানা হারিয়ে গেছে। কেহ পেলে ফেরত দিবেন বা জানাবেন। সুদীপ মজুমদার, গ্রাম ও পো- চিলাখানা, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। মো- 8927084827. (D/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও প্রিয়জনের সাহায্যে জটিল সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। প্রেমে শুভ। বৃষ : বাবার শরীর সেরে যাওয়ায় উদ্বেগ কাটবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি মিলবে। কর্কট : কাউকে বিশ্বাস করে আজ ঠকতে হতে পারে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগমে আনন্দ। সিংহ : ভাইয়ের সঙ্গে পুরোনো কোনও সম্পত্তি নিয়ে মতভেদ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। কন্যা : ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যার মুখোমুখি। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। আজ খুব সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করুন। বৃশ্চিক : ভাই-বোনের সাহায্যে জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। ধনু : বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। অহেতুক অফিসের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করে সমস্যায়। মকর : সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন আজ। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সম্ভাবনা। কুম্ভ : বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত কথা বলে সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৬ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর ২০২৪, ১১ অঘোন, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ বদি, ২৪ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।৩, অঃ ৪।৪৭। বুধবার, দ্বাদশী শেষরাত্রি ৬।২। চিত্রানক্ষত্র অহোরাত্র। আয়ুষ্মানযোগ সন্ধ্যা ৪।৪৭। কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৪।৫৯ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৬।২ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৬।৫৫ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৬।২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, শেষরাত্রি ৬।২ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।৪৪ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪৪ গতে ৪।২৪ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।২৬ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৬।২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবাহ- রাত্রি ১০।৩১ গতে ২।৪৪ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্ব্বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।২৮ গতে একাদশীর পারণ। নিম্বার্কমতে একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ – দিবা ৬।৫৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১০।২৮ গতে ১২।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৬ মধ্যে ৮।২৫ গতে ৩।৩২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫৬ গতে ৭।৩৮ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ৩।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাজ শেষে।। সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়া চা বাগানে বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।

ওপারে অশান্তি, ফাঁকা ফুলবাড়ি

যাতায়াত কমছে বাংলাদেশিদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ইসকনের সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তারের পর থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত রয়েছে বাংলাদেশ। এই ঘটনার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার অত্যাচারের প্রতিবাদে ওপার বাংলার বহু মানুষ পথে নেমেছেন। ওপার বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসা হিন্দুরাও ভীষণভাবে চিন্তিত। এদিকে, বাংলাদেশ নতুন করে উত্তপ্ত হতে শুরু করায় তার প্রভাবে এসে পড়েছে সীমান্তে। গত কয়েকদিনে ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে বলে ইমিগ্রেশন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যেখানে কয়েকদিন আগেও প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন মানুষ যাতায়াত করছিলেন, সেখানে বর্তমানে সেই সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০ জনে ঠেকেছে। যাঁদের সিংহভাগই বাংলাদেশের নাগরিক।

বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসার জন্য বর্তমানে কেবলমাত্র শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ভিসা দেওয়া হচ্ছে। মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার পর মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় একটি পরিবার। সীমান্ত পেরোনোর আগে পরিবারটি সে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করে। স্বামী, স্ত্রী দুজনেই সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইসকনের সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টিকে তাঁরা নিন্দা জানিয়েছেন। দম্পতির কথায়, 'ইসকনের সন্ন্যাসীরা একটি লাঠিও হাতে তোলেন না। তার পরেও তাঁদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে।' সেদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁরা জানালেন, সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে বের হতে দিই না। টোন, টিটকারি চলে। অনেক মন্দির ভাঙচুর হয়েছে। ছেলেমেয়ে ভারতে চলে আসতে চায়। কোনও উপায় না থাকায় কিছুই করতে পারছি না। দম্পতির সংযোজন, 'আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাই রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও পথ নেই।'

শুনসান ফুলবাড়ি চেকপোস্ট। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

> বর্তমান সরকার দেশের শান্তি ফেরাতে পারছে না। যেদিকে দেশ এগোচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আবার পরাধীন হব। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। দেশের টাকার দাম কমে যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি চরমে। পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক হবে কি না, জানি না।
>
> **- মুসতাফিজুর রহমান**
> *বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা*

স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা মুসতাফিজুর রহমান ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে এদেশে এসেছেন। সে দেশের এমন পরিস্থিতি নিয়ে মুসতাফিজুরের বক্তব্য, 'বর্তনাম সরকার দেশের শান্তি ফেরাতে পারছে না। যেদিকে দেশ এগোচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আবার পরাধীন হব। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। দেশের টাকার দাম কমে যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি চরমে। পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক হবে কি না, জানি না।'

এদিকে, নতুন করে অশান্তি শুরু হওয়ার পর সাধারণের যাতায়াতের সঙ্গে বাণিজ্যেও কিছুটা টান পড়েছে। যেখানে প্রতিদিন প্রায় ৪০০টি বোল্ডারবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যাচ্ছিল, সেই সংখ্যাটিও প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ফুলবাড়ির সীমা শুল্ক অফিস সূত্রে খবর, বর্তমানে কেবল ভুটানের বোল্ডারবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যাচ্ছে। ভারতের কোনও ট্রাক সেদেশে যাচ্ছে না। চাহিদা কমার পাশাপাশি দাম নিয়েও এদেশের ব্যবসায়ীরা সম্মত নন। সে কারণেই এদেশের ট্রাক বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে না। এদিন ২০০টি বোল্ডারবোঝাই ভুটানের ট্রাক ওপার বাংলায় যায়। সকাল ৮টায় সীমান্ত খোলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকগুলি ওপার বাংলায় প্রবেশ করা শুরু করে।

কাঁচা পাতার দাম কম, ক্ষুব্ধ চা চাষিরা

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ২৬ নভেম্বর : মরশুমের শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় কাঁচা চা পাতার দাম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। কারখানা মালিক ও টি বোর্ডের আধিকারিকদের যোগসাজশের ফলেই চা পাতার দাম এতটা নেমে গিয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন।

এক কেজি কাঁচা চা পাতা উৎপাদন করতে যেখানে প্রায় ১৬ টাকা খরচ হয়, সেখানে সেই চা পাতা এখন ৭-১০ টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। খড়িবাড়ির ক্ষুদ্র চা চাষি বিপ্লব দে'র অভিযোগ, 'টি বোর্ডের নির্দেশে চলতি মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত পাতা তোলা যাবে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কারখানাগুলি মর্জিমাফিক দাম দিচ্ছে।'

নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা টি বোর্ডের প্রাইস মনিটরিং কমিটির সদস্য ভরত জয়সওয়াল বলেন, 'টি বোর্ডের প্রাইস মনিটরিং কমিটি গঠনের পর থেকে কোনও মিটিং হয়নি। তাই কাঁচা পাতার মূল্য নির্ধারণের কোনও দিশা নেই।'

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশ হতেই টনক নড়ল টি বোর্ডের। অবশেষে মঙ্গলবার টি বোর্ডের ইসলামপুর আঞ্চলিক শাখা থেকে চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার বিভিন্ন কারখানা মালিকদের কাছে কাঁচা পাতা রেট চাওয়া হয়েছে। চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'গত তিনদিন থেকে মঙ্গলবার সামান্য দাম বেড়েছে। এদিন চাষিরা কেজি প্রতি ৮-৯ টাকা পর্যন্ত কাঁচা পাতা বিক্রি করতে পেরেছেন।'

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : আরজি করের ঘটনার দ্রুত ন্যায়বিচার, রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ, রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা বিপুল জমি বেসরকারি উদ্যোগপতিদের হাতে তুলে না দেওয়া, স্বাস্থ্য সহ সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুনীর্তি ও থ্রেট কালচার মুক্ত করা সহ মোট তেরো দফা দাবি জানাল রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি। কমিটির দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে মঙ্গলবার গান্ধিমূর্তির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও সমাবেশ করা হয়।

বৈঠক

চোপড়া, ২৬ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে শিশু সুরক্ষা নিয়ে বৈঠক হল মঙ্গলবার। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের পাশাপাশি আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও স্কুল শিক্ষকদের একাংশকে এদিনের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ সহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

দুর্ঘটনায় জখম

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ নভেম্বর : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন চালক এবং ১ জন খালাসি জখম হয়ছেন। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ধামনাগছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ নভেম্বর : পাচারের আগে ২৭টি মোষ উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি কনটেনারের চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত আইজুল আলি অসমের শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গোয়ালটুলি মোড়ে উত্তরপ্রদেশ নম্বরের কনটেনারটি আটক করে পুলিশ।

পালটা গাফিলতির যুক্তি কর্তাদের

সাসপেনশনে বৈষম্য, ক্ষুব্ধ পুলিশের একাংশ

শমিদীপ দত্ত ও মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : 'লঘু পাপে গুরুদণ্ড।'

ছটপুজোর রাতে সামান্য দেরি করে ডিউটিতে আসায় সাসপেন্ড করা হল ১৪ জন পুলিশকর্মীকে। তারমধ্যে শুধু শিলিগুড়ি থানা ও তার ফাঁড়ি মিলিয়েই পাঁচজন সাসপেন্ড হয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এমন নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে হইচই শুরু হয়েছে। ইদানীং একাধিক ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তে গাফিলতির অভিযোগও আছে। সেসব ক্ষেত্রে কেন পদস্থ কর্মীদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, উঠছে পালটা প্রশ্ন। নীচুতলার কর্মী বলেই কি সমস্ত রোষ তাঁদের ওপর, চলছে এমন চর্চাও।

মেট্রোপলিটান পুলিশ সূত্রেই খবর, চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৪ জন পুলিশকর্মী সাসপেন্ড হয়েছেন। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। দীর্ঘসময় ধরে ঠিকমতো ডিউটিতে না আসার কারণেই তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে যুক্তি। অথচ সাসপেন্ড হওয়া একাধিক পুলিশকর্মী দাবি করছেন, সমস্যা ছটপুজোর রাতেই। সেদিন অনেককেই মহানন্দার ঘাটে ডিউটি দেওয়া হয়েছিল। কেউ মিনিট পনেরো, কেউ আবার আধঘণ্টা পর ডিউটিতে হাজির হয়েছিলেন। সেই কারণেই নাকি শাস্তির কোপ এসে পড়ে তাঁদের ঘাড়ে। সাসপেন্ড এক কর্মী পালটা বলছেন, 'এসআই, এএসআই পদের অনেকে নিয়মিত দেরি করে ডিউটিতে আসেন। মাঝেমধ্যে হাওয়া হয়ে যান। তাঁদের বিরুদ্ধে সাহেবরা কোনও ব্যবস্থা নেন না। আর দেরি হলে শোকজ করা যেতে পারত। সন্তোষজনক জবাব না পেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে একেবারে সাসপেন্ড! এটা কোনওদিনও হয়নি।'

শিলিগুড়িতে গত কয়েকমাসে একাধিক ঘটনায় পুলিশের ব্যর্থতা সামনে এসেছে। টোটোয় অপহরণের গুজবের কথাই তুলে ধরছেন পুলিশকর্মীরা। সেই ঘটনা সামাল দিতে গিয়ে কার্যত ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছিলেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। এদিকে, চলতি মাসের প্রথম দিন নিউ জলপাইগুড়ির (এনজেপি) রাজাহাউলিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৃতের পরিবারের লোকেরা বহুবার পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। যদিও সেই তদন্ত এখন কার্যত অস্তমিত। বছরের শুরুর দিকে সুভাষপল্লি মোড়ের কাছে শ্লীলতাহানির কথা এখন মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে পারল না পুলিশ। রহস্যের সমাধান হয়নি ক্যানাল থেকে আইনজীবীর দেহ উদ্ধারের ঘটনারও। এসব ক্ষেত্রে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, প্রশ্ন উঠছে কমিশনারেটের অন্দরে।

একাধিক পুলিশকর্তার কাছে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া চাইলেও তাঁরা দিতে নারাজ। একজনের যুক্তি, 'এটা পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলার নেই।'

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একটি সূত্রের দাবি, দুর্গাপুজোর সময় থেকেই ঠিকমতো কাজে না আসার অভিযোগ উঠছিল একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বৈঠকে এব্যাপারে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছিল। যদিও এরপরেও কাজ না হওয়ায় চলতি মাস থেকে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।

এক কর্তার কথায়, 'মূলত বড় ল' অ্যান্ড অর্ডার সংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানেই বিশেষ করে এই নজরদারি রাখা হচ্ছে। অধিকাংশই ছটের সময় ঠিকমতন ডিউটিতে না আসায় সাসপেন্ড হয়েছেন। বড় এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতেই এই বিষয়টা বেশি করে দেখা হবে।'

সাসপেন্ড হওয়া এক কর্মীর পালটা যুক্তি, 'এধরনের ডিউটিতে এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ডিউটি দেওয়া হয়। তার জন্য কিন্তু কোনও গাড়ি দেন না পদস্থ কর্তারা। পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হলেই যদি এত বড় শাস্তি হয়, তাহলে বড়কর্তারা ছাড় পাবে কেন?'

রাস্তা পাকা না হওয়ায় ক্ষোভ

বাগডোগরা, ২৬ নভেম্বর : রাস্তা পাকা না হওয়ায় অল্প বৃষ্টি হলেই জলকাদা ভর্তি রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করেও কোনও লাভ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে গোঁসাইপুর ভুজিয়াপানি ছাট গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। ফলে বর্ষার সময় স্কুলে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে সমস্যায় পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিষেক কুমার বলেন, 'চরম সমস্যার মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। অথচ রাস্তাটি পাকা করার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।' গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিতা সিংহের কথায়, 'কোথায় কোন কাজ হবে তা অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে লিপিবদ্ধ করতে হয়। ওই রাস্তা অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে দেওয়া হয়েছে কি না, জানি না। জেনে বলতে পারব।'

নুরিকে পঞ্চায়েতে যেতে নির্দেশ প্রশাসনের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৬ নভেম্বর : কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমকে মঙ্গলবার তলব করেছিল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। সেইমতো এদিন হাজিরা দিলেন নুরি। এদিনের শুনানিতে সরকারি আইন ও নিয়ম মেনে নুরিকে নিয়মিত পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

এদিনের শুনানির পর নুরি অভিযোগ করলেন, 'আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। আগেও প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। আজ বিস্তারিত জানিয়েছি। প্রশাসন আমাকে নিয়মিত অফিস করতে বলেছে তা ঠিক। কিন্তু আমার জীবনের নিরাপত্তার দায় নেবে তো?'

বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'সুজালির প্রধানকে পঞ্চায়েত আইন মেনে নিয়মিত অফিস করতে বলা হয়েছে। তিনি নিরাপত্তার বিষয়টি তুলেছিলেন। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছি।'

নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকায় মাসের পর মাস পঞ্চায়েত অফিসে না যাওয়া নুরি পুনরায় অফিসে যাওয়া শুরু করবেন কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ১২ দিন ধরে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দল থেকে বহিষ্কৃত নুরির বিরুদ্ধে এফআইআর এবং পদত্যাগের দাবিতে তৃণমূলের একটি নেতৃত্ব যেভাবে ধর্না চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার সুজালিতে ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছিল বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার গভীর রাতে ওপরতলার নেতৃত্বের পরামর্শে বনধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয় তারা। Cবেনধ প্রত্যাহার করা নিয়ে তৃণমূলের সুজালির অঞ্চল সভাপতি আবদুস সাত্তার বললেন, 'প্রথম শুনানিতে নুরি অনুপস্থিত ছিলেন। বনধের বাহানা দিয়ে এদিনও তিনি যাতে শুনানিতে অনুপস্থিত না থাকেন সে কারণে বনধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।'

ইসলামপুর বিডিও অফিসে সুজালির প্রধান নুরি বেগম। মঙ্গলবার।

প্রধানকে অফিসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে যে অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ে আবদুসের যুক্তি, 'প্রধান যাঁদের কাছে কাটমানি নিয়েছেন তাঁদের ভয়েই অফিসে আসছেন না। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন।' যদিও নুরি কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে জানালেন, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই।

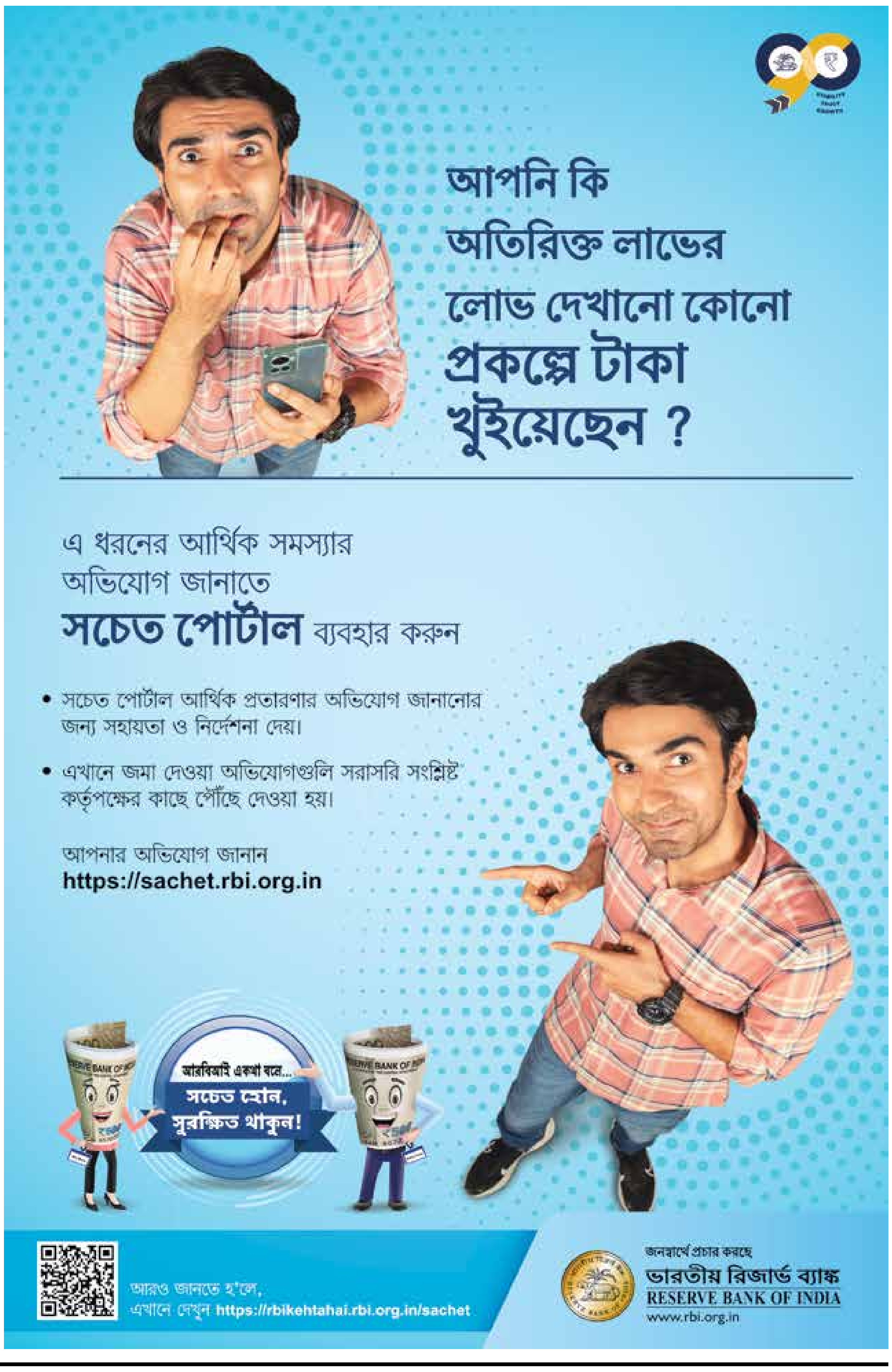

সোনার ফসল ফলবে জমিতে। তার আগে প্রস্তুতি। ইসলামপুরের কাঁঠালবাড়িতে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উদ্বেগ

দূষণে বিপন্ন পাহাড়ের রানি

সৌকর্য সোম

মালদা, ২৬ নভেম্বর : সড়কপথে দূরত্ব প্রায় ১৫৪৫ কিলোমিটার, আকাশপথে প্রায় ১১০১ কিলোমিটার। দূষণের নিরিখে সেই দূরত্ব ছাপিয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনায় চলে এসেছে দার্জিলিং। একে শৈলশহর, তার ওপর সবুজ প্রকৃতি ঘেরা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি হাজির করেছেন গবেষকরা।

চলতি মরশুমে নয়াদিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ভয়ংকর খারাপের সীমা পার করেছে বেশ কয়েকদিন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, কম যাচ্ছে না দার্জিলিংও। তিন মাসের পরিসংখ্যানে নজর দিয়ে গবেষকরা দেখেছেন, পাহাড়ি এই শহরটার একিউআই ১৫০ থেকে ৩৫০ পর্যন্ত উঠে যাওয়ার রেকর্ডও তৈরি হচ্ছে। যেখানে একিউআই ১০০ পার হলেই বিপদ বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দূষণের জন্য সংবাদ শিরোনামে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লি ও আগ্রা সহ সংলগ্ন এলাকা। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রমাণ করছে, দার্জিলিং সম্পর্কেও সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। শৈলশহরটির বাতাস কতটা বিষাক্ত, তার স্পষ্ট করে দিয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি।

শৈলশহরের বাতাসে বিষ

- বাতাসে অতিক্ষুদ্র ক্যাডমিয়াম, নিকেলের মতো কণা অত্যন্ত বিষাক্ত। যাকে বলা হয় পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম)
- গবেষণায় ধরা পড়েছে, বছরের অন্তত ৮০ শতাংশ দিনে দার্জিলিংয়ের বাতাসে পিএম ১০, পিএম ২.৫ এবং পিএম ১-এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি থাকে
- যাতে দূষককণার (পিএম ১০, পিএম ২.৫ এবং পিএম ১) মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি ধরা পড়েছে
- যেখানে একিউআই ১০০ পার হলেই বিপদ বলে ধরে নেওয়া হয়। সেখানে দার্জিলিংয়ের একিউআই ১৫০ থেকে ৩৫০ পর্যন্ত উঠে যাওয়ার রেকর্ডও তৈরি হচ্ছে

দার্জিলিংয়ের তিন মাসের একিউআই রিপোর্ট

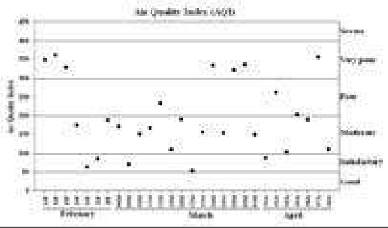

যাতে দূষককণার (পিএম ১০, পিএম ২.৫ এবং পিএম ১) মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

বাতাসে অতিক্ষুদ্র ক্যাডমিয়াম, নিকেলের মতো অতিক্ষুদ্র কণা অত্যন্ত বিষাক্ত। যাকে বলা হয় পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম)। গবেষণায় ধরা পড়েছে, বছরের অন্তত ৮০ শতাংশ দিনে দার্জিলিংয়ের বাতাসে পিএম ১০, পিএম ২.৫ এবং পিএম ১-এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি থাকে। যা সুস্থভাবে শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলেছে দার্জিলিংয়ে।

গবেষণাটি সম্প্রতি 'মাপান' নামে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ সরকারের তত্ত্বাবধানে গবেষণাটি হয়েছে। যাতে তাঁর সহযোগী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও তিন গবেষক অনামিকা রায়, মামুন মণ্ডল ও সুজিত দাস। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েরটি সায়েন্স বিভাগ এবং দিল্লির ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির যৌথভাবে দার্জিলিংয়ের বায়ুদূষণ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলও দুশ্চিন্তাজনক।

বিশুদ্ধ বাতাসের খোঁজে বরাবর বাঙালির প্রিয় গন্তব্য দার্জিলিং। খেলনা ট্রেনের কু-ঝিকঝিকের টানে তো বটেই, একসময় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বাঙালি দার্জিলিংয়ে গিয়ে থাকতেন। অনেক বিশিষ্ট বাঙালি দার্জিলিংয়ে আরেকটি বাড়ি তৈরি করে রাখতেন। এখন দূষণের কারণে সেই শহরটা ভবিষ্যতে বসবাসের উপযুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

গবেষকদের মতে, দার্জিলিংয়ের দূষণ রাতারাতি এই জায়গায় পৌঁছোয়নি। এই অবনতির কারণ, বিলাসবহুল হোটেল, হোমস্টে, অত্যাধুনিক মলের সংখ্যা বৃদ্ধি। পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা এবং আধুনিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ। গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার জানান, 'আমরা সবাই জানি, মানুষ গরমের সময়ে দার্জিলিংয়ে বেশি যান। সেই সময় দূষণ স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের ক্ষতি করবে।'

শীতকালীন দূষণ সম্পর্কেও অভিজিৎ সতর্ক করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিংয়ের মতো পাহাড়ি জায়গায় অতিরিক্ত ঠান্ডায় জ্বালানির অধিক ব্যবহারের কারণে দূষণ বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালেই যদি ভয়াবহ পরিস্থিতি হয় বাতাসের, তাহলে শীতকালে দূষণ কতটা হতে পারে, সেটা আন্দাজ করা যেতেই পারে।'

তাহলে বাঁচার উপায়? গবেষকদের মতে, জ্বালানির অত্যধিক ব্যবহার, অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং নগরায়ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা ছাড়া উপায় নেই। সর্বোপরি দরকার মানুষের সচেতনতা। অরণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো ও প্লাস্টিক পোড়ানো বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

বেওয়ারিশ লাশ সংকার

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে জমে থাকা বেওয়ারিশ লাশ সংকার শুরু হল। সোমবার রাত থেকে দু'দফায় মোট ২১টি মরদেহ সংকারের নির্দেশ জারি হয়েছে। সেইমতো একটি বেসরকারি সংগঠন কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে, মঙ্গলবার নতুন করে আরও চারটি বেওয়ারিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য এসেছে। মর্গে যেভাবে দেহের ভিড় বাড়ছে তাতে একটু একটু করে সংকার হলে কবে মর্গ খালি হবে সেই প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেছেন, 'দ্রুত সমস্ত বেওয়ারিশ দেহ সংকার এবং মর্গের কুলিং চেম্বারগুলি মেরামত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে মরদেহ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।' মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা এদিন বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে।'

মেডিকেলের মর্গে অগাস্ট মাস থেকে বেওয়ারিশ লাশের ভিড় বাড়ছে। এখানে বর্তমানে ১৫-১৬টি মরদেহ রাখার মতো পরিকাঠামো রয়েছে। সেই জায়গায় প্রায় ৬০টি মরদেহ জমে গিয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে দেহগুলি সংকারের ব্যবস্থা না হওয়ায় বিপাকে পড়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে রবিবার থেকে বেওয়ারিশ মরদেহের ময়নাতদন্ত করা বন্ধ করে দিয়েছে ফরেন্সিক বিভাগ। বেশ কয়েকটি মরদেহ দু'দিনে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব জায়গাতেই মর্গ পরিপূর্ণ থাকায় মরদেহ ময়নাতদন্ত পর্যন্ত করা হচ্ছে না।

ট্যাব দুর্নীতিতে ধৃত আরও দুই

চোপড়া ও ইসলামপুর, ২৬ নভেম্বর : ট্যাব কাণ্ডে মঙ্গলবার চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আনওয়ারি খাতুন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলাকে এদিন তাঁর বাবার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ এলাকায়। দু'দিন আগে বাবার বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। এদিন ওই মহিলা পুলিশের জালে ধরা পড়েন।

ধৃতের পরিবারের লোকজনের দাবি, শৌচালয়ের জন্য টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মেয়ের কাছে অন্য কেউ অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়েছিলেন। ট্যাব কাণ্ডের ব্যাপারে তাঁরা আগে থেকে কিছু জানতেন না।

অপরদিকে, এদিন মালদা জেলা পুলিশ ট্যাব কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে ইসলামপুর শহরের ইসমাইল চক থেকে মোবারক হোসেন নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ওই তরুণের বাড়ি আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের হেপাজত থেকে ৭০টিরও বেশি এটিএম কার্ড ও একটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার

নাবালিকা অপহরণ নিয়ে সালিশি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায়। তবে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ওই পঞ্চায়েত সদস্য সালিশির মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট করে নিতে চাপ দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। এদিকে, নাবালিকার বাবা এলাকায় দলেরই বুথ সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। ফলে চাপ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরেও।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পরে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে পরিবার সূত্রে দাবি।

অভিযোগ, গত সোমবার সকালে ভাইকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল নাবালিকা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও বাড়িতে ফিরে না আসায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পরিবার। পরে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে বাড়িতে জানায়, পাড়ারই এক তরুণ তাকে জোর করে কোথাও নিয়ে গিয়েছে। পরিবার জানতে পারে, ওই তরুণ মেয়েটিকে লাটাগুড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। এরপরই পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

সেদিন অবশ্য নাবালিকার হদিস মেলেনি। এদিন দুপুরে ফুলবাড়ির কাঞ্চনবাড়ি এলাকার ক্যানাল পাড়ে মেয়েটি রয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। পুলিশ গিয়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

নাবালিকার বাবার অভিযোগ, 'বিষয়টি ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে জানালে তিনি আমাকে বলেন, আপনার মেয়ের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আপনি রাত আটটায় আমার বাড়িতে আসুন, মিটিংয়ে বসতে হবে।'

যদিও নাবালিকার রাতভর নিখোঁজ থাকা এবং মঙ্গলবার ফিরে আসার বিষয়ে কিছুই বলতে পারেনি পুলিশ। এদিকে ওই পঞ্চায়েত সদস্য বলছেন, 'আইন মোতাবেক যা হওয়ার সেটা হবে, মেনে নেব।' আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট কেন করতে চাওয়া হয়েছিল? তাঁর জবাব, 'একই এলাকায় আমরা রাজনীতি করি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বসেই আলোচনা করতে হয়। সেজন্যই বলা হয়েছিল। অন্য কোনও ব্যাপার নেই।'

বিষয়টিকে সমর্থন করেননি ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রবিউল করিম (বকুল)। বকুলের বক্তব্য, 'নাবালিকার বাবার কাছ থেকে যা শুনেছি, তাতে বিষয়টি বেশ রহস্যজনক। নাবালিকার ফেরত আসা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে শাস্তি হওয়াই উচিত।'

অবস্থান ঘোষণা সিপিএমের

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা করল সিপিএম। মঙ্গলবার হিলকার্ট রোডে অনিল বিশ্বাস ভবনে দলের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানানো হয়েছে। ২৯ নভেম্বর এই কর্মসূচি।

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের অভিযোগ, কখনও বাসিন্দাদের বিষাক্ত জল পান করানো, কখনও আবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সার্বিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে শুক্রবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে সিপিএম। ওই কর্মসূচি সফল করতে মঙ্গলবার এনটিএস মোড়ে সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে পথসভা করা হয়।

বালি চুরি রুখতে পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ অভিযান। চোপড়ায় মঙ্গলবার।

চিতাবাঘের আক্রমণে জখম

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা। মঙ্গলবার সকালে কার্সিয়াং মহকুমার বন্ধ অম্বুটিয়া চা বাগানের ঘটনা। জখমের নাম অপ্সরা ভুজেল। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে অপ্সরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একটি দোকানে যাচ্ছিলেন। সেই সময় চিতাবাঘ তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে গুরুতর জখম হন তিনি। কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বন্ধ জুয়া

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন মেলায় জুয়ার আসর বন্ধ করল এনজেপি থানার পুলিশ। অম্বিকানগর, হরিপুর, গোরা মোড় সংলগ্ন ভোলা মোড়ে বসেছে রাসমেলা। অভিযোগ, মেলাকে কেন্দ্র করে বসেছে জুয়ার আসর। এজন্য সোম ও মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালানো হয়েছে। এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'সোমবার রাতে একাধিকবার মেলায় অভিযান চালানো হয়েছে। আমরা বিষয়টি জানার পরই মেলা কমিটিগুলোকে সতর্ক করেছি।'

অবৈধ বালি খাদানে পুলিশের অভিযান

ডোক, বেরং, ভেরসায় মাফিয়াদের দাপট

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৬ নভেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের তরফে একাধিক অবৈধ বালি খাদানে যৌথ অভিযান চালানো হল। মঙ্গলবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর সহ তিনটি ঘাটে আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে অভিযান চলে। সঙ্গে ছিলেন চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডমিট লেপচা, বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা প্রমুখ। ঘাট থেকে বালি তোলার মেশিন সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তারের কোনও খবর নেই। আইসি সুরজ থাপা বলেন, 'এলাকায় অবৈধভাবে বালি তোলা রুখতে অভিযান জারি আছে। পুলিশি অভিযানে তিনদিনে মোট আটটি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করার পাশাপাশি ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।' বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা বলছেন, 'পুলিশ ও প্রশাসন এদিন যৌথভাবে অভিযান চালায়। এলাকায় বৈধ ঘাট মাত্র দুটি। বাকিগুলি অবৈধ।' মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরং ও ডোক নদীর পাশাপাশি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেরসা ও ডোক থেকে বালি চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেও ডোক থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, মাঝিয়ালি, নারায়ণপুর, ডাকুয়াগছ, বৈশাগুগছ ও বেরং ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে নদীর অস্তিত্বই সংকটে। একই ছবি দেখা যায় দাসপাড়ার বালাবাড়ি, চোপড়ার দলুয়া, কুমারটোলে।

অভিযোগ, চোপড়া, সোনাপুর, দাসপাড়ার অবৈধ ঘাটে রমরমিয়ে চলছে বালির কারবার। স্থানীয়দের কথায়, এর জেরে অনেক জায়গায় নদীতে ভাঙন দেখা যাচ্ছে। যখন উপরমহল থেকে চাপ আসে, তখন সাময়িক অভিযান বা ধরপাকড় শুরু হয়। অন্যসময় সবকিছু জেনেও পুলিশ ও প্রশাসন চুপ থাকে। যদিও বিএলএলআরও'র বক্তব্য, 'সমস্ত অবৈধ ঘাটে নিয়মিত অভিযান চলবে।'

কালা কারবার

- মঙ্গলবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর সহ তিনটি ঘাটে অভিযান চলে
- বালি তোলার মেশিন সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে
- বেরং, ডোক, ভেরসা নদী থেকে বালি চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ
- বালি তোলার জেরে অনেক জায়গায় নদীতে ভাঙন দেখা যাচ্ছে
- চোপড়া, সোনাপুর, দাসপাড়ার অবৈধ ঘাটে চলছে বালির কারবার

ওসি বদলি

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার একাধিক থানার ওসিরা বদলি হলেন। মঙ্গলবার দার্জিলিং জেলা পুলিশের তরফে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি হচ্ছেন ঘোষপুকুর ফাঁড়ির ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ। পানিঘাটা পিপি (পুলিশ পোস্ট) থেকে ঘোষপুকুরে আসছেন সঞ্জয় তিরকি। অন্যদিকে, খড়িবাড়ির ওসির দায়িত্ব নিচ্ছেন অভিজিৎ বিশ্বাস। তিনি বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। তাঁর জায়গায় বিধাননগরের ওসি হচ্ছেন গাড়িধুরা আউটপোস্টের প্রীতম লামা। আবার গাড়িধুরা আউটপোস্টের ওসির দায়িত্ব নিচ্ছেন মনতোষ সরকার। তিনি খড়িবাড়ি থানার ওসি ছিলেন। এদিকে, জোরবাংলোর ওসি হচ্ছেন নীরজ রাই। গাড়িধুরার ট্রাফিক ওসি হচ্ছেন সঞ্জীব দত্ত। কার্সিয়াং ট্রাফিক ওসির দায়িত্ব সামলাবেন অনুপম চক্রবর্তী। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন এসআই এবং এএসআইয়ের বদলি হয়েছে। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'প্রক্রিয়া মেনে ওসিদের রুটিন বদলি হয়েছে।'

যানজট

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : যানজটে আটকে পড়ল অ্যাম্বুল্যান্স। মঙ্গলবার রাতে নৌকাঘাট মোড় থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তায় ব্যাপক যানজট হয়। মালবোঝাই বড় ট্রাক, লরির দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। যানজটে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স আটকে যায়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন মেডিকেলের ডেপুটি সুপার ডাঃ সুদীপ্ত মণ্ডল। তিনি পুলিশকে বিষয়টি জানান। তাঁর কথায়, 'প্রচুর অ্যাম্বুল্যান্স যানজটে আটকে পড়ে। সেগুলিকে বের করার চেষ্টা করেছি।' পরে পুলিশ এসে যানজট নিয়ন্ত্রণ করে।

মজুরি বৃদ্ধি দাবি

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোড বাতিল, ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি সহ ১৩ দফা দাবি নিয়ে পথে নামল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় কৃষক, খেতমজুর সমূহ। মঙ্গলবার বাঘা যতীন পার্ক থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত যৌথ মিছিলে হাঁটেন সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। একই ইস্যুতে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন।

ধান ক্রয়কেন্দ্রে কৃষকদের বিক্ষোভ

চোপড়া, ২৬ নভেম্বর : চোপড়ায় সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে মিল মালিকের লোকজন সময়মতো আসছেন না। এই অভিযোগে মঙ্গলবার কৃষকদের একাংশ বিক্ষোভে শামিল হলেন। পরে অবশ্য পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত এদিন বিকেল ৪টা থেকে ধান কেনা শুরু হয়।

সূত্রের খবর, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট স্থানীয় কিছু মস্তান কয়েকদিন ধরে শিবিরে দাদাগিরি করছে। মিল মালিকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ছে তারা। ওই মস্তানদের দাবি, কৃষকদের থেকে বেশি ধলতা কেটে তাদের জন্যও একটা পার্সেন্টেজ রাখতে হবে। মস্তানদের ধমকানিতে আতঙ্কিত বোধ করছেন মিল মালিকের লোকজন। সকাল ৯টায় ক্রয়কেন্দ্র খোলার কথা থাকলেও এদিন সাড়ে তিনটার পর তাঁরা আসেন।

তাঁরা এদিন প্রথম দিকে আসতে না চাইলে ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কোনওরকম সুরাহা না হওয়ায় কৃষকরা জাতীয় সড়ক অবরোধে শামিল হন। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপ অবরোধ উঠে যায়। চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার (পিও) এবং মিল মালিকের লোকজনের শিবিরে পৌঁছাতে প্রায় সাড়ে তিনটা বেজে যায়।

কৃষক মোস্তফা কামাল বলেন, 'শিডিউল পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। সকালে গাড়ি ভাড়া করে ধান এনেছি। আর এখানে এসে দেখি ধান কেনার জন্য কোনও লোক নেই।'

পিও বিবেক সরকারের বক্তব্য, 'মিল মালিকের প্রতিনিধিরা এদিন বিশেষ কারণে দেরিতে আসেন কেন্দ্রে। এ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য ধান কেনা শুরু হতেই সমস্যা মিটে যায়।' ইসলামপুর মহকুমা খাদ্য আধিকারিক মুসির আহমেদের কথায়, 'নিয়ম মেনে ধান কেনা হচ্ছে। মিল মালিকের লোকেদের সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশ ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছেন বলে শুনেছি। সব কিছু খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে পুলিশের সহযোগিতা নেওয়া হবে।'

ক্র্যাশার বসানো রুখতে একজোট গ্রাম

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৬ নভেম্বর : নদীর চর দখল করে ক্র্যাশার বসানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে খড়িবাড়ির বিবেকানন্দপল্লিতে। তা রুখতে একজোট হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা এনিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। জমিটি লিজ নিয়েছেন বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা পান্নালাল সিং। তিনি জানান, ওখানে পাথর ভাঙার ক্র্যাশারই বসাবেন। আর এতেই চটে লাল স্থানীয়রা। সিকস্তি জমি দখল রুখতে তাঁরা প্রশাসনের কাছে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হবে।'

খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লি ও সিঙ্গিয়াজোতের মাঝে রয়েছে মরা মেচি নদী। অভিযোগ, প্রশাসনের উদাসীনতায় অবাধে চলছে নদীর চর দখল। মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, দেবীগঞ্জ-চক্করমারি রাজ্য সড়কের পাশে মরা মেচির চরের প্রায় তিন একর জমি সিমেন্টের খুঁটি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। পাশেই তৈরি করা হয়েছে একটি টিনের চালা ঘর। এনিয়ে এলাকায় ক্ষোভ জমছে।

স্থানীয় বাসিন্দা কাশীনাথ তেলি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে বিহারের এক ব্যবসায়ী চর দখল করে অবৈধভাবে সিমেন্টের খুঁটি লাগাচ্ছেন। সেখান যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা জানিয়েছেন, ওখানে ক্র্যাশার বসানো হবে। কাশীনাথের দাবি, ওখানে ক্র্যাশার বসালে বর্ষার সময় জলনিকাশির ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। ক্র্যাশার বসানো রুখতে সোমবার এলাকাবাসী বিডিও, বিএলএলআরও'র পাশাপাশি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডলও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের নাকের ডগায় নদীর চর লুট হচ্ছে। চর দখল করে তা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। দেখার কেউ নেই।' এবিষয়ে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহর বক্তব্য, 'চর দখল কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। সিকস্তি জমিতে কেউ যদি অবৈধ নির্মাণ কিংবা সেই জমি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।' গোটা বিষয়টিতে স্থানীয় বাসিন্দারা কাঠগড়ায় তুলেছেন বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা পান্নালাল সিংকে। তাঁর দাবি, জমিটি মহম্মদ বদরুদ্দিন নামে একজনের থেকে তিনি লিজ নিয়েছেন। জমির খতিয়ান রয়েছে। পান্নালাল পাথর ভাঙার ক্র্যাশারই বসাবেন।

এ প্রসঙ্গে খড়িবাড়ির ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা বলছেন, 'সিকস্তি জমির কনভারশন করা না হলে, তা কোনও ব্যবসায়িক কাজে তা ব্যবহার করা যায় না। আর এই কনভারশনের কাজটি নবান্ন থেকে হয়। সবকিছু খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আবার পান্নালালের দাবি, 'জমির চরিত্র বদলের জন্য আবেদন করা হয়েছে।'

খুঁটি পুঁতে নদীর চর দখল। খড়িবাড়িতে। মঙ্গলবার।

জেলার খেলা

জোড়া পদক শ্রেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বেঙ্গল স্টেট তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া পদক জিতলেন শিলিগুড়ির শ্রেয়া বসাক। তিনি ব্যক্তিগত প্যাটার্ন বিভাগে সোনা পেয়েছেন। ব্যক্তিগত স্প্যারিং বিভাগে রুপো এসেছে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী শ্রেয়ার।

প্রথম জয় মহানন্দার

ম্যাচের সেরা পুরস্কার হাতে মহানন্দার প্রশান্ত রাই।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে টানা তিন ম্যাচ ড্র হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথম বিজয়ীর দেখা পাওয়া গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে হারিয়েছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে। সনাতন কর্মকার গোলের খাতা খোলেন। এরপর ব্যবধান বাড়ান পাসাং দোরজি তামাং। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন মহানন্দার প্রশান্ত রাই। বুধবার খেলবে উল্কা ক্লাব ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।

'ডি' লাইসেন্স মানবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ফুটবল কোচিংয়ের 'ডি' লাইসেন্স পাশ করলেন শিলিগুড়ির মানব দে। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়িতে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ছেন। এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার পরই পাঞ্জাবের মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে অপারেশনস ও মিডিয়া বিভাগে ইনটার্ন হিসেবে চাকরির সুযোগ পান মানব। তার ফাঁকেই মানবের সামনে সুযোগ চলে আসে লাইসেন্সিংয়ের। যা কাজে লাগিয়ে 'ডি' লাইসেন্স পাশ করে ফেলেন মানব। 'ডি' লাইসেন্স ফুটবল কোচ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হয়। এবার মানবের লক্ষ্য আগামীতে 'সি' লাইসেন্স পাশ করে একধাপ এগোনো।

আগুন

মঙ্গলবার দুপুরে বাঘাযতীন স্টেশন রোডে একটি চারতলা বাড়িতে আগুন ধরে যায়। আশপাশের কয়েকটি বাড়িতেও সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে।

ফুটেজে নজর

ঠাকুরপুকুরে নেশামুক্তি কেন্দ্রে তরুণীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বাবাকে ওই কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সংশয় কাটাতে ফুটেজ দেখা যাবে বলে আদালতের পর্যবেক্ষণ।

সুনীতি-চর্চা

জাতীয় অধ্যাপক ও ভাষা বিশেষজ্ঞ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এক আলোচনা সভা হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ‘বাংলা ভাষায় ধ্রুপদীয়ানা’ শীর্ষক বক্তৃতায় বিশিষ্টরা বক্তব্য রাখেন।

শীর্ষে বাংলা

মহিলা উদ্যোগপতির সংখ্যায় দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যজুড়ে ৯০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে।

অভিষেকের হয়ে সওয়াল হুমায়ুনের

তৃণমূল নেত্রীর হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : দলের মধ্যে কোনওরকম আলটপকা মন্তব্য করা যাবে না বলে সোমবার তৃণমূলের কর্মসমিতির বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাউকে তিনবারের বেশি শোকজ করার পর তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দলের এই হুঁশিয়ারিকে অগ্রাহ্য করেই ফের তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মন্ত্রীসভায় নিয়ে এসে পুলিশমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

কয়েকদিন আগেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন বলেছিলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সময়ের উপমুখ্যমন্ত্রী করে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়া দরকার। তাহলেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে যোগ্য নেত্রী। ক্ষমতা থাকলে মমতা

> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁকে মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্তিশালী হবে।
>
> **হুমায়ুন কবীর**

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছাড়া কেউ জিতে দেখিয়ে আসুক। তাঁর লক্ষ্য যে হুমায়ুন কবীর ছিলেন, তা স্পষ্ট।

সোমবার দলের কর্মসমিতির বৈঠকে বলে দেওয়া হয়েছে, দলের সব নেতা সব বিষয়ে মন্তব্য করতে পারবেন না। কারণ কোন বিষয়ে কে কী মন্তব্য করবেন, তার তালিকাও তৈরি করে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় যে আরও কঠোর মনোভাব নেওয়া হচ্ছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

কিন্তু ওই বৈঠকের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই হুমায়ুন কবীর মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘আমি এখনও মনে করি, আমি যা বলেছি, তা সঠিক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত পরিণত ও দক্ষ রাজনীতিবিদ। তাঁকে মন্ত্রীসভায় এনে যোগ্য গুরুত্ব দিলে তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে। আমি আবার বলব, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁকে মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্তিশালী হবে।’

কুয়াশার চাদরে মানুষ ও প্রকৃতি। মঙ্গলবার নদিয়ায়। - পিটিআই

পিএইচই’কে ভর্ৎসনা মমতার

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : রাজ্যের সর্বত্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কথা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। কিন্তু এই কাজে দপ্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে নবান্ন সভাঘরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শুধু নামকে ওয়াস্তে পানীয় জলের পাইপলাইন দেখালে হবে না, কতগুলি বাড়িতে জল পৌঁছোচ্ছে তা দেখতে হবে। কেন এখনও এই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি?’ এদিন বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যসচিবকে মমতা নির্দেশ দেন, অবিলম্বে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্মের রিভিউ শুরু করা হোক। সাধারণ মানুষকে জল পৌঁছে দেওয়া প্রশাসনের দায়বদ্ধতা। প্রশাসন সেই কাজ না করতে পারলে সেটা ব্যর্থতা। এমনকি যেসব বাড়িতে পানীয় জলের লাইন গিয়েছে সেখানে জল পড়ছে কিনা তাও ফের খতিয়ে দেখতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে জলস্বপ্ন প্রকল্পে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। সবমিলিয়ে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ বাড়িতে এই জল পৌঁছোনোর কথা। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে কর্তারা এদিন দাবি করেছেন, ৯০ শতাংশ বাড়িতে পাইপলাইন সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে। তখনই নিজের উষ্মা প্রকাশ করেন মমতা। শুধু পাইপলাইন দিলেই হবে না, সেখানে আদৌ জল যাচ্ছে কিনা

> শুধু নামকে ওয়াস্তে পানীয় জলের পাইপলাইন দেখালে হবে না, কতগুলি বাড়িতে জল পৌঁছোচ্ছে তা দেখতে হবে। কেন এখনও এই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

তাও খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন মমতা। কয়েকদিন ধরেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ পাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই এদিন নৈহাটি থেকে ফিরেই নবান্নে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। কয়েকটি এলাকায় পাইপলাইন বসানোর কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা। মমতা তখন মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন, এমন ঘটনা ঘটলে পঞ্চায়েত দপ্তরের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করতে হবে। একইসঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের অভাব রয়েছে বলে জানান দপ্তরের কর্তারা। তখন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, অবিলম্বে চুক্তির ভিত্তিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। কারণ, স্থায়ী নিয়োগ করতে গেলে সময় অনেক বেশি লাগবে।

হাউসস্টাফ নিয়োগে অনিয়ম আরজি করে

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠে এসেছে। আরজি করে হাউসস্টাফশিপ করা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ। এই মেডিকেল কলেজে এমবিবিএসের পরে হাউসস্টাফশিপ করার জন্য যতগুলি আসন নির্ধারিত রয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক জুনিয়ার চিকিৎসককে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। ঘটনার নেপথ্যে কারণ খুঁজতে চলেছে সিবিআই। আর্থিক লেনদেন বা প্রভাবশালীদের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত পদে অবৈধভাবে নিয়োগ হয়েছিল কি না, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। আবার মঙ্গলবার টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয়। চলতি

জামিনের আবেদন টালা থানার ওসির

সপ্তাহে মামলার শুনানিও রয়েছে।

সিবিআই তদন্তে নেমে জানতে পারে, আরজি করে হাউসস্টাফের জন্য ১০৫টি আসন রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ১১৭ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমনকি সন্দীপ ঘোষ অধ্যক্ষ হওয়ার আগে থেকেই এই দুর্নীতি চলেছে। মূলত কার্ডিওলজি বিভাগে হাউসস্টাফের সংখ্যা বাড়ানো হয়। টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত পদ তৈরি করা হয়েছিল কি না, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে জানতেন কি না বা প্রভাবশালী যোগ রয়েছে কি না, সন্দীপ ঘোষের আমলেও এই দুর্নীতি হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টে অভিজিতের আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁকে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় এখনও সিবিআই চার্জশিট দিতে পারেনি। দীর্ঘদিন তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এভাবে আটকে রাখা যায় না।

চিটফান্ড কাণ্ডে ইডি’র তল্লাশি

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : লটারি কাণ্ডের পর চিটফান্ড দুর্নীতিতে ফের সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা। মূলত ‘প্রয়াগ’ চিটফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের আর্থিক তছরুপের ঘটনায় এদিন শহরজুড়ে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, এই সংস্থা দিল্লিতে বেআইনি কারবার শুরু করে। এর ডিরেক্টর অভীক বাগচীর বাবা বাসুদেব বাগচী সংস্থার সিএমডি। নিউ আলিপুরে যে আবাসনে ইডির দল তল্লাশি চালায়, সেটি বাগচীদের ফ্ল্যাট নামেই পরিচিত। এছাড়া কলকাতার বেহালা, জোকাতেও তল্লাশি চালানো হয়।

পূর্ব ও উত্তর ভারত জুড়ে এই বেআইনি কারবার চালাত প্রয়াগ সংস্থা। ফলে ওড়িশায় মামলা দায়ের হয়। তার ভিত্তিতে সিবিআই মামলা শুরু করে। ২০১৭ সালে অভীক বাগচী ও তাঁর বাবা বাসুদেব বাগচীকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। এদিন নিউ আলিপুরের আবাসন ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। মহিলা জওয়ানরাও ওই দলে ছিলেন। জোকার একটি রিসর্টে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, ১৯৯৭ সালে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। আমানতকারীদের টাকা নয়ছয় ও চিটফান্ডের মাধ্যমে ১৯০০ কোটিরও বেশি টাকা তোলা হয়েছিল। পুরোনো মামলার কিনারা করতেই আবার সক্রিয় হয়ে নেমেছে ইডি।

সংবিধান রক্ষা প্রস্তাব

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় পেশ হল সংবিধান রক্ষা প্রস্তাব। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। বুধবার এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিরোধী দল বিজেপি এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় হই হট্টগোল না করলেও বুধবার যে তারা এই ইস্যুতে মুখর হবে, তা জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কারণ শুভেন্দুর দাবি, এরাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংবিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এই রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। তাই সরকারের উচিত এই নিয়ে আগে পর্যালোচনা করা। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিজেপি অনেক এই ধরনের পাগলের প্রলাপ বকে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসে তাই রাজ্য সরকার এই বিল এনেছে।’

নৈহাটি বড়মা’র কাছে প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবার।

বড়মা’র নামে নৈহাটি ফেরিঘাট

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : নৈহাটি ফেরিঘাটের নাম ‘বড়মা’ ফেরিঘাট বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈহাটি থেকে চুঁচুড়ায় আসার এই ফেরিঘাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী এই ফেরিঘাট দিয়ে যাতায়াত করেন। মঙ্গলবার নৈহাটি বড়মা মন্দির দর্শনে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি এই ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে নৈহাটি ফেরিঘাট সৌন্দর্যায়নের কাজও করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। পাশাপাশি ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ভাটপাড়া ও নৈহাটি হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই দুই হাসপাতালে এই বাবদ মোট ৪ কোটি টাকা খরচ হবে।

মানিক, কুন্তলের পর জামিন শান্তনুর

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষের পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তবে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নির্দেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, শান্তনুকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। মোবাইল নম্বর বদল করা যাবে না। নিম্ন আদালতের অন্তর্গত এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না। তথ্যপ্রমাণ লোপাট বা সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না। নিম্ন আদালতে মোবাইল নম্বর জমা দিতে হবে। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। সেই মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেও শান্তনুকে হেপাজতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। এখনই তাঁর জেলমুক্তি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ,এদিনই সিবিআই তাঁকে হেপাজতে নিয়েছে।

সোমবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ এজেন্ট সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনুকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাই সুজয়কৃষ্ণ ও শান্তনুকে নিজেদের হেপাজতে চায় সিবিআই। তবে এদিন আচমকা বুকে ব্যথার কারণে আদালতে সুজয়কৃষ্ণকে সশরীর হাজির করতে পারেননি তদন্তকারীরা। শান্তনু ও সন্তুকে হেপাজতে পেয়েছে সিবিআই।

আদালতের সময় নষ্ট, জরিমানার নির্দেশ

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য মামলাকারীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ। জমি সংক্রান্ত একটি বিতর্কিত বিষয় শুনানির জন্য বিচারপতির এজলাসে ওঠে। প্রায় ২৫ মিনিট শুনানির পরে মামলাকারীর আইনজীবী জানান, অন্য এজলাসেও একই বিষয়ে মামলা চলছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নতুন করে এই এজলাসে মামলা করা হয়েছে। তারপরেই বিচারপতি ক্ষুব্ধ হন। তিনি মন্তব্য করেন, ‘২৫ মিনিট শুনানির পর আদালতকে তথ্য দেওয়া হচ্ছে। মামলাকারীর জরিমানা হওয়া উচিত।’ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার নামে ভুল মামলা করে আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে। কয়েকজন আইনজীবী সেই মামলা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। তারপর মামলাকারীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

চাকরির দাবিতে পথে টেট উত্তীর্ণরা

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : চাকরির দাবিতে ফের পথে নামলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। সংবিধান দিবসে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করার পর রানি রাসমণি রোডে বিক্ষোভ দেখান চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২২ সালে প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এই মিছিল করা হয়। শিয়ালদা স্টেশনের সামনে থেকে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষভাবে সক্ষম বেশ কয়েকজন প্রার্থী মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত জেলা থেকে আসা চাকরিপ্রার্থীরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিভিন্ন ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসেন। ধামসা, মাদলের পাশাপাশি পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মাধ্যমে বঞ্চনার কথা তুলে ধরা হয়। ধর্মতলা পৌঁছে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। তবে চাকরিপ্রার্থীরা বিধানসভায় যেতে চাইলে তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই অবস্থান বিক্ষোভ শেষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র পুলিশ প্রশাসনের কাছে জমা করা হয়।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি ও বিদেশ গাজি বলেন, ‘সাত বছর নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছেন বহু চাকরিপ্রার্থী। অথচ বারবার শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। ২০২২ সালে টেট বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলেন, বছরে দুবার করে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে, কোনও টেট উত্তীর্ণ প্রার্থী বসে থাকবেন না। কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পেলাম না।’

শীতের বিকেল। বীরভূমের নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পার্শ্বশিক্ষকদের মেয়াদ ৬০ বছর করার দাবি

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : পার্শ্বশিক্ষকদের অবসরের মেয়াদ ৬০ বছর করার দাবি তুললেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এই প্রসঙ্গ তোলেন সুমন। তিনি বলেন, ‘উচ্চমাধ্যমিকে পার্শ্বশিক্ষকদের প্রতি বছর চুক্তি নবীকরণ করে চাকরি করতে হয়। কিন্তু তাঁদের হাতেই স্কুলের পঠনপাঠনের মান রয়েছে। তাই প্রতি বছর চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করে ৬০ বছর পর্যন্ত তাঁদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হোক।’ প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘উচ্চমাধ্যমিকে পার্শ্বশিক্ষকদের ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ নিশ্চিত করা নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা করছে। খুব শীঘ্রই এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।’ প্রসঙ্গত, ৬০ বছর পর্যন্ত কোনও পার্শ্বশিক্ষক চাকরি করলে তিনি সরকারের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা সাম্মানিক পান। কিন্তু কোনও পার্শ্বশিক্ষক ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি না করলে তিনি সাম্মানিক থেকে বঞ্চিত হন। তাই সমস্ত পার্শ্বশিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত করার দাবি জানিয়েছেন সুমন।

৩৪ পড়ুয়ার সাসপেনশনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগে ৩৪ জন পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করা হয়। মঙ্গলবার এই সাসপেনশনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, আরজি কর এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজের পর কল্যাণী জেএনএম-এর ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেওয়া হল। বিচারপতি নির্দেশ দেন, ওই পড়ুয়ারা নিয়মিত ক্লাস করতে পারবেন। তবে এখনই হস্টেলে ঢোকার অনুমতি পাবেন না। কলেজের কোনও অনুষ্ঠানেও হাজির থাকতে পারবেন না। পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। আবেদনকারী পড়ুয়াদের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী বলেন, ‘পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগের ভিত্তিতে কীভাবে এতজন পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করা হল। কলেজ কর্তৃপক্ষেরও গাফিলতি রয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়নি। শুধুমাত্র চাপের মুখে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কাউন্সিল। তিনমাস ক্লাস না করলে এই চিকিৎসকরা স্টাইপেন্ড পাবেন না।’ তারপরই বিচারপতি সাসপেনশনের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন।

কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল

১৯ সেপ্টেম্বর কলেজ কাউন্সিলের তরফে ওই ৩৪ পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবেদনকারীদের অভিযোগ, রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের চাপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। সেই থেকে তাঁরা কলেজে ঢুকতে পারছেন না। তারপরেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। কল্যাণী জেএনএম-এর তরফে আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত জানান, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাঁরা এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেননি। তারপরই আদালত নির্দেশ দেয়, ওই পড়ুয়াদের কলেজে প্রবেশের এবং ক্লাস করার অনুমতি দেবেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া যাবে না তাঁদের। এবার থেকে তাঁরা নিয়মিত ক্লাস করতে পারবেন। তবে কলেজের কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও হস্টেলে ঢোকা থেকে বিরত থাকতে হবে।

রাজ্যসভা উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : আগামী ২০ ডিসেম্বর রাজ্যসভার ৬ আসনের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যে এই রাজ্যের একটি আসনও রয়েছে। জহর সরকার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সাংসদপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ফলে ওই আসনে নির্বাচন হবে। এই আসনে তৃণমূলের জয় প্রায় নিশ্চিত। তবে, তৃণমূল কাকে প্রার্থী করে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে।

কোর্টের শর্তে স্বস্তি বিকাশের

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি পেলেন কয়লা পাচার কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্র। দু-বছর আগে জামিনের সময় তাঁকে কিছু শর্ত দিয়েছিল আদালত। তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিকাশ। মঙ্গলবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন বিকাশ। তবে আদালতের কাজ ছাড়া পশ্চিম বর্ধমানে যেতে পারবেন না তিনি। প্রতি সপ্তাহে নয়, মাসে একবার সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। তাঁকে জামিনের সময় আদালত শর্ত দেয়, বিকাশ কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না ও প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে। এদিন ওই শর্ত থেকেই আপাতত স্বস্তি পেলেন তিনি। বর্তমানে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় জেলে রয়েছেন বিকাশ।

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৭ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮৮ সংখ্যা

রহস্যজনক অবস্থান

খেলাটা আবার শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। ‘যেমন বেণি তেমনি রবে চুল ভিজাব না।’ ‘ইন্ডিয়া’য় থেকেও অন্য বিরোধীদের সঙ্গে দূরত্ব রাখা। কৌশলটা নতুন নয়। সংসদ বহুবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের এমন অবস্থানের সাক্ষী থেকেছে। গৌতম আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি এখন ভারতে বিরোধীদের বড় অস্ত্র। আদানি-মোদি ঘনিষ্ঠতার পুরোনো প্রচারকে আবার জোরালো করার এই সুযোগ ব্যবহারে বিরোধীরা এখন মরিয়া।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন সেই আভাস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শাসক শিবিরের কাছেও বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সরকারপক্ষ আদানি শব্দটিই সংসদে উচ্চারিত হতে দিতে চায় না। যে কারণে খুব বেশি হাঙ্গামা না হওয়া সত্ত্বেও সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। কিছুটা স্বভাববিরুদ্ধভাবে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরোধীদের উদ্দেশে বিষোদ্গারের মধ্যে দুশ্চিন্তার মেঘ স্পষ্ট।

তাতে যে বিষয়টির চর্চা আটকানো যাবে না, তা বোঝা গিয়েছে সংসদে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠকে। অধিবেশনের প্রথম দিন শাসক শিবির আলোচনাটা আটকে দিয়েছে বটে, কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বৈঠকে আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের দাবিতে পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অধিবেশনের পরবর্তী দিনেই সংসদে বিরোধীরা যে আবার সরকারকে চেপে ধরবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদিকে কোণঠাসা করার এই সুযোগ সহজে হাতছাড়া করতে চায় না বিরোধীরা।

বিরোধীদের মধ্যে কংগ্রেস এবং বিশেষ করে রাহুল গান্ধি দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগতভাবে কট্টর মোদি বিরোধিতার পথে চলেছেন। মার্কিন আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু বিরোধিতার এই সমবেত প্রয়াসে একমাত্র নেই তৃণমূল কংগ্রেস। খাড়গের ডাকা বৈঠকে তৃণমূল সাংসদদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। বরং দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মন্তব্যে স্পষ্ট যে, আদানি বিষয়ে তেমন সোচ্চার তৃণমূল হবেও না।

সদ্য দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে কোনও অবস্থান গ্রহণ দূরে থাকুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুঁ শব্দটি করেননি। কুণাল শুধু জানিয়েছেন, আলোচনা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সংসদ অচল রেখে আলোচনার পক্ষপাতী তৃণমূল নয়। আগেও অনেক সময় তৃণমূল বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে একা চলার অবস্থানে ছিল। ওয়াকফ বিল নিয়ে এখন সেই পথে এগোতে পারে তৃণমূল। লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে শুধু তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাপচারিতায় সেই ইঙ্গিত আছে।

কংগ্রেস সভাপতির ডাকা বিরোধীদের বৈঠকে না যাওয়ার ব্যাখ্যাও কিন্তু তৃণমূল দিচ্ছে না। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে দলের কর্মসমিতির বৈঠকের পর সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কিছুটা উষ্মার সুরেই বলেছেন, তৃণমূলের যোগ না দেওয়ার কারণ পরে জানতে পারবেন। সেই পরেটা কবে, তা স্পষ্ট নয়। কোনওদিন জানা যাবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে।

আদানি গোষ্ঠী সম্পর্কে তৃণমূল বরাবরই কিছুটা স্পর্শকাতর। অন্য বিরোধী দল হইচই করলেও আদানিদের সম্পর্কে তৃণমূল সবসময় নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে রাখে। এর একটি কারণ হতে পারে বাংলায় আদানিদের কাছ থেকে আরও বেশি লগ্নি আদায়। এই শিল্পগোষ্ঠী চটে যেতে পারে, এমন কোনও পদক্ষেপ বা মন্তব্য তৃণমূলকে কখনও করতে দেখা যায়নি।

তাছাড়া মহারাষ্ট্রে বিরোধী জোট সদ্য বিধানসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার চেষ্টা তৃণমূলের আছে। যে কারণে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করা উচিত গোছের মন্তব্য রাজনীতির বাজারে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে থেকেও ‘ইন্ডিয়া’য় তৃণমূল কতটা আছে, তা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরুমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

–শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আলোচিত

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি কোনও যোগ্যতা নেই? কেন কেউ অভিষেককে কোণঠাসা করবে? কেনই বা কোণঠাসা করার চেষ্টা হবে? সেটা কি আমরা মেনে নেব? মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে যাঁরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চাইছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ আগামীদিনে অন্ধকার হবে।

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল

পাক পাঞ্জাবের একটি গ্রামে বিয়েতে বরকে ৩৫ ফুটের বিশাল টাকার মালা উপহার দিলেন তাঁরই দাদা। বরের গলায় ৭৫ ও ৫০ টাকার পাকিস্তানি নোট দিয়ে সাজানো মালাটি কয়েকজন লোক পরিয়ে দেন। কার্পেটের মতো বিছিয়ে থাকা নোটের মালার ভিডিও ভাইরাল।

আজ

১৯৫২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক বাপ্পি লাহিড়ি।

২০০৮

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

ঘুম। পিসি সরকারের ম্যাজিক। ট্যারা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস। ঘুমের গভীরতা জীবনানন্দের কবিতার চেয়ে বেশি। ইটপাটকেল ছুড়ে ঘুম থেকে তুলতে হত। একসময় সেই ঘুমটুকুর লোভে গাঁজা, কাফ সিরাপ, হেরোইনের নেশা। শুটিংয়ে ডুব। এবং উত্তরণ।

সাতদিন বিছানায় ছিলাম, কিন্তু নিজের কাছে হারিনি

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

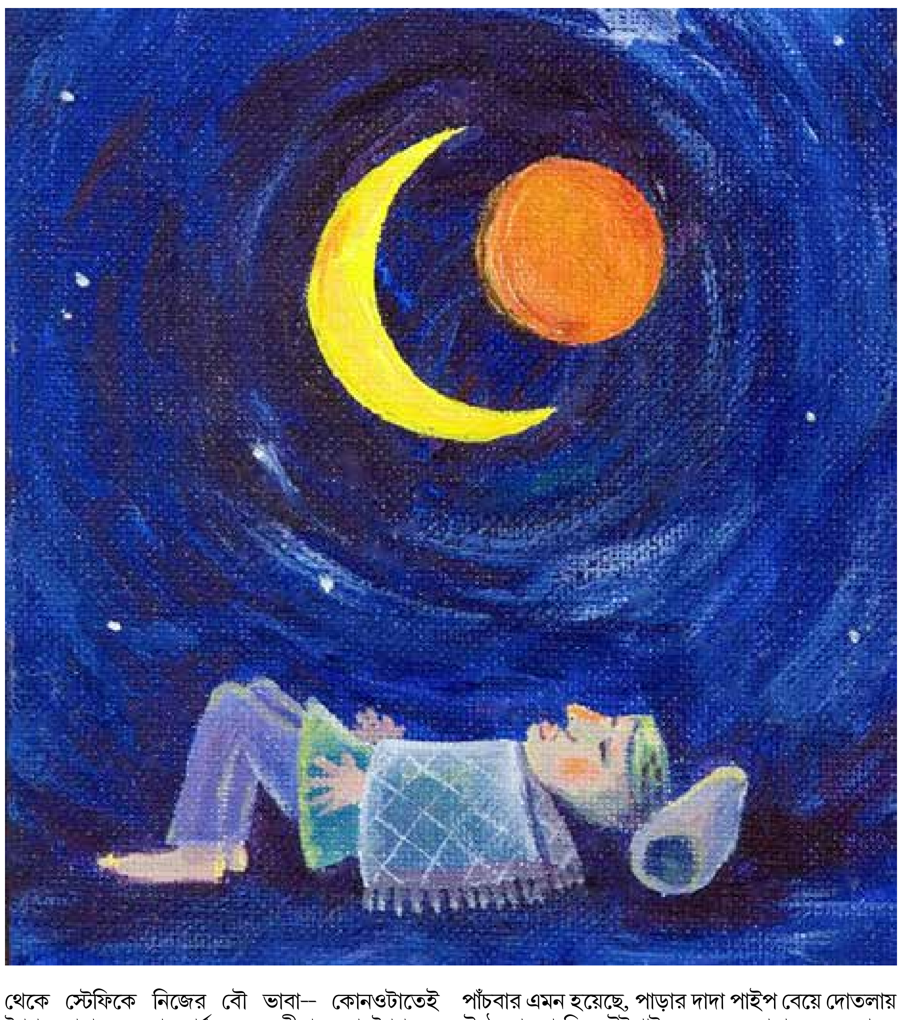

আমার সাত পিসি। বাবা সবার ছোট ভাই। আমার ঠাকুরদা সেই সময়কার ট্রিপল এমএ, ফলে বাড়িতে পড়াশোনার কড়াকড়ি ছিল বেশ খানিকটা। এটাও অবশ্য ঠিক, বিজয়গড় কলোনির টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো জানান দিত সংসারে জ্বালানি বেশি নেই। মেয়েরা না দাঁড়ালে, চাকরি না পেলে ছিন্নমূল এই পরিবার বেশিদিন টানা আমার ঠাকুরদার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তখনকার পেরেন্টিং-এর (অ)বিজ্ঞান ছিল, আগে পেঁদিয়ে নাও, বাকিটা পরে বোঝা যাবে। এরকম অবস্থায় পিসিরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক, আমার বাবা তখন নেহাতই অপোগণ্ড শিশু। আমসত্ত্বের ফেরিওয়ালা বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে এবং সেই আমসত্ত্ব বাবাকে কিনে না দেওয়া হলে সারা বাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদত। হীরালাল সেন যেমন সিনেমা প্রথম বানিয়ে স্বীকৃতি পাননি, জগদীশচন্দ্র যেভাবে বঞ্চিত হয়েছেন, তেমনই আমার স্থির বিশ্বাস, মন্দিরে যে গড়ানোর ট্রেন্ড, তা আমার বাবার আবিষ্কার, গরিব ছিল বলে পেটেন্ট দেওয়া হয়নি।

যাগগে, প্রসঙ্গে ফিরি। পড়তে বসে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে প্রবল গান্ধিবাদী আমার ঠাকুরদা অহিংস আন্দোলন সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। উলটে মনে হত, এখুনি বুঝি অনুশীলন সমিতি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে এসেছেন। সব্যসাচীর মতো হাত চলত তাঁর। এর থেকে বাঁচার জন্য পিসিরা দুটো উপায় বের করেছিলেন। ঠাকুরদার পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যি চুরি করে চোখে লাগাত। কথাটা ভাবলে শিউরে উঠি আজও। আর আমার বাবাকে দরজার সামনে পাহারায় বসিয়ে রাখত। ঠাকুরদা টিউশনি সেরে যখন ফিরত, বাবা দূর থেকে দেখেই দিদিদের সাবধান করে দিত। সবাই যে যার মতো উঠে দুলে দুলে পড়তে শুরু করত। কিন্তু সেদিন বাবা প্রচুর খেলাধুলো করে অথবা গড়িয়ে ক্লান্ত ছিল। পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাকিরা পড়াশোনা করলেও রাঙাপিসি সামনে ব্যাকরণ কৌমুদী খুলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। ঠাকুরদা এসে সামনে দাঁড়িয়ে চুপ করে নিরীক্ষণ করে চলেছেন রাঙাপিসিকে। বাকিরা ভয়ে সেগুন কাঠ হয়ে গেছে। সেসময় টালির চাল থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তাতে ফাঁকা বস্তা ডাঁই করা থাকত। হঠাৎ সেখান থেকে একটি বস্তা ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে রাঙাপিসির মাথায়। রাঙাপিসি ধড়মড় করে উঠে দেখে সামনে সাক্ষাৎ যম। ঠাকুরদাকে দেখে সেই মুহূর্তে আমার রাঙাপিসি কী করেছিল জানেন? খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গেয়ে উঠেছিল, ‘এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু’। বলাবাহুল্য, সেই সন্ধেটা আমার রাঙাপিসির পক্ষে আদৌ আর স্বর্ণালি থাকেনি।

আমাদের শৈশবের ঘুম ছিল পিসি সরকারের ম্যাজিক। ঘুমিয়ে পড়লাম একতলায় দিদার ঘরে, ঘুম ভাঙল দোতলায় দাদাইয়ের পাশে। এই অলীক যাত্রার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। নিজেকে মনে হত সর্বশক্তিমান, যে ঘুমিয়ে এতদূর চলে আসতে পারে। জেগে থাকলে তো কলম্বাসকে কম্পিটিশনে ফেলে দেবে। আসলে শৈশব সব পারে। শচীনের সঙ্গে ব্যাটিং, ওপেন থেকে স্টেফিকে নিজের বৌ ভাবা-- কোনওটাতেই শৈশব বাধা দেয় না। পূর্ণবয়স্কের সীমাবদ্ধতা শৈশবের সিলেবাসের অন্তর্গত নয়। ভাগ্যিস।

‘নরানাং মাতুলক্রমঃ’ বলে কথাটি মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আমার চেহারা, মুখচোখ, খাদ্যাভ্যাস, মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসা-- সবকিছুই মামাবাড়ির মতো। কিন্তু পড়তে বসে ঘুম, ওটা পিসিদের থেকে পাওয়া। আমার মা বা বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়লে ঠাকুরদাসুলভ আচরণ জীবনেও করেনি। কিন্তু বেচারারা নিজেরা বিপদে পড়ে যেত। সন্ধেবেলায় মা-বাবার নাটকের রিহার্সাল থাকত। ওরা চলে যাওয়ার পর দরজা এঁটে চৌবাচ্চার ফুটো, তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদর, জারণ-বিজারণ, অনুঘটক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে ট্যারা হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম দেবো ন জানাতি। আর সেই ঘুমের গভীরতা জীবনানন্দ দাশের কবিতার চেয়েও ঢের বেশি। অন্তত পাঁচবার এমন হয়েছে, পাড়ার দাদা পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে জানলা দিয়ে ইটপাটকেল ছুড়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে। বাবা-মা ঠায় দাঁড়িয়ে ততক্ষণ।

উচ্চমাধ্যমিকের আগে অবধি ঘুমের সঙ্গে আমার হানিমুন পিরিয়ড চলেছে। ঘুম তখনও অবধি আমার কাছে এত সহজ ছিল যে, আমি চোখ বন্ধ করেই ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু বিপদ হল উচ্চমাধ্যমিকের সময়। পরীক্ষার আগের তিন মাস সিলেবাসের ঠেলায় ঘুমোলাম না। পরের তিন মাস ঘুম কেড়ে নিল সুবোধ ঘোষ আর নরেন মিত্তির। একটা করে গল্প শেষ করে সজারুর মতো গায়ের লোম খাড়া করে বসে থাকতাম হুব্বা হয়ে। চোখ জ্বালা করত, গলার কাছটা দলা পাকিয়ে যেত। সেটা কাটানোর জন্য আরেকটা গল্প পড়ে ফেলতাম। মোটমাট বাংলা সাহিত্য আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি আমার জীবন থেকে অর্গ্যানিক ঘুম কেড়ে নিল। আজীবনের মতো অনিদ্রা রোগ ধরে গেল এবং যত দিন যেতে লাগল, এই অনিদ্রা রোগ আমার আতঙ্কে পরিণত হল। যত রাগ হত, তত আতঙ্ক গ্রাস করত আমায়। মনে হত, আজও ঘুম হবে না। সমাধান দিল এক বন্ধু।

আমার জীবনে প্রবেশ করল গাঁজা। দিনের শেষে একটা সিগারেটে ভরে খেয়ে নিলে মনে হত, ব্যাস, ঘুম নিয়ে আর চিন্তা নেই। এভাবে বছরখানেক চলার পর গাঁজা স্যাচুরেশন পয়েন্টে চলে গেল। তখন আর গাঁজা খেলে ঘুম বা নেশা কোনওটাই হত না। বন্ধু নিয়ে এল আরেকটা সমাধান। কাফ সিরাপ ঢুকে গেল জীবনে। যদিও আমার সেইসব বন্ধুকে আমি কোনওভাবেই দায়ী করি না। যা করার আমিই সজ্ঞানে করেছি। দিনে তিন-চার শিশি তখন জলভাত। ‘অ্যান্ড আই স্টার্টেড লুজিং ইট মেন্টালি।’ আমার কথার তাল কাটতে লাগল। কমিটমেন্টের দাম রইল না। সবে কাফ সিরাপ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। বাবা চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। বাবা, আমার কাছে শুধু বাবা ছিলেন না। আমার নাট্যশিক্ষক, ক্রিকেট দেখার সঙ্গী, গোপন কথার রক্ষক-- সবই ছিলেন বাবা। বাবার মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে গেলাম। সেই রাস্তা দিয়ে আমার জীবনে প্রবেশ করল সর্বাধিনায়ক হেরোইন, ব্রাউন সুগার। এবার এক আশ্চর্য ঘুমের সাক্ষী হলাম। হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখতাম মাঝখানের একটা দিন হাওয়া হয়ে গেছে।

পয়লা বৈশাখ চলে গেছে। দোল চলে গেছে, আমি টেরই পাইনি। ষষ্ঠীতে ঘুমিয়ে অষ্টমীতে উঠেছি। মাঝখানে সপ্তমী বেপাত্তা। বাইরে পুজো হচ্ছে। ঢাকের শব্দ পাচ্ছি। আমি ঘরে বসে আছি। ঘরভর্তি বিষাদ, শুকনো বমির দাগ, গন্ধ ও পরবর্তী নেশার অপেক্ষা নিয়ে। এই চলতে চলতে একদিন শুটিংয়ে পৌঁছোতেই পারলাম না। এটা আমার কাছে চরম ধাক্কা ছিল। সেইদিন সিদ্ধান্ত নিলাম, এভাবে আর চলতে পারে না। ছেড়ে দিলাম। না, আমাকে কোনও রিহ্যাবে যেতে হয়নি তার জন্য। সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি, কিন্তু নিজের কাছে হারিনি।

আজ আমার আর ঘুমের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। আমি জানি, রোজ রোজ ঘুম আমার ভাগ্যে নেই, কিন্তু আমার আতঙ্ক কেটে গেছে। আমি এখন রাত উপভোগ করি। রাত আমার কাছে এখন একটা সুযোগ, নতুন বই পড়ার, নতুন সিনেমা দেখার। রাতকে আমি নিজের মনে হোয়াটসঅ্যাপ করি, কিন্তু টিক পড়েছে কি না দেখার জন্য অপেক্ষা করি না। রাত ক্রমশ তরল হতে হতে যখন ঊষার কাছে নতজানু হয়, একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। আমার কানে অত্যাধুনিক ইয়ার পডে বহু যুগ পেরিয়ে গেয়ে ওঠেন শচীন কর্তা- ‘ঘুম, ভুলেছি নিঝুম। এ নিশীথে জেগে থাকি। আর আমারই মতো জাগে নীড়ে দু’টি পাখি।’ কোনও এক অজ্ঞাত আসবাবের দোকান থেকে আলনা নিয়ে সার দিয়ে চলে যায় কিছু লোক। পুব আকাশ লালচে করে ভোর হয়। গণশক্তি স্ট্যান্ডের সামনে রথীনদা চায়ের দোকানে স্টোভে পাম্প দিতে দিতে অবাক হয়ে আমার বারান্দার দিকে তাকায়। ভাবে প্রলাপ বকছি।

আসলে আমি বিড়বিড় করে বলছি-- অরুণোদয় নেহাত খারাপ নয়।

বেশ লাগে দেখতে।

জনমন জনমত

ব্যস্ত সময়ে আবর্জনা তোলা বন্ধ হোক

শিলিগুড়ির নাগরিক হিসেবে এলাকার আবর্জনা সাফাই নিয়ে অভিযোগের অবকাশ নেই। কিন্তু বর্তমানে একটি সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে। সকাল ১০টা থেকে ১১টা ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে চাকরিজীবীদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ঠিক ওই সময়তেই রাজা রামমোহন রায় রোড কিংবা নজরুল সরণিতে কর্পোরেশনের আবর্জনা তোলার আর্থমুভার এবং ট্রাকগুলি রাস্তা আটকে আবর্জনা তোলে। যার ফলে যানজট, কর্মস্থলে দেরিতে পৌঁছানো, বিরূপ মন্তব্য ইত্যাদি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ, আবর্জনা তোলার কাজটা খুব সকালে বা ১১টার পরে করা হোক, যাতে আমাদের মতো চাকরিজীবী এবং ছাত্রছাত্রীরা নিত্য অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পায়।

শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

ক্রিকেটার ঋষভের মহানুভবতা একটা দৃষ্টান্ত

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভয়ানক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাঁহাতি উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। দুর্ঘটনার কিছু পরে জ্বলন্ত গাড়ি থেকে জখম, রক্তাক্ত ঋষভকে বের করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন রজত ও নিশু কুমার নামের দুই স্থানীয় তরুণ। চরমতম বিপদের সময় ওই দুই তরুণের অসামান্য সাহায্যের কথা ভোলেননি ঋষভ। তাই তো কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঋষভের তরফে রজত ও নিশুকে দেওয়া হয়েছে দুটি নতুন স্কুটি।

২৭ বছর বয়সি ঋষভ ২০২৫ সালের আইপিএল টুর্নামেন্টে বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল লখনউ সুপার জায়েন্টস দলের হয়ে খেলবেন। আশা রাখছি, উদার ও মানবিক গুণসম্পন্ন ঋষভ এই টুর্নামেন্টে নিজের ব্যাটিং দক্ষতার চূড়ান্ত প্রমাণ রাখতে সফল হবেন।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

বাতিস্তম্ভ আছে, জ্বলে না আলো

বিগত ৬-৭ বছর ধরে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের কাঁঠালগুড়ি মোড় এলাকায় হাইমাস্ট বাতিস্তম্ভটি তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। উদ্বোধনের কোনও নামগন্ধ নেই। এই নিয়ে প্রশাসনেরও কোনও হেলদোল নেই। অথচ কাঁঠালগুড়ি মোড়, রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েত এলাকার মাঝে অবস্থিত এক জনবহুল বাজার। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে লোকজনের ভিড় থাকে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে শীঘ্রই বাতিস্তম্ভটি চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।

গৌরাঙ্গ শর্মা, কাঁঠালগুড়ি, রাজাডাঙ্গা, ক্রান্তি।

স্থায়ী স্টেশন চাই

দক্ষিণ দিনাজপুরে বোল্লাকালীর বাৎসরিক পুজো উপলক্ষ্যে একটি অস্থায়ী রেলস্টপ হয়েছে। এজন্য রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। কিন্তু বোল্লাকালীর জনপ্রিয়তা দিনেদিনে বাড়ছে। প্রত্যেক বছরই সংখ্যা বাড়ছে পুণ্যার্থীদের। এই অবস্থায় তীর্থযাত্রীদের কথা ভেবে অস্থায়ী স্টপকে স্থায়ী স্টেশন করলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। আশা করি, রেল বিভাগের কর্মকর্তারা এগিয়ে আসবেন।

রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ।

মনীষীদের সম্মান রক্ষায় বেশি নজর আবশ্যক

এবছর ২৫ অগাস্ট শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবেশদ্বার ওল্ড মাটিগাড়া রোড, পঞ্চানন ব্রিজের পাশে দশজন মহান দেশপ্রেমিকের আবক্ষ মূর্তি সমারোহের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি শহরের আর কোথাও এত মনীষীর মূর্তি একসঙ্গে নেই যা পাতি কলোনি তথা শিলিগুড়ির গর্ব। কিন্তু দুই মাস যেতে না যেতে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে মনীষীদের মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করে এবং মূর্তিতে নোংরা মাখানোর মতো নিন্দনীয় কাজ করে শিলিগুড়ির গর্বকে কলঙ্কিত করেছে। এই লজ্জা শিলিগুড়িবাসীর।

তবে এ কথা সত্যি যে, মনীষীদের সম্মান রক্ষায় প্রশাসনও তেমন সচেষ্ট নয়। গান্ধিজির মূর্তির মুখে কেক লাগানো, বিবেকানন্দের মূর্তির নীচে আবর্জনা ফেলা, মাস্টারদা সূর্য সেনের গায়ে হাত রেখে সেলফি তোলা– এইসব মনীষীদের অবমাননা নয় কি? বিকৃত ও নিকৃষ্ট মানসিকতার মানুষজন যে এই ধরনের কাণ্ড ঘটাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এসব থেকে বিরত থাকতে যেমন সাধারণ মানুষের সামগ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি প্রশাসনের দায়ও কিন্তু এতে সমানভাবে বর্তায়।

এককথায়, প্রশাসনের তরফে মনীষীদের অধিকতর সম্মান জানানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবেই সাধারণ মানুষও বিবেকের তাড়নায় সম্মান করতে কিছুটা হলেও বাধ্য হবেন। অন্যথায় এর সুযোগ নেবে অপরাধীরা। তাই প্রশাসনের কাছে পাতি কলোনির ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আর্জি জানাচ্ছি।

যিশুতোষ সেন
ইসকন রোড, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৮

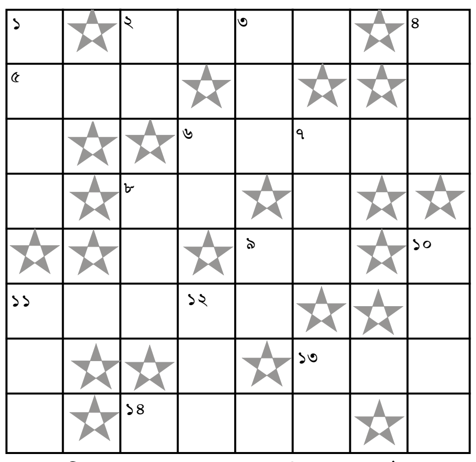

পাশাপাশি : ২। ব্যস্ততার ভাব, অতি দ্রুত ৫। ঠকায় যে, বঞ্চনা করে যে ৬। বালক শ্রীকৃষ্ণ ৮। যিনি কাজ করেন, গৃহস্বামী, প্রভু, মনিব ৯। তাল, পিণ্ড, ডেলা ১১। বকজাতীয় পাখিযুগল, খুব অন্তরঙ্গ দুই ব্যক্তি ১৩। একটি বড়ো মরুভূমি ১৪। নানা সবজি দিয়ে রান্না ব্যঞ্জন, আনাজ।

উপর-নীচ : ১। বিবাহিত পুরুষ ২। পর্যন্ত, অবধি, সীমা ৩। কৃপণ, দানকুণ্ঠ ৪। কিছুকাল, রাজত্বকাল, প্রশ্রয় ৬। খবর, জনশ্রুতি ৭। বানরজাতীয় শক্তিশালী প্রাণী ৮। মেঘজাত শিলা, বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ৯। শক্ত, বিচক্ষণ, দক্ষ ১০। আত্মাই যার আনন্দস্থান, যোগী ১১। গতানুগতিক, অতি সাধারণ ১২। উলু ধ্বনি, ভাড়, চিত্রিত বাড়তি তাস ১৩। শ্রেণি, মাঝিদের গানবিশেষ, লোকসংগীতবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৯৯৭

পাশাপাশি : ১। সুচিন্তিত ৩। সটীক ৫। অসমসাহস ৬। রজত ৭। সার্থক ৯। আকাশকুসুম ১২। পলক ১৩। নিদর্শন।

উপর-নীচ : ১। সুরাসুর ২। তমস ৩। সহসা ৪। কঞ্জুস ৫। অত ৭। সাম ৮। কনকন ৯। আলাপ ১০। শতেক ১১। সুজনি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্যান কার্ডে কিউআর কোড

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : প্যান কার্ডেও এবার থেকে কিউআর কোড থাকবে। সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে প্যান ২.০। এই প্রকল্পের জন্য ১৪৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্যান কার্ডে কিউআর কোড থাকলে আয়করদাতারা নানাবিধ সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো।

বৈষ্ণো বলেন, এখন যাঁদের প্যান কার্ড রয়েছে, বিনামূল্যে আপগ্রেডেশন করা যাবে সেই প্যান কার্ডের। এর জন্য কোনও আর্থিক খরচ হবে না। যাবতীয় খরচ কেন্দ্রের। এখন ৭৮ কোটি প্যান কার্ড রয়েছে সারা দেশে, যার মধ্যে ৯৮ শতাংশ ব্যক্তিগত।

বৈষ্ণো বলেন, প্যান কার্ডে কিউআর কোড যোগ করলে তা ডিজিটাল ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠবে। সহজে ও স্বচ্ছ আর্থিক লেনদেন করা যাবে। দ্রুত পরিষেবা পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগত তথ্য ও অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত থাকবে। আর্থিক জালিয়াতির ভয় কিছুটা হলেও কমবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'ও। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'এই প্রকল্পের জন্য আয়করদাতাদের আয়কর রিটার্ন ফাইলের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে।'

তবে কীভাবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। কবে থেকে এই পরিষেবা চালু হবে তা নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি কেন্দ্র। বৈষ্ণো জানিয়েছেন, 'নতুন প্যান কার্ডের কাজ শুরু হলেই দেশবাসীকে সমস্ত তথ্য বিস্তারিত ভাবে জানানো হবে।'

প্যান ২.০ কী

প্যান ২.০ হল বর্তমান স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) ব্যবস্থার একটি আধুনিক রূপ। লক্ষ্য, আয়কর দপ্তরের ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করা এবং ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক কাজগুলিকে আরও দ্রুত ও নিশ্ছিদ্র করে তোলা।

প্যান ২.০-র বৈশিষ্ট্য

- কিউআর কোড যুক্ত প্যান কার্ড: নতুন প্যান কার্ডে একটি এমবেডেড কিউআর কোড থাকবে, যা নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা বাড়াবে।
- নির্দিষ্ট সরকারি ডিজিটাল সিস্টেমের জন্য প্যান'কে সাধারণ পরিচয়পত্র হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।
- প্যান এবং ট্যান (ট্যাক্স ডিডাকশন এবং কালেকশন অ্যাকাউন্ট নম্বর) পরিষেবাগুলিকে একটি জায়গায় এনে করদাতাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করা হবে।
- নতুন ব্যবস্থা দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব হবে।

গ্রাহকদের সুবিধা

- করদাতাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এবং ব্যবহারোপযোগী হবে।
- বর্তমানে যাঁদের প্যান কার্ড রয়েছে, তাঁরা কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই নতুন আপগ্রেড পাবেন।
- একীভূত সিস্টেম পরিষেবা সরবরাহের গুণগত মান বৃদ্ধি করবে এবং ডেটার সামঞ্জস্য বজায় রাখবে।
- নতুন প্যান কার্ডের ক্ষেত্রে পুরোটাই 'পেপারলেস' বা ডিজিটাল হবে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র। অর্থাৎ পকেটে কার্ড বয়ে বেড়াতে হবে না। ডাউনলোড করে রাখা যাবে মোবাইলে।

নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে কি

না, নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নেই। প্যান ২.০ উদ্যোগে বর্তমান কার্ডধারীদের কার্ড আগের মতোই বৈধ থাকবে। নতুন কিউআর কোড এবং অন্যান্য সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গুরুত্ব

সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্যান ২.০ ব্যবসার জন্য একটি সাধারণ পরিচয়পত্র হিসাবে কাজ করবে। ফলে সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে লেনদেন আরও মসৃণ এবং নির্ভুল হবে।

সংবিধান দিবসেও শাসক-বিরোধী তর্জা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : হাম সাথ সাথ হ্যায় ছবিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না সংবিধান দিবসেও।

মঙ্গলবার ভারতের সংবিধানের গ্রহণ করার ৭৫তম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পুরোনো সংসদের সেন্ট্রাল হলে যৌথ অধিবেশন বসেছিল। এক ফ্রেমে তখন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা, বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু ছবিও তোলেন সকলে। কিন্তু তাল কাটল ওই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধির একটি ভিডিওতে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই অনুষ্ঠানের দুটি ভিডিও শেয়ার করেন এদিন। তার একটিতে দেখা গিয়েছে জাতীয় সংগীত চলাকালীন যখন বাকি সবাই সামনের দিকে অথবা নীচের দিকে তাকিয়ে তখন রাহুল গান্ধি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। অপর ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেও রাহুল গান্ধি নিজের আসনে আগেভাগে বসে পড়ার চেষ্টা করেছেন। অমিত মালব্য বলেন, 'কংগ্রেস সবসময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মান করেছে। কারণ, আদিবাসী মহিলা হয়েও উনি সর্বপ্রথম দেশের সর্বোচ্চ পদে বসেছেন।'

সংবিধান দিবসে মঙ্গলবার সংসদে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারের সঙ্গে খাড়গে ও রাহুল।

উলটোদিকে কংগ্রেসের তরফে তালকাটোরা স্টেডিয়ামে পৃথক একটি অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, 'বিজেপি চায় কিছু ধনকুবের দেশটাকে নিজেদের দখলে রাখুক। তাই তারা সংবিধান শেষ করে দিতে চায়।' তাঁর কটাক্ষ, 'নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সরকার আজ সংসদে সংবিধান দিবসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সংবিধানে ভারতের হাজার বছরের চিন্তাভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, নরেন্দ্র মোদি এই বইটি পড়েননি। কেননা, উনি যদি এই বইটি পড়তেন তাহলে রোজ যা করেন তা করতেন না।' এদিনও তিনি বলেন, 'বিজেপি জাতভিত্তিক জনগণনাকে ভয় পায়। এদেশের দলিত, আদিবাসীদের বলা হয় এই দেশ আপনাদের। অথচ আমরা যদি তথ্য খুঁজে দেখি তাহলে দেখব, এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

সংবিধান দিবসের মূল অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে ভারতের সংবিধানকে একটি জীবন্ত, প্রগতিশীল দলিল বলে আখ্যা দেন। বছরব্যাপী অনুষ্ঠান উদযাপনের সূচনা করে তিনি বলেন, 'সংবিধানের মাধ্যমে আমরা সামাজিক ন্যায় এবং সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছি।' দেশের মানুষকে সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, রাহুল গান্ধি প্রমুখ। অন্যদিকে সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনার দাবি তুলেছে কংগ্রেস। সংসদের উভয় কক্ষে সংবিধান নিয়ে দু'দিনের

> নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সরকার আজ সংসদে সংবিধান দিবসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সংবিধানে ভারতের হাজার বছরের চিন্তাভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, নরেন্দ্র মোদি এই বইটি পড়েননি। কেননা, উনি যদি এই বইটি পড়তেন তাহলে রোজ যা করেন তা করতেন না।
>
> **রাহুল গান্ধি**

আলোচনা চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছে তারা। মল্লিকার্জুন খাড়গে মন্তব্য করেন, "সংবিধানের ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা উচিত। পাশাপাশি, বর্তমানে যে ত্রুটিপূর্ণ কাজগুলি চলছে, সেগুলিও আলোচনায় তুলে ধরা প্রয়োজন।" অপরদিকে স্পিকার ওম বিড়লা শাসক-বিরোধী শিবিরকে গণপরিষদের মর্যাদাপূর্ণ, গঠনমূলক বিতর্কের পরম্পরা অনুসরণ করার ডাক দিয়েছেন।

সংসদে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে খোশমেজাজে অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক শেষ করে সোমবার রাতেই দিল্লি চলে এসেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মঙ্গলবার দুপুরেই সংসদে এসে পুরোনো সংসদ ভবনের দলীয় কার্যালয়ে দলের সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটালেন তিনি। আগাগোড়া তিনি ছিলেন খোশমেজাজে। বুধবার সংসদীয় দলের বৈঠকে আগামী দিনে সংসদে দলের কৌশল তিনি স্থির করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবারই প্রথম পূর্ণ শক্তি নিয়ে শীতকালীন অধিবেশনে থাকতে চলেছে তৃণমূল। হাজির থাকবেন সমস্ত সাংসদ। এবারের অধিবেশনে মানুষের নিত্যদিনের নানান সমস্যা নিয়ে সরব হবে তৃণমূল।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ পুরোনো সংসদ ভবনে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছোন অভিষেক। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং মুখ্য সচেতক নাদিমূল হক সহ দুই কক্ষের সাংসদরা। সাংসদদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি এবং প্রতিটা সাংসদের সঙ্গে প্রায় ১০ মিনিট করে আলাদাভাবে কথা বলেন। সোমবারই তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব স্থির করা হয়েছে। তিনি দিল্লির রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবেন। আর তাঁর সেই টিমে থাকছেন কীর্তি আজাদ, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুস্মিতা দেব।

নতুন দায়িত্ব পেয়েই দিল্লি এসে মঙ্গলবার চা, কফি, টোস্ট সহযোগে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মাতেন তিনি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, প্রতিমা মণ্ডল, অসিত মালের পাশাপাশি এদিন শর্মিলা সরকার, জুন মালিয়া, ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদের মতো দলের নতুন সাংসদদের সঙ্গেও ৮ থেকে ১০ মিনিট করে কথা বলেছেন অভিষেক।

আগামী দিনে সংসদে কোন পদ্ধতিতে এগোনো হবে, তার রূপরেখা তৈরির জন্য বুধবার বৈঠকে বসছে সংসদীয় দল। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার বঞ্চনা, বাংলার বকেয়া টাকা আটকে রাখা, সারের দাম বৃদ্ধি ও মণিপুরের হিংসা সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এবার শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে ঝড় তুলতে পারে রাজ্যের শাসক দল। সূত্রের খবর, নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পরই সিদ্ধান্ত, এবার থেকে সংসদ চলাকালীন বেশিদিন দিল্লিতে থাকবেন তিনি। চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার কলকাতা ফিরবেন অভিষেক। তবে আগামী সপ্তাহে সমস্ত দিনই সংসদের অধিবেশনে থাকবেন তিনি।

হাসপাতালে আরবিআই গভর্নর

চেন্নাই, ২৬ নভেম্বর : হাসপাতালে ভর্তি করা হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাসকে। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আরবিআই জানিয়েছে, 'বদহজমের সমস্যায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দাসকে। উদ্বেগের কিছু নেই। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। খুব শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।' তবে হাসপাতালের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ব্যালট ফেরানোর আর্জি নাকচ শীর্ষ আদালতে

'জিতলে ইভিএমে কারচুপি হয় না!'

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : ইভিএম সরিয়ে পুরোনো ব্যালট পেপার পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার আর্জি সরাসরি নাকচ করে দিল শীর্ষ আদালত। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এর বদলে ব্যালট পেপার ব্যবহারের দাবি জানিয়ে করা এক আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং পিবি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'যখন নির্বাচনে জয় হয়, তখন ইভিএমে কোনও সমস্যা থাকে না। আর হারলে ইভিএম নিয়ে অভিযোগ ওঠে।'

কেএ পল নামের মামলাকারী ব্যালট ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করে সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দিয়েছিলেন, চন্দ্রবাবু নাইডু, জগন্মোহন রেড্ডির মতো নেতারাও ইভিএম কারচুপি নিয়ে সরব হয়েছেন। ইভিএম নিয়ে অভিযোগের কোনও শেষ নেই। তাই তা বাতিল করে আবার ব্যালট পেপারের যুগ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। কিন্তু এই যুক্তি মানতে চায়নি শীর্ষ আদালত। বরং পালটা প্রশ্ন করা হয়েছে, 'জিতলে কি ইভিএম কারচুপি হয় না। শুধু কি হারলেই হয়?'

দুই বিচারপতির বেঞ্চের

পর্যবেক্ষণ, 'চন্দ্রবাবু নাইডু, জগন্মোহন রেড্ডির মতো নেতারা যখন ভোটে জেতেন তখন ইভিএম নিয়ে অভিযোগ করেন না। তখন ইভিএমে কারচুপি হয় না। এটাকে আমরা কীভাবে দেখব? এসব যুক্তি নিয়ে তর্ক করার জায়গা এটা নয়।'

যদিও ইভিএম সরিয়ে ব্যালট পেপার ফেরানোর দাবিতে অনড় কংগ্রেস। আদালতের রায়ের পরোয়া না করে মঙ্গলবার দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে সংবিধান দিবসের এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'আমরা ইভিএমে ভোট চাই না। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন চাই। 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র মতো আমরা ব্যালট পেপারের পক্ষে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করব।'

অন্যদিকে খাড়গে এবং কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপিও। দলের জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'যখন কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়, তখন ইভিএম এবং নির্বাচন কমিশন ঠিকঠাক কাজ করে। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন দলগুলি ভালো ফল করলেই সংবিধান ও ইভিএমকে দোষারোপ করা হয়।'

আঙুল কেমন আছে, কল্যাণকে প্রশ্ন মোদির

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : মঙ্গলবার সংবিধান দিবসে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌজন্য বিনিময় করে তাঁর আঙুল কেমন আছে(অঙ্গুঠা ক্যায়সে হ্যায়) জানতে চান। কল্যাণ বলেন, 'একদম ঠিক।' পালটা সৌজন্যে মোদির স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ জানতে চান, 'আপনি কেমন আছেন?' মোদি হেসে ঘাড় নেড়ে জানান তিনি ভালো আছেন। ব্যাস এটুকুই কথা হয়েছে তাঁদের। এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সংসদে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মোদি ও কল্যাণের মধ্যে কুশল বিনিময় দেখে চমকে যান তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল সাংসদরা। মাস দেড়েক আগে ওয়াকফ বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উত্তেজিত কল্যাণ কাচের বোতল ভেঙে নিজের হাতের আঙুল নিজেই কেটে ফেলেছিলেন। ছটা সেলাই পড়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে অস্ত্রোপচারের পর তাঁর চোখ কেমন আছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

বাদশার পানশালার কাছে বিস্ফোরণ

চণ্ডীগড়, ২৬ নভেম্বর : মঙ্গলবার ভোররাতে বাদশার পানশালা সেভিলি বারের কাছে বিস্ফোরণ। কেউ হতাহত হননি। পাঞ্জাবি গায়কের পানশালাটি চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২৬-এ। সিসিটিভির ফুটেজে এক ব্যক্তিকে বোমা ছুড়ে পালাতে দেখা গিয়েছে। বারের এক কর্মী জানিয়েছেন, কিছু ফাটার শব্দ তিনি শুনেছেন। বিস্ফোরণের অভিঘাতে বারের দরজার কাচ ভেঙেছে। ঘটনার সময় সাত-আট জন কর্মী ছিলেন। কেন এই বিস্ফোরণ? সলমন ঘনিষ্ঠ সিদ্দিকী খুন হয়েছেন। পাঞ্জাবি গায়ক মুসেওয়ালার প্রাণ গিয়েছে গুলিতে। সলমনের প্রাণনাশের হুমকি এখনও অব্যাহত। বাদশাকেও কি কেউ নিশানা করেছেন? পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ঘরে তৈরি বোমা দিয়ে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভেঙে পড়ল ব্রিটিশ আমলের সেতুর একাংশ। মঙ্গলবার ভোরে। গঙ্গার ওপর ১২৫ বছরের পুরোনো সেতুটি কানপুরের সঙ্গে উন্নাওকে যুক্ত করেছে। কিন্তু ফাটল ধরা পড়ায় বছর চারেক ধরে সেতুটি ব্যবহার হয় না। তবে এ নিয়ে সরকার কোনও বিবৃতি দেয়নি।

জল্পনা জিইয়ে শিন্ডের ইস্তফা

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর : একরাশ জল্পনা জিইয়ে রেখে মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন একনাথ শিন্ডে। নতুন সরকার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকেই কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান। বিধানসভা ভোটে দুর্দান্ত জয় পাওয়ার পর থেকে তিনদিন কেটে গেলেও পরবর্তী মহায্যুতি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হতে চলেছেন সেই প্রশ্নের এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর মেলেনি। মঙ্গলবার ছিল বিদায়ি চতুর্দশ বিধানসভার শেষদিন।

এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসেন শিন্ডে। তাঁর সঙ্গে রাজভবনে গিয়েছিলেন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার। শিন্ডে সরকারের মন্ত্রী দীপক কেসারকার জানিয়েছেন, দ্রুত মহায্যুতি সরকার শপথ নেবে। কিন্তু কবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসবে তা নিয়ে এখনও দ্বিধায় মহায্যুতির নেতৃত্ব। একটি সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার রাতে কিংবা বুধবার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হতে পারে। এখনও পর্যন্ত দেবেন্দ্র ফড়নবিশই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। আরএসএসের আশীর্বাদধন্য নাগপুরের এই ভূমিপুত্রকে মহারাষ্ট্র বিজেপির একটা বড় অংশ তো বটেই, সমর্থন জানিয়েছেন অজিত পাওয়ার, রামদাস আটাওয়ালের মতো অন্য শরিকরাও।

কিন্তু অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, একনাথ শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং ফড়নবিশ-অজিত পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রী রেখে দেওয়া হবে। শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী পদে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-রা উদ্ধবকে বার্তা দিতে চান, তাঁরা প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরে এবং তাঁর শিবসেনাকে বাস্তবিকই সম্মান করেন। তাই বিজেপির বিপুল জয় সত্ত্বেও একজন শিবসৈনিককেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসালেন।

পুলিশ-পিটিআই খণ্ডযুদ্ধে হত ৫

ইমরানের মুক্তির দাবিতে তপ্ত পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৬ নভেম্বর : ইমরান খান ইস্যুতে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা আগুন এবার দাউ দাউ আকার নিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি রেখে নির্বাচনের ফল চুরি করা হয়েছে। তাঁকে জেল থেকে বার করে আনতে হবে। এই দাবিতে ইমরানের দল পিটিআই এবার শাহবাজ শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠল।

আগে থেকে আন্দোলনের চরিত্র আঁচ করে তা ঠেকাতে নেমে পড়েছে নিরাপত্তাবাহিনীও। সোমবার দু'পক্ষের খণ্ডযুদ্ধে পুলিশ সহ পাঁচ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়। আহত ১১৯। ইমরান সমর্থকরা পুলিশের ২২টি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর চার হাজার কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ফৌজদারি ষড়যন্ত্র ও উসকানি দেওয়ার অভিযোগে ইমরান, তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি, পিটিআই-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, ৩০০-রও বেশি কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পাক সেনা ও ইমরান খানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য সংযুক্ত আরব আমির শাহির সঙ্গে যোগাযোগ করল পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

সংস্থার একদল প্রতিনিধি সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে রয়েছেন। আবুধাবি রাজি কিনা তা জানা যায়নি।

সোমবারের ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড়ের পর মঙ্গলবারও প্রতিবাদ অব্যাহত। বিক্ষোভকারীরা এদিন ইসলামাবাদের ডি-চকের দিকে মিছিল করে এগিয়েছেন বলে খবর। রাজধানীর ডি-চক এলাকায় রয়েছে সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভবন। মিছিলের নেতৃত্বে

রয়েছেন ইমরান-জায়া।

বন্দি ইমরান এসপার উসপার করে ছাড়তে জেল থেকেই সমর্থক, দেশবাসীকে বিক্ষোভে শামিল হতে 'চূড়ান্ত ডাক' দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ভোটের ফল চুরি করা। চুরি করা রায় প্রত্যাখ্যান করুন। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে বিক্ষোভে ঝাঁপান।' স্বামীর বক্তব্য সামনে রেখে আন্দোলনে ইমরান-জায়া বুশরা বিবি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গান্দাপুর।

বুশরা বিবির কথা, 'ইমরানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই আমরা এসেছি। খানকে নিয়েই ফিরব।' খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গান্দাপুর বলেছেন, 'ইমরান যতক্ষণ না মুক্তি পাচ্ছেন আমরা পিছু হটব না'

রাহুলকে কি দেশছাড়া করতে চায় বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : রাহুল গান্ধির ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে দেশছাড়া করতে উঠেপড়ে লেগেছে গেরুয়াশিবির।

রায়বেরেলির সাংসদের ভারতের পাশাপাশি গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিকত্ব রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কর্ণাটকের বিজেপি নেতা এস ভিগ্নেশ কুমার। কীভাবে তিনি দ্বৈত নাগরিকত্ব পেলেন তা জানতে সিবিআই তদন্তের পাশাপাশি ভারতের নাগরিকত্ব বাতিল করার করার দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছেন তিনি।

সেই মামলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককের কৈফিয়ত তলব করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছে বিচারপতি এআর মাসুদি এবং বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থীর বেঞ্চ। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসবি পান্ডেকে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, তিন সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের জবাব জানাতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ ডিসেম্বর।

এর আগে রাহুলের ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল করার দাবি জানিয়ে পৃথক মামলা করেছিলেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীও।

অভিযোগে বিদ্ধ মহিলা কর্নেলরা

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গত দু'বছরে ১০৮ জন মহিলা আধিকারিককে কর্নেল পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু এই পদে উন্নীত মহিলা আধিকারিকদের কাজ নিয়ে সেনার শীর্ষ এক কর্তার মন্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীর ১৭ মাউন্টেন স্ট্রাইক কোরের কমান্ডার হিসেবে ২০ নভেম্বর অবসর নিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব পুরি। তিনি এক 'ইন-হাউস রিভিউ' প্রতিবেদনে মহিলা কর্নেলদের সম্পর্কে বেশ কিছু 'গুরুতর অভিযোগ' এনেছেন বলে খবর।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল পুরি প্রতিবেদনের আদলে লেখা তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন, কর্নেল পদে উন্নীত মহিলা সেনা আধিকারিকদের মধ্যে 'ব্যক্তিগত অহমিকা', 'পরিস্থিতি বোঝার অক্ষমতা' এবং 'অতি উত্তেজনা ও আবেগপ্রবণতা' কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। সোজা কথায়, তাঁরা খেয়ালখুশি মতো চলেন। নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ না থাকায় পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল বদল করে চলার ক্ষমতা তাঁদের নেই। তাঁর আরও অভিযোগ, মহিলা কর্নেলরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে 'আমার কথা মানো, নয়তো বিদেয় হও' ধরনের এমন মনোভাব দেখান, যা একজন কমান্ডারের কাছে প্রত্যাশিত নয়। পুরির আশঙ্কা, নেতৃত্বের গুণাবলি না থাকলে বাহিনীকে দুর্বল করবেন মহিলা কর্নেলরা।

'অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা'র জন্য পুরি এই চিঠি দিয়েছেন পূর্বাঞ্চল কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট

জেনারেল রামচন্দ্র তিওয়ারিকে। ইতিমধ্যে পুরির প্রতিবেদন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সেনাবাহিনীর অন্দরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী বলেছে, জেনারেল পুরির প্রতিবেদন প্রথম ব্যাচের মহিলা কর্নেলদের নিয়ে। তাঁর মূল্যবান সুপারিশ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতির লক্ষ্যেই করা হয়েছে। বাহিনীতে নেতৃত্বের স্তরে আরও বেশি মহিলা আধিকারিককে নিয়ে আসাই সেনাবাহিনীর লক্ষ্য।

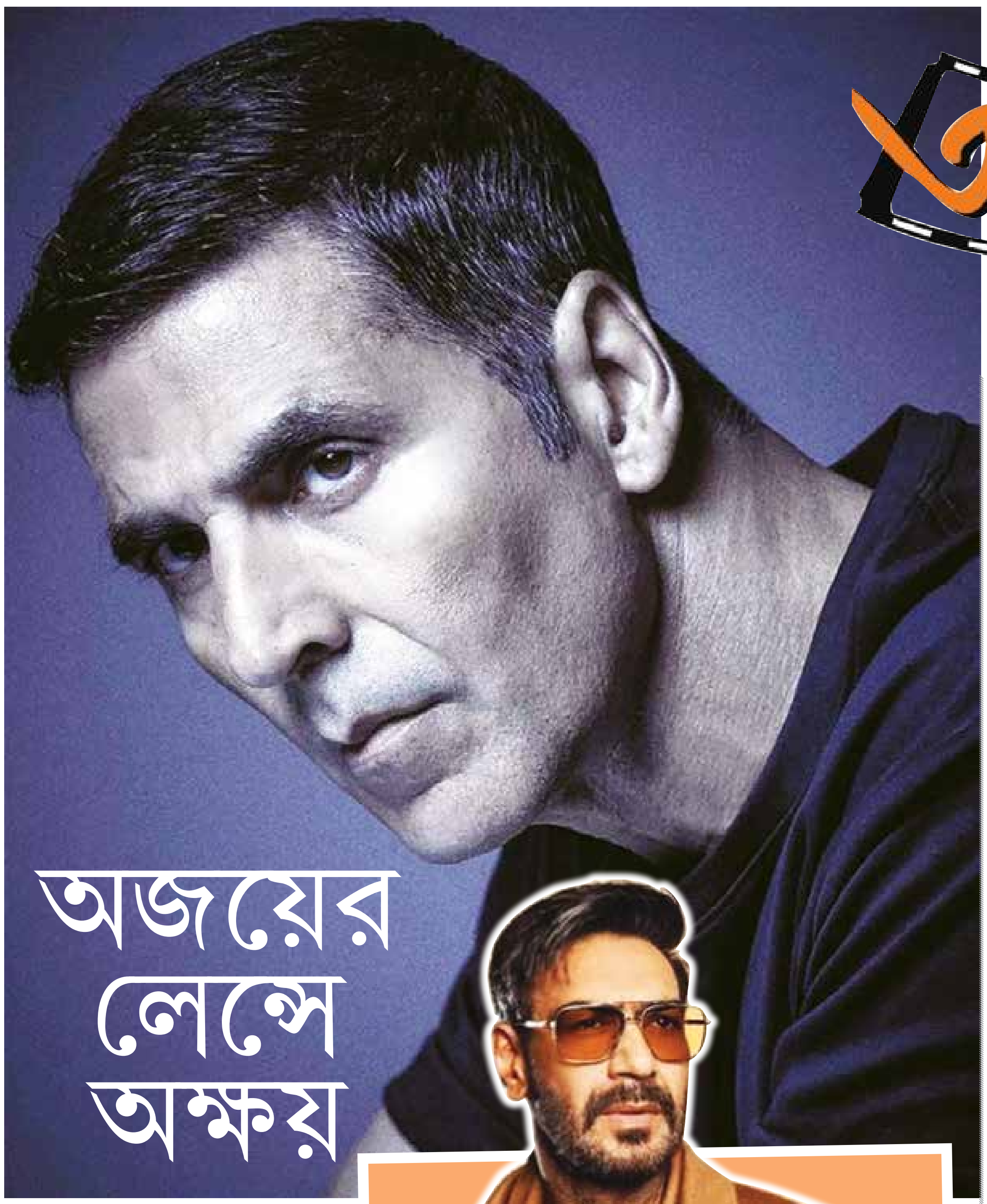

অজয়ের লেন্সে অক্ষয়

অজয় দেবগনের পরিচালনায় ছবি করবেন অক্ষয়কুমার। সঙ্গে সমান্তরাল চরিত্রে থাকবেন ভিকি কৌশলও। চিত্রনাট্যের প্রাথমিক খসড়া তৈরি। লেখা শবরী চক্রবর্তী

অজয় দেবগন ছবি পরিচালনা করবেন। অক্ষয়কুমার সে ছবিতে অভিনয় করবেন।

ঘটনা এমন কিছু অভিভূত হওয়ার মতো নয়, তবে চমকপ্রদ তো বটেই। দুই মহারথী একসঙ্গে অভিনেতা হিসেবে অনেক ছবি করেছেন যার শুরু সেই সুহাগ (১৯৯৫) থেকে। পরে খাকি, সিম্বা, সূর্যবংশী, সিংহম এগেইন। শেষোক্ত তিনটিতে দুজন কম সময়ের জন্য পর্দায় এলেও দর্শক শিহরিত হয়েছেন ওঁদের দেখে। অ্যাকশনে ওঁদের লা-জবাব রসায়নে দর্শক মুগ্ধ। এই মুগ্ধতাকেই অন্যভাবে দেখতে এবং দেখাতে এবার দুজনের অন্য যুগলবন্দির পরিকল্পনা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতি অজয়ের পরিচালনায় অক্ষয়ের অভিনয়।

অজয়ের পরিচালনা এই প্রথম নয়। রানওয়ে ৩৬, ভোলা ইত্যাদি ছবি করেছেন। তবে তাতে হিরো তিনি নিজেই। এবার নিজে হিরো হচ্ছেন না সিংহম, হিরো হবেন অনেকদিনের সহকর্মী ও বন্ধু অক্ষয়কুমার। সম্প্রতি তেমনই জানা গিয়েছে। এক অনুষ্ঠানে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বলিউডের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি, তারকাদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নেওয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানেই অজয় জানিয়েছেন তাঁর নতুন ছবির কথা । তিনি বলছেন, ‘আমরা এই ছবির বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব। তবে একটা প্রোজেক্টে ইতিমধ্যেই আমরা কাজ করতে শুরু করেছি। সঠিক সময়ে আমরা এ নিয়ে আরও তথ্য জানাব। পাশে দাঁড়ানো অক্ষয়ও বলেন, ‘আমি মি. অজয় দেবগনের পরিচালনায় কাজ করতে যাচ্ছি।’ তিনিও অবশ্য ছবির বিষয়ে আর কিছু বলেননি।

তবে এই ছবির বিষয়ে আরও একটু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অজয় ছবিতে অক্ষয়ের সমান্তরাল এক চরিত্রে প্রথম সারির অভিনেতাকে চাইছেন এবং এ বাবদে তাঁর চোখ ভিকি কৌশলের দিকে। সবশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই দুই হিরো-র ছবিটি হবে অ্যাকশন-কমেডি। সূত্রের খবর, ভিকির এ যাবৎকালের কাজ অজয়ের খুব ভালো লেগেছে । ছবির প্রতি, অভিনয়ের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছুঁয়ে গিয়েছে অজয়কে। তাই তিনি অক্ষয়ের পাশে ভিকিকে চান। দুটি চরিত্র একে অপরের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে। সূত্র আরও বলছে, অক্ষয় ছবির প্লট শুনে বেশ পছন্দ করেছেন, কারণ তিনি এই ছবিতে তাঁর কমেডি ও অ্যাকশনের প্রতিভা তুলে ধরতে পারবেন।

ছবির চিত্রনাট্যের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ। এর অর্থ ছবি এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই আছে। আশা করা যায়, আগামী বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ ছবির পুরো প্রস্তুতি শেষ হয়ে যাবে এবং অজয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। নিশ্চয় তারপরই শুটিংয়ের কথা জানা যাবে।

তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, ততদিন পর্যন্ত অক্ষয় এবং অজয়ের ডেট থাকবে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

অজয় ও অক্ষয়ের বলিউডে পা রাখা একই বছরে। ফুল অউর কাঁটে দিয়ে অজয়ের শুরুটা ভালো হলেও অক্ষয় সৌগন্ধ নিয়ে একই অভিজ্ঞতা হয়নি। পরে অক্ষয় খিলাড়ি দিয়ে নিজের যাত্রাপথের আলাদা সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন। দুই নায়কই নতুন জামানার নতুন অ্যাকশন হিরো হিসেবে ছড়িয়ে পড়লেন। অজয়ের বাবা বীরু দেবগণের কাছে দুজনেই অ্যাকশনের প্যাঁচ-পয়জার শিখেছেন— এ কথা বীরুর মৃত্যুর পর অক্ষয়ই বলেছেন। এর অর্থ দুই নায়কের মধ্যে ‘খারাপ’ ধরনের প্রতিযোগিতা কখনও ছিল না, বরং একটা বন্ধুত্বই ছিল। সেই জায়গা থেকেই অজয়ের লেন্সে অক্ষয়ের বন্দি হওয়ার সিদ্ধান্ত।

আমাকে বিজয় অমৃতরাজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিল

কৌন বনেগা কড়োরপতি-র আগামী পর্বে দেখা যাবে কীভাবে অমিতাভ বচ্চনকে বিজয় অমৃতরাজ বলে গুলিয়ে ফেলেছিলেন দুই আমেরিকান মহিলা। এই কথা স্বয়ং অমিতাভই বলেছেন। এই পর্বে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল অফিসার প্রেমস্বরূপ সিং নেগিকে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা যাবে। নেগি টেনিসের ফ্যান। সেই সূত্রেই অমিতাভ বলেছেন, ‘আমি নোভাক জকোভিচের ফ্যান। তাঁর খেলায় লাবণ্য আছে।’ তারপরই তিনি বলেন অমৃতরাজের ঘটনাটি। তিনি বলেন, ‘ ঘটনাটা নিউ ইয়র্কের। এক টেনিস ম্যাচ দেখতে গিয়েছি, চারপাশে বেশ কয়েকজন ভারতীয় আছেন। তাঁরা আমাকে চিনতে পেরে অটোগ্রাফ চাইলেন। এরপর একটা মজার ঘটনা ঘটল। দু জন আমেরিকান মহিলা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখে বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল মি. বিজয় অমৃতরাজ। ওঁরা ভেবেছেন আমি বিজয় অমৃতরাজ। সম্ভবত আমি ভারতীয় বলে, অথবা আমাদের দুজনের উচ্চতা একরকম বলেও হতে পারে। আমার চারপাশের ভারতীয়রা আমার কাছ থেকে অটোগ্রাফ চাইছেন বলে ওঁরা ধরে নিয়েছেন আমিও বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়। আমি শান্তভাবে তাদের বললাম আমি টেনিস খেলোয়াড় নই। টেনিস ম্যাচ দেখতে এসেছি মাত্র। তবে আমার আসল পরিচয় ওঁদের দিইনি।’

অভিনয় ছাড়তে চেয়েছিলেন অভিষেক

এখন আই ওয়ান্ট টু টক ছবির জন্য আলোচিত হচ্ছেন অভিষেক বচ্চন। কিন্তু একদিন এসেছিল অভিষেক অভিনয় ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকার তিনি বলছেন, একের পর এক বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন যোগ্যতার পরিচালকের সঙ্গে করা ছবি ফ্লপ করার পর এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি বাবা অমিতাভ বচ্চনের কছে গিয়ে বলেছিলেন, ‘ তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমার মনে হয়, আমি অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করেছি। এখন বোধহয় নিজের প্রতি সৎ হয়ে এই কথা বলার সময় এসেছে তুমি এই পেশার জন্য যোগ্য নও। তোমার অন্য কিছু খুঁজে নেওয়া উচিত।’ অমিতাভ কিন্তু তাঁর এই হতাশাকে গুরুত্ব দেননি, বলেছিলেন, ‘আমি তোমার সিনিয়র হিসেবে বলছি, বাবা হিসেবে নয়, তোমার মধ্যে উন্নতি করার অনেক জিনিষ আছে।’ সম্প্রতি অভিষেকের আই ওয়ান্ট টু টক-এর প্রশংসা করে তিনি তাঁর ব্লগে লিখেছেন, ‘কোনও ছবি তোমাকে এন্টারটেন করতে বলবে, কোনও ছবি তোমাকে ছবিটাই হতে বলবে...সে ছবি তোমাকে তোমার জায়গা থেকে তুল নিয়ে পর্দায় নিয়ে যাবে...দেখবে সেখানে জীবন বয়ে যাচ্ছে...এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে পারবে না, সুযোগও পাবে না...অভিষেক তুমি এখানে অভিষেক নও, তুমি অর্জুন সেন... প্রসঙ্গত এই ছবিতে অভিষেকের চরিত্রের নাম অর্জুন সেন। সুজিত সরকার পরিচালিত এই ছবি বাবা ও মেয়ের জীবন ও তাদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছে। অভিষেকের অভিনয় প্রশংসিতও হয়েছে।

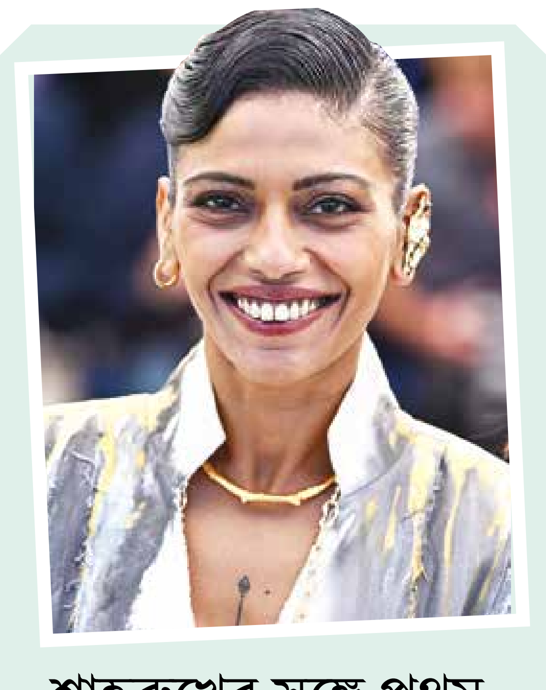

শাহরুখের সঙ্গে প্রথম দেখার স্মৃতি অনসূয়ার

‘দ্য শেমলেস’ ছবির জন্য কান ফিলম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতার বাঙালি মেয়ে অনসূয়া সেনগুপ্তা। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইংরিজির ডিগ্রিধারী অনসূয়া চেয়েছিলেন সংবাদিক হতে, হয়েছেন অভিনেত্রী। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন শাহরুখ খানের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা, একেবারে খাস বাদশার মন্নত-এ। অনসূয়া বলেছেন, ‘ অস্ট্রেলিয়ার ছবি দ্য ওয়েটিং সিটি করছি, আমার বন্ধু জোয়েল এডগার্টনও ছিল। একটা কাজে আমরা সবাই এক জায়গায় যাচ্ছি। হঠাৎ গাড়ি থামতে দেখি সামনে মন্নত। আমার পোশাক ভালো ছিল না, তক্ষুণি গাড়িতে উঠে ওদের বলি আমি গরীবের মতো ওখানে যাব না। পরে অবশ্য গেলাম। স্বায়ং শাহরুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিকাল ব্যক্তিত্ব। যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, প্রায় মারাই যাচ্ছিলাম। আমার সব বন্ধুরা বলছিল, শাহরুখের সঙ্গে ছবি তুলতে। অনসূয়া এর আগে অঞ্জন দত্তর ম্যাডলি বাঙালি, সঞ্জীব শর্মার সাত উচ্চাকে, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ফরগেট মি নট অ্যান্থলজি ফিলম রে-তে প্রোডাকশন ডিজাইনার হিসবে কাজ করছেন। দ্য শেমলেস মুম্বাই ফিলম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হয়।

আপনার যোগ্যতাটা কিন্তু আজকাল মূল্যমান নয় : অপরাজিতা

না, কাজের দক্ষতাকে এখন আর কাজ পাওয়ার যোগ্যতা বলে বিচার করা হয় না। আপনি কাজ পাবেন, না পাবেন না, এটা কার ওপর নির্ভর করে, জানেন? আপনার সোশাল মিডিয়াতে অ্যাকাউন্ট আছে কিনা। এ বিষয়ে একেবারে সোজাসাপটা কথা জানিয়েছেন অপরাজিতা আঢ্য। অপরাজিতা বলেছেন, ‘আমি কী, তোমার তো জানার কথা নয়। আমার অভিনয়টা দর্শকরা দেখলেই হবে, আমার নাচটা দর্শকরা দেখলেই হবে, যেটা দর্শকদের জন্য আমি তৈরি করেছি। আমাদের এখানে অনেক বড় অভিনেতারা রয়েছেন, যাঁদের ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট নেই। কোনও একটা বড় কোলাবরেশন হবে বা বড় বিজ্ঞাপন হবে ওঁরা বলবে নাহ, ওনার তো ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট নেই, ওনাকে বাদ দাও। বলেই দেবে ওটা তো হবে না।’

অপরাজিতা মুম্বইয়ের কাজ নিয়ে বলেন, ‘এমনকি বোম্বে থেকে যত কাস্ট করবে, আগে দেখবে ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট আছে কিনা। আমি যদি রেফার করি, আমার বদলে ওকে নাও, বলবে, নাহ দিদি ইনস্টাগ্রামে তো ওনার অ্যাকান্ট নেই। আর এই ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্টের চোটে কী হয়েছে, এটা তো রেগুলার একটা ফিড করানোর বিষয়, ছবি তোলো রে, রিল বানাও রে, ভিডিয়ো করো রে, ওমুক করো রে...। আজকে আর্টিস্টের সম্মানটা ধুলোয় মিশেছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য।’

‘আজ আর্টিস্টের সম্মানটা ধুলোয় মিশেছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য।’

অপরাজিতা বরাবরই ঠোঁটকাটা, সোজা কথা সোজাভাবে বলতেই পছন্দ করেন তিনি। এই একই সাক্ষাৎকারে বর্তমান প্রজন্মকে নিয়েও খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ করে বসেন অভিনেত্রী। বলেন, সৌমিত্র জেঠু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) তাঁকে শিখিয়েছিলেন, যখন কোনও বড় শিল্পীরা ফ্লোরে অভিনয় করবেন, তখন ফ্লোরে বসে সেটা দেখতে। অপরাজিতা বলেন, তিনি এখনও সেকথা ভোলেননি, ফ্লোরে বসে ছোট-বড় সকলের শ্যুটিং দেখেন, শেখার চেষ্টা করেন। এরপরই কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘যেটা আমি কারোর মধ্যে দেখিনা। যদি ১-২ দিন লোক দেখানো বা কাউকে খুশি করতে কেউ করেও থাকে, তাহলেও মন থেকে কারোর আসে না।’

একনজরে সেরা ৫

মীনা কুমারীর বায়োপিক

ড্রেস ডিজাইনার মণিশ মালহোত্রা বলেছেন মীনা কুমারীর বায়োপিক তিনি পরিচালনা করছেন না। মীনার ভূমিকায় ছিলেন কৃতি শ্যাননন। ২০২৫ সালে ছবি শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত সেপ্টেম্বরে সারেগামা-র সঙ্গে পরিচালক ও মীনার স্বামী কামাল আমরোহির পুত্র বিলাল আমরোহি মীনার বায়োপিকের কথা জানিয়েছিলেন। এখন এটি স্থগিত হয়ে গেল।

রামগোপালের বক্তব্য

চন্দ্রবাবু নাইডু, তঁর পরিবার ও উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের বিকৃত ছবি অভদ্রভাবে সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করার জন্য রামগোপাল বর্মার বিরুদ্ধে এফআআর হয়েছে। পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। রামগোপালের আইনজীবী মারফত জানিয়েছেন, সশরীরে নয়, ডিজিটালি তিনি উপস্থিত থাকবেন অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের সামনে। এখন সব ডিজিটাল, তদন্তও সেভাবে হতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সেকেন্ড হ্যান্ড সামান্থা

সামান্থা রুথ প্রভু এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ নাগা চৈতন্যর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমাকে সেকেন্ড হ্যান্ড ... ইত্যাদি শুনতে হয়েছিল। গোড়ায় কষ্ট হত, পরে গুরুত্ব দিইনি। ... মায়োসিটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর সিটাডেল ছেড়ে দিতে চেয়ে নির্মাতাদের কিয়ারা আদবানি ও কৃতি স্যাননের ছবি পাঠিয়েছিলাম আমার জায়গায় কাস্ট করার জন্য। ’

তারকা ভেবো না আমাকে

মঙ্গলবার গোয়ায় ফেস্টিভ্যালে আমার বস-র প্রদর্শনীতে গিয়ে ছবির অভিনেত্রী রখি গুলজার এই কথা বলেছেন। বাংলার সাংবাদিককে তিনি বলেন, আমাকে সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে রেখো, ভালোবেসো, তাহলেই আমি তৃপ্ত হব। এদিন তাঁর ৫০ বছর আগেকার ছবি ২৭ ডাউন দেখানো হয়েছে। সাদাকালোর নস্টালজিয়ায় ডুবে আপ্লুত অভিনেত্রী।

আইটেম সং

অল্লু অর্জুন ও রশ্মিকা মানডানা অভিনীত পুষ্পা ২-এর আইটেম সং কিশকি মুক্তি পেল। এতে নেচেছেন শ্রীলীলা। তবে শুধু অডিওই বেরিয়েছে, ভিডিও নয়। পুষ্পা ১-এ ছিল ই আন্টাভা আইটেম সং, তাতে মজেছিল আট থেকে আশি। নতুন আইটেম সং নেটমহলের পছন্দ হয়নি বলে শোনা যাচ্ছে।

ছোট তারা

অগজিলিয়াম কনভেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী দেবাঙ্গী দত্ত নৃত্যে পারদর্শী। বিভিন্নস্তরের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে নিয়েছে সে।

‘ছদ্মবেশে’ বাইকে অভিযান পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : মাথায় লাগানো বাতি হোক কিংবা সাইরেন, পুলিশের গাড়ির আলাদা পরিচিতি রয়েছে। তাছাড়া এলাকায় সেই গাড়ি ঢুকলে উৎসুক চোখগুলো তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। উর্দিধারীর উপস্থিতি টের পেলেই গা-ঢাকা দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। গাড়ি থেকে নেমে অলিগলিতে পিছুধাওয়া করে ধরার আগে পগারপারের নজিরও রয়েছে। বিস্তর চিন্তাভাবনা করে শেষমেশ সমাধানসূত্র বের করেছেন পুলিশকর্তারা। গাড়ি নয়, অলিগলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা দুষ্কৃতীদের ধরতে দু'চাকায় অভিযানে নামছে পুলিশ। গোপনীয়তা বজায় রাখতে বাইকে কোথাও কোনওরকম চিহ্ন বা ‘পুলিশ’ লেখা থাকছে না। পরনে উর্দির বদলে সাধারণ পোশাক।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশকর্মী শক্ত হাতে পাকড়াও করছেন অভিযুক্তকে। তারপর ডাক পড়ছে গাড়ির। শিলিগুড়ি কমিশনারেটে নতুন পন্থা ইতিমধ্যে সাফল্যের মুখ দেখেছে। পুলিশকর্তারা বলছেন, ‘এই পদ্ধতি একেবারেই সিক্রেট। ওরা বুঝে গেলে মুশকিল।’ তবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, বাইকে অ্যাকশন নেওয়া শুরু হয়েছে। এভাবে অনেক অপরাধীকে ধরা হচ্ছে।

শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকমাসে একাধিক চুরি হয়েছে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে সেসব ঘটনায় অভিযুক্ত কিংবা অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে মাঝেমধ্যেই অভিযান চালাতে হয় পুলিশকে। এসব ক্ষেত্রে ‘বাইক সওয়ারির’ সাফল্য নজরকাড়া। এই যেমন সোমবার রাতে প্রকাশনগরে নদীর চর থেকে বালি তুলছিল একটি পিকআপ ভ্যান। যাতে কেউ পিকআপ ভ্যানের চলাচল বুঝতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে বালির ওপরে কার্পেটের মতো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাপড়। এদিকে, আগাম খবর পেয়ে ঘাটের কাছে বাইকে চেপে ভক্তিনগর থানার দুই পুলিশকর্মী হেলমেট পরে

প্রতীকী ছবি। -এআই

সাধারণ পোশাকে বসেছিলেন। সেটা অবশ্য বুঝতে পারেনি পাচারকারীরা।

পিকআপ ভ্যানের পিছু নেওয়া পুলিশকর্মীরা ফোনে পুলিশের গাড়িকে ডন বসকো মোড়ে দাঁড়াতে বলেন। ভ্যানটি ডন বসকো মোড়ের কাছে যেতেই জালে ধরা। এক্ষেত্রে একটি বাইকের ব্যবহার হলেও, পরিস্থিতি বুঝে একাধিক বাইক ব্যবহার হচ্ছে। সম্প্রতি মাটিগাড়া থানা এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে। সেই নিয়ে কথা হচ্ছিল মাটিগাড়ার এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে। বলছিলেন, ‘জুয়ার আসর কিংবা অপরাধমূলক কাজের জন্য জড়ো হওয়ার খবর পেলে আমরা অনেকসময় তিন-চারটে বাইক নিয়ে যাচ্ছি। একদম স্পটে পৌঁছে যাই। ওরা টের পাওয়া আগে ধরে ফেলি।’

বাইক সঙ্গে থাকায় কম চওড়ার গলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও রক্ষে হচ্ছে না। সম্প্রতি একটি চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত কোনওভাবে চিনে ফেলেছিল পিছু নেওয়া এক পুলিশকর্মীর মুখ। পাশের গলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে বাইক নিয়ে পিছুধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন দুই পুলিশকর্মী। তাঁদের কথায়, ‘গাড়ি নিয়ে গেলে আর সেদিন ধরতে পারতাম না।’

নতুন পন্থা

- পুলিশের গাড়ি নিয়ে এলাকায় ঢুকলে টের পেয়ে যায় দুষ্কৃতীরা
- অলিগলি দিয়ে পালিয়ে যায় অনেকেই
- সাদা পোশাকে হেলমেট পরে বাইকে চেপে অভিযানে সাফল্য
- পিছু নিয়ে ফোনে গাড়িকে দুষ্কৃতীর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য
- অলিগলি দিয়ে পালালে বাইকে চেপে ধাওয়া করা অনেকটাই সহজ

বয়েজ-এর প্রাক্তনীদের বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করলেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ১৯৭৮ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের কয়েকজন সহপাঠী। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি কলেজের ১ নম্বর গেটের পাশে, বাঘা যতীন পার্কের গেটের উলটোদিকে, শিলিগুড়ি কলেজের বয়েজ হস্টেলের সামনে- সবমিলিয়ে ২০টি চারা লাগানো হয়।

উদ্যোক্তাদের একজন অতীন ঘোষের কথায়, ‘শিলিগুড়ি আমাদের আবেগের জায়গা। আমরা চাই, শহর ভালো থাকুক। এখন কারণে-অকারণে বিভিন্ন জায়গায় কাটা হচ্ছে গাছ। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আমরা তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে যত বেশি সম্ভব, গাছ লাগানোর চেষ্টা করছি।’ তিনি জানালেন, এর আগে শিলিগুড়ির ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই প্রচেষ্টা চলবে।

শিলিগুড়ির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড

প্রতীক্ষালয় দখল

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : সংগ্রহ করা সামগ্রীর বস্তা যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে রেখেছেন কুড়োনিরা। দাঁড়ানোর জায়গা নেই যাত্রীদের। এমনই পরিস্থিতি ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের সেবক রোডের পায়েল সিনেমা হলের ঠিক উলটো দিকে থাকা প্রতীক্ষালয়ের। পুরনিগমের তরফে অবশ্য বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পায়েল সিনেমা হলের উলটো দিকে প্রতীক্ষালয়টি নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, নিজেদের সংগ্রহ করা জিনিসপত্রের বস্তা রেখে দিয়েছেন কুড়োনিরা। পাশাপাশি প্রতীক্ষালয়ের সামনে দখল করে বসানো হয়েছে লটারি টিকিটের দোকান। অগত্যা টোটো, অটোর জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে হচ্ছে সকলকে।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রশাসনের কোনও নজর না থাকায় কুড়োনিরা প্রতীক্ষালয়ে বস্তা রেখে চলে যাচ্ছেন। আর বস্তার স্তূপ দেখে কেউ ভেতরে ঢুকতে চান না। বাইরে দাঁড়িয়েই টোটো, অটোতে ওঠেন যাত্রীরা। ভেনাস মোড়ে আসার জন্য প্রতীক্ষালয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সুকান্তপল্লির বাসিন্দা সুবর্ণা সরকার। তিনি বললেন, ‘এখানে যে যাত্রী প্রতীক্ষালয় রয়েছে, তা তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি।’

পরিস্থিতি নজরে এসেছে স্থানীয় কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাসের। তিনি বলেন, ‘আমি কিছুদিন আগেও বস্তাগুলো সরাতে গিয়েছিলাম। সেই জায়গায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা থাকেন। রাতে সেখানেই ঘুমোন। দিনেরবেলা যা পান, কুড়িয়ে এনে ব্যাগে ভর্তি করে সেখানে রেখে দেন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে ওই মহিলা প্রতিক্ষালয় দখল করে এসব করছেন। পুরনিগমে জানাব।’ বিষয়টিতে নজর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

প্রতি ওয়ার্ডে সুফল বাংলার স্টল দাবি

পেঁয়াজ কিনে চোখে জল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর কড়া অবস্থান, শিলিগুড়ির মেয়রের বৈঠক থেকে টাস্ক ফোর্সের অভিযান- কোনও কিছুতেই লাগাম পরানো যাচ্ছে না আনাজের দামে। আলু, পেঁয়াজ সহ সবকিছুই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে শহরের বাজারগুলোতে। এই পরিস্থিতিতে সুফল বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের ওয়ার্ডে ন্যায্যমূল্যে আনাজ বিক্রির দাবি জোরালো হচ্ছে। এদিকে, শহরে একটিমাত্র আউটলেট থেকে সুফল বাংলা প্রকল্পে সে সব মিলছে। সাধারণের দাবি নিয়ে কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিক তথা নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র জানিয়েছেন, ‘একটি আউটলেট ছাড়া শহরে তিনটি ভ্যানে সুফল বাংলা প্রকল্পে বিক্রি হচ্ছে সবজি।’ যদিও শহরবাসীর একাংশের দাবি, একটি ভ্যানই ঘুরছে দু'তিনটি ওয়ার্ডে। দু'বছর আগে অবশ্য শিলিগুড়িতে সুফল বাংলার ২৫টি মোবাইল ভ্যান চালু হয়েছিল।

এপ্রসঙ্গে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের প্রতিক্রিয়া, ‘দাম কিছুই কমেনি, এটা ঠিক নয়। টাস্ক ফোর্স নেমেছে। ধীরে ধীরে দাম আরও কমবে। প্রয়োজনে সুফল বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে কিংবা পুরনিগমের তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে কম দামে আলু, পেঁয়াজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে।’

সোমবার টাস্ক ফোর্সের অভিযানের কিছুক্ষণ পর দাম ফের

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে সুফল বাংলা স্টল।

বেড়ে গিয়েছিল। একই ছবি দেখা গেল মঙ্গলবার। এদিন শহরের বিভিন্ন বাজারে জ্যোতি আলু ৩৫ টাকা, নতুন আলু ৫০ টাকা, রাজস্থানের আলোয়ার থেকে আসা নতুন পেঁয়াজ ৫০-৫৫ টাকা, নাসিকের পেঁয়াজ ৮০ টাকা, টমেটো ৬৫-৭০ আবার কোথাও ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। ফুলকপি এবং বাঁধাকপির দাম ৫০ টাকার নীচে নামেনি। অথচ সুফল বাংলা প্রকল্পে এদিনও নিয়ন্ত্রিত বাজারের আউটলেটে কেজি প্রতি আলু ২৮ টাকা, পেঁয়াজ ৫০, ফুলকপি এবং বাঁধাকপি ৪০ টাকা, বড় লাউ ২৫-৩০ টাকায় বিকিয়েছে।

নাজেহাল শহরবাসী পরিস্থিতি বদলের আশায় দিন গুনছেন। রবীন্দ্রনগর বাজারে দাঁড়িয়ে শ্যামল পাল বলছিলেন, ‘দাম কোথায় কমেছে? ৩৫ টাকার নীচে আলু নেই। পেঁয়াজ ৫০-৬০ টাকা। বেশি দাম নিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন করলে বলছেন, এটা সেই আলু বা পেঁয়াজ নয় যে কম দামে দেওয়া যাবে। ভালো জিনিস ভালো দামেই কিনতে হবে। এরপর আর কে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তর্ক করবে বলুন।’

বিভিন্ন বাজার ঘুরে শ্যামলের মতো আরও অনেক ক্রেতার দেখা মিলল। যাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য, ‘প্রশাসন ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। টাস্ক ফোর্স কঠোর পদক্ষেপ করেনি। ফলে ব্যবসায়ীরা মর্জিমাফিক দাম হাঁকাচ্ছেন।’

ফুলেশ্বরী বাজারেও আনাজের লাগামহীন দাম নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা গোবিন্দ সান্যাল, অলোক দাসদের কথায়, আগে সবজির দাম বাড়লে সুফল বাংলার মাধ্যমে সরকার থেকে কম দামে আনাজ বিক্রি করা হত। আমরা কিছুটা স্বস্তি পেতাম। এখন আর সেই সুবিধা মিলছে না। শহরে আরও বেশি পরিমাণে সুফল বাংলার স্টলে সবজি বিক্রির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

রিকশা-টোটোর সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : রিকশা ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাগরাকোটে রিকশায় চেপে যাচ্ছিলেন এক পুরুষ ও এক মহিলা। সেসময় উলটো দিক থেকে আসা একটি টোটোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় রিকশার। পড়ে গিয়ে আহত হন এক আরোহী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। রিকশাচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। এদিকে, টোটোতে চালকের সঙ্গে আরও একজন সহকারী ছিলেন। ঘটনার পর টোটো আটকে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। তারা এসে টোটো সহ দুজনকেই আটক করে নিয়ে যায়।

মানবিক উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : মঙ্গলবার একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা মিলিতভাবে জলপাই মোড় এলাকায় বিনামূল্যে খাবার বিলি করেন। যেখানে জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ডের তরফে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। লুচি, ডাল, সবজি, মিষ্টি প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মী সুমিত প্রামাণিক, অনুপম বর্মন, মহম্মদ মকবুল আলম সহ অন্যরা।

হল না পালন

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ থাকলেও মঙ্গলবার শিলিগুড়ি শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পালন হল না সংবিধান দিবস। শিক্ষা দপ্তরের তরফে ২১ নভেম্বর এই নির্দেশিকা দেওয়া হলেও জেলা বিদ্যালয় সংসদের তরফে মঙ্গলবারই স্কুলগুলোকে এই নির্দেশ পাঠানো হয়। যার ফলে সকালে প্রাথমিক স্কুলগুলি সংবিধান দিবস পালন করতে পারেনি। শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ বলেন, ‘স্কুলে পরীক্ষা চলছে। তাই সংবিধান দিবস পালন করা সম্ভব হয়নি।’ জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা চন্দ ভৌমিক জানালেন, সংবিধান দিবস পালন করার ব্যাপারে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের কথায়, ‘শরীর খারাপ থাকায় আমি আজ অফিসে যাইনি। তাই এই সম্পর্কে বলতে পারব না।’

ব্যাগ ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি শহরের বাঘা যতীন কলোনিতে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল। এদিন এক মহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বাইকে চেপে এসে দুজন দুষ্কৃতী ওই মহিলার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। প্রধাননগর থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ইউথ পার্লামেন্ট

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ (আইআইএলএস)-এ আয়োজিত হয় দু'দিনব্যাপী নবম ইউথ পার্লামেন্ট। মঙ্গলবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ‘বিশেষ বিবাহ আইন’ নিয়ে পড়ুয়াদের সামনে আলোচনা করেন আইআইএলএস-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তথা পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী। ইউথ পার্লামেন্টে ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের আইনের নানা দিক সম্পর্কে বোঝানো হয়। কলেজের অধ্যাপক তথা ইউথ পার্লামেন্টের কনভেনার সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, ‘চলতি বছর ইউথ পার্লামেন্টে পড়ুয়াদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি।’ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএসবি, সিআরপিএফ, বিএসএফের উত্তরবঙ্গের অধিকর্তারা।

সংবিধান বাঁচাও দিবস

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও কংগ্রেসের তরফে ‘সংবিধান বাঁচাও দিবস’ কর্মসূচি পালন করা হল। মঙ্গলবার হাসমি চকে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের তরফে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার বলেন, ‘বিজেপি দেশের সংবিধানের চারটি স্তম্ভ ধ্বংস করে দিয়েছে। সংবিধান বাঁচাতে আমরা লড়াই করছি।’ এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুবীন ভৌমিক, জীবন মজুমদার প্রমুখ।

খবরাখবর

ভুবনজোড়া বিনিয়োগ ফাঁদ

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

শেয়ার মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি ডিজিটাল খাতে বিনিয়োগের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকছে মানুষ। অর্থ সঞ্চয়ের এই পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তুলনামূলক বেশি হারে রিটার্নের জন্য। তার অন্যতম কারণ সমাজমাধ্যমে মার্কেট বিশেষজ্ঞদের ভিডিও দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং থার্ড পার্টি অ্যাপের মাধ্যমে বিনিয়োগের পদ্ধতি সহজ হওয়া। অনেকে আবার রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নের সুযোগ নেয় প্রতারকরা। তারা ফাঁদ পাতে। সেই ফাঁদে পা দিলেই ভয়ংকর বিপদ।

ফাঁদে পা

- গত মাসে সবমিলিয়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে নয়ডার দুই বাসিন্দার। তাঁরা একটি হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন। শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করলে বিশাল অঙ্কের রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেখানে
- নয়ডার ঘটনায় প্রতারিতদের টোপ দেয় ওই গ্রুপের এক সদস্য। স্টক মার্কেট নিয়ে নানা প্রলোভন দেখিয়েছিল অভিযুক্ত
- নয়ডার দুই বাসিন্দাকে প্রথমে একটি ভুয়ো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়। তারপর সেখানে রিটার্নের অঙ্ক দেখিয়ে তাঁদের আস্থা অর্জন করে প্রতারকরা

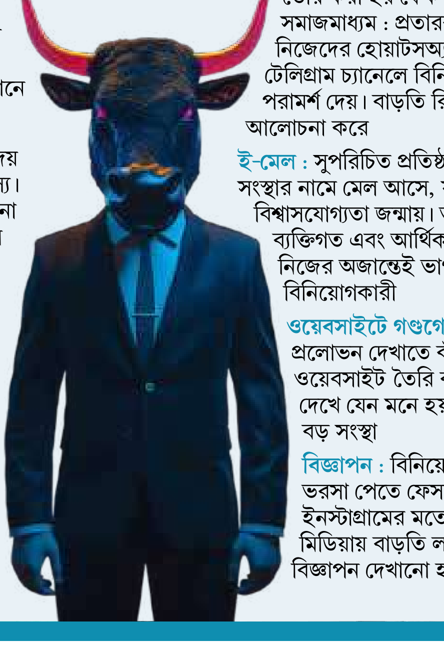

মাধ্যম

ভুয়ো অ্যাপ : বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত প্ল্যাটফর্মের অনুকরণে তৈরি করা হয় ফেক অ্যাপ

সমাজমাধ্যম : প্রতারকরা নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা টেলিগ্রাম চ্যানেলে বিনিয়োগের পরামর্শ দেয়। বাড়তি রিটার্ন নিয়ে আলোচনা করে

ই-মেল : সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নামে মেল আসে, যাতে বিশ্বাসযোগ্যতা জন্মায়। তারপরই ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্য নিজের অজান্তেই ভাগ করে নেয় বিনিয়োগকারী

ওয়েবসাইটে গণ্ডগোল : প্রলোভন দেখাতে ঝাঁ চকচকে ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। দেখে যেন মনে হয় কোনও বড় সংস্থা

বিজ্ঞাপন : বিনিয়োগকারীর ভরসা পেতে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়তি লাভ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখানো হয়

প্রতারণার ধরন

- এধরনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিনিয়োগ করতে প্রলোভন দেখানো হয়। যার ফল, শুধুই লোকসান।
- শেয়ার মার্কেট বা ক্রিপটোকারেন্সিতে অর্থ বিনিয়োগ করে কম সময়ে বেশি পরিমাণে রিটার্নের প্রতিশ্রুতি প্রতারকদের মূল অস্ত্র
- প্রতারকরা সমাজমাধ্যম সহ অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ফাঁদ পাতে
- নতুন বিনিয়োগকারী, যাঁরা কম সময়ে বেশি লাভ করতে চান এবং যাঁরা বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঝুঁকি (ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক) সম্পর্কে জানেন না- মূলত এই তিনধরনের মানুষকে টার্গেট করা হয়

তারিয়া করিও কাজ

বিশ্বাস অর্জন : শুরুর দিকে বিনিয়োগকারী লাভের মুখ দেখবেন। এতে তাঁর মধ্যে বিশ্বাস জন্মাবে

ভুল বিশ্বাস : ভুয়ো অ্যাপে প্রতারিতর অ্যাকাউন্টে যে লাভের পরিমাণ দেখানো হয়, তা বেশিরভাগ সময় সঠিক হয় না। অর্থাৎ ভুল তথ্য তুলে ধরা হয়

চাপ তৈরি : একটা সময় আরও বিনিয়োগের জন্য চাপ তৈরি করতে শুরু করে প্রতারকরা। এক্ষেত্রে বাড়তি লাভ কিংবা সিকিউরিটি ডিপোজিটের যুক্তি দেওয়া হতে পারে। 'লিমিটেড টাইম অফার' বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপ আসে

নিঃশব্দে প্রস্থান : বিপুল পরিমাণ টাকা তোলার পর খোলস ছাড়ে প্রতারকের দল। অ্যাপ, সমাজমাধ্যমের গ্রুপ কিংবা ওয়েবসাইটের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে গা-ঢাকা দেয়

কৌশল

শংসাপত্র : প্রতারকরা বিশ্বাস অর্জনের জন্য ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার?

ভুয়ো সহায়তা : গ্রাহকদের জন্য ভুয়ো পরিষেবাপ্রদানকারী দল গঠিত হয়। সেখান থেকে ফোন করে সমস্যা সমাধানের নামে চালিত করা হয় ভুল পথে।

পরিচয় বদল : পুলিশের নজর এড়াতে মাঝেমধ্যেই নিজেদের ফোন নম্বর, ই-মেল অ্যাড্রেস বদলায় প্রতারকরা

এড়াতে হবে

ঝুঁকিহীন বাড়তি লাভের নিশ্চয়তা

অপরিচিতদের কাছ থেকে বিনিয়োগের **পরামর্শ**

যাচাই না করে লগ্নি

বাঁচার উপায়

- প্রথমে বিনিয়োগের প্ল্যাটফর্মের সত্যতা যাচাই। রিভিউ পড়ে নেওয়া, সেবি অনুমোদিত পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা এবং রিটার্ন সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ
- অচেনা কাউকে ব্যক্তিগত তথ্য জানানো যাবে না। বিশেষত সমাজমাধ্যমে
- যাচাই না করে লিঙ্কে ক্লিক করা মানেই ফাঁদে পা

কী করণীয়

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা ক্রেডিট কার্ড প্রোভাইডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে লেনদেন প্রক্রিয়া ব্লক করতে হবে
- স্থানীয় থানায় অভিযোগ। অনলাইনে cybercrime.gov.in -এ অভিযোগ জানানো যেতে পারে
- তদন্তের সহায়তায় প্রতারকদের সঙ্গে কথোপকথনের রেকর্ড, টাকা লেনদেনের প্রমাণ, নথি তৈরি রাখতে হবে
- নিজের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ওপর নজর

দিল্লিতে অর্থ কমিশনের বৈঠক

শিলিগুড়িকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবি গৌতমের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ির গুরুত্ব বাড়াতে অর্থ কমিশনের কাছে সুনির্দিষ্ট দাবি জানালেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়িকে কেন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার, মঙ্গলবার ষোড়শ অর্থ কমিশনের দিল্লির বৈঠকে তার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পুরপ্রতিনিধিদের অভাব-অভিযোগ ও দাবিদাওয়া শুনতে এদিন দেশের অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্য তাঁদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভরা সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে মেয়র গৌতম দেব পুর উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে জোর সওয়াল করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই খাতে 'টায়েড' ও 'আনটায়েড' তহবিলে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দের দাবি করেন। দিন দিন যেভাবে মানুষের পক্ষ থেকে উন্নয়নের দাবি উঠে আসছে তাতে পুরসভাগুলির এঁটে উঠতে প্রয়োজন আরও অর্থের। চাহিদামতো আর্থিক প্রয়োজন না মিটলে কিছুতেই পুর উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। পুর তহবিল বাড়াতে হলে দরকার পর্যাপ্ত অর্থ। এই কারণেই 'টায়েড' ও 'আনটায়েড' ফান্ডে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ। পরিকল্পনামতো 'টায়েড ফান্ডে'-র অর্থ যেমন খরচ করা হয়, পাশাপাশি 'আনটায়েড ফান্ড'-এর খরচ প্রক্রিয়া আরও সহজ করা দরকার।

শিলিগুড়ির মেয়র এদিনের বৈঠকে প্রায় অভিযোগের সুরে বলেন, শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সম্পত্তির উপর নির্ধারিত 'সম্পত্তি কর ' দীর্ঘদিন ধরে পুরসভাকে দিচ্ছে না। এই কর আদায়ের ব্যাপারে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। মেয়র বলেন, সম্পত্তি বলতে, বিশেষ করে রেল । এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইওসি, ভারত পেট্রোলিয়াম - সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা আছে। মেয়রের দাবি, এই সম্পত্তি কর থেকে যাতে পুরসভাগুলি বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে কমিশনের একটি নির্দেশিকা হওয়া উচিত। বাধ্যতামূলকভাবে এই কর আদায়ে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিধিবদ্ধ পর্ষদ গড়ে দেওয়া উচিত। যাতে পুরসভাগুলি কেন্দ্রের অধীনস্থ সংস্থাগুলির সম্পত্তি কর থেকে বঞ্চিত না হয়।

পুর উন্নয়নের এই চাহিদা প্রসঙ্গেই শিলিগুড়ির মেয়রের মুখে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের ওই শহরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা। মেয়র বলেন, 'শুধু পূর্বাঞ্চল নয়, সারা দেশের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'গেটওয়ে' শিলিগুড়ি। সেখানে একদিকে যেমন জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তেমনি মানুষের চাহিদাও সেই হারে বাড়ছে। শুধু শিলিগুড়ি নয়, প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সহ বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের যাতায়াতও রয়েছে বেশি। সড়কপথ তো বটেই, রেল ও আকাশপথেও যোগাযোগ রয়েছে এই শহর শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে। সার্বিকভাবে শিলিগুড়িকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শহরের সার্বিক উন্নয়নেও পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। পুর উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ পর্যাপ্ত হলেই একদিকে যেমন তা ত্বরান্বিত হবে। অন্যদিকে মানুষের চাহিদাও মেটানো সম্ভব হবে। রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

যোগাযোগ করা হলে এদিন গৌতমবাবু নিজেই দিল্লি থেকে এই বৈঠক প্রসঙ্গে জানান। তিনি জানান, আগামী ৩ ডিসেম্বর ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা আবার কলকাতায় রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক করতে আসছেন। এদিন দিল্লির বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার চেয়ারপার্সেন দিলীপ যাদব ও বসিরহাট পুরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি বসু রায় মিত্র।

হোটেল, রিসর্ট হবে চা বাগানের বাড়তি জমিতে

বাণিজ্যমেলায় ঘোষণা মন্ত্রী শশী পাঁজার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলির বাড়তি জমি ব্যবহার করে এবার গড়ে উঠতে চলেছে রিসর্ট, হোটেল, হাসপাতাল সহ একাধিক প্রকল্প। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে চা বাগানের বাড়তি জমিতে ব্যবসা করার অনুমতিও দিয়েছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পশ্চিমবঙ্গ দিবসে যোগ দিয়ে এই কথা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'চা বাগানের বাড়তি জমিকে ব্যবহার করে ভিন্ন প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে ৩২টা প্রস্তাব এসেছিল, যার মধ্যে ১১টা প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার।' শশী পাঁজার বক্তব্য, প্রতিটি চা বাগানের মাত্র ১৫ শতাংশ বাড়তি জমিই ব্যবহার করতে পারবে হোটেল, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, গেস্ট হাউস, রিসোর্ট গড়ার কাজে। তাঁর মতে, পরিবেশকে নষ্ট না করেই এই কাজ করা হবে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দার্জিলিংয়ের পাঁচটা চা বাগান, জলপাইগুড়ির দুটি এবং কালিংপংয়ের চা বাগানের দুটি প্রকল্পকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিই হবে লিজের মাধ্যমে। এই জমির ওপর কোনও মালিকানা থাকবে না।

এবার চা বাগানের বাড়তি জমিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ায় রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বললেন, 'চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে কোনওদিনই তাদের পাশে দাঁড়াননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেখানকার জমি বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে চা শ্রমিকদের দুর্দশা আরও বাড়বে। এই সমস্ত বেসরকারি ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগই মুখ্যমন্ত্রীর এলাকার মারোয়ারি ব্যবসায়ী। চা বাগানের মতো একটা জায়গায় বিনোদন পার্ক, রিসর্ট, হোটেল করার ফলে সেখানকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের ব্যাপারে কতটা সহানুভূতিশীল।' সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, 'রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন চা শ্রমিকরা।'

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হল না

নীরব অজয়, নয়া পার্টি গঠনের জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ২৫ নভেম্বর অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস। অথচ এবার এই দিনটিতে কোনও কর্মসূচিই পালন করল না হামরো পার্টি। ফলে পাহাড়ে দলের নামবদল বা হামরো পার্টি ভেঙে নতুন দল তৈরি করা নিয়ে যে জল্পনা চলছিল তা আরও বাড়ল। যা নিয়ে পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'হামরো পার্টি প্রথম থেকেই নিজেদের লক্ষ্য স্থির না করে শুধু বিজিপিএমের বিরোধিতা করে গিয়েছে। তারা কী করতে চায়, পাহাড়ের মানুষ কেন তাদের সঙ্গে থাকবে সেটা অজয় এডওয়ার্ডরা কোনওদিন মানুষকে বলেননি। যার ফলে তিন বছরের মধ্যে পার্টিটার এমন অবস্থা হল যে প্রতিষ্ঠা দিবসও পালন করতে পারল না।' হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা দার্জিলিং পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রীতেশ পোর্টেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি পারিবারিক কাজে ব্যস্ত। পার্টির বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

একদা জিএনএলএফের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা অজয় এডওয়ার্ড ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক দল হামরো পার্টি তৈরি করেন। মিরিকে ঘটা করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়া দলের ঘোষণা করা হয়েছিল। পাহাড়ের শতবর্ষ পুরোনো দাবির পাশাপাশি উন্নয়নকে সামনে রেখেই তাঁদের পার্টি কাজ করবে বলে অজয় ঘোষণা করেছিলেন। পার্টি তৈরির মাত্র তিন মাসের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছিল হামরো পার্টি। যা নিয়ে শুধু পাহাড় বা এরাজ্য নয়, দেশজুড়ে চর্চা হয়েছে। কিন্তু সেই বোর্ড ভাঙতেও বেশি সময় নেয়নি। অনীত থাপার বিজিপিএম জিটিএ-তে ক্ষমতায় আসার পরেই হামরো পার্টির কাউন্সিলারদের ভাঙিয়ে বোর্ডের দখল নিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়েছে হামরো পার্টি। জিটিএ-তেও হামরো পার্টির একাধিক জয়ী সদস্য বিজিপিএমে চলে এসেছেন।

তবে, প্রথম বর্ষপূর্তি অথাৎ ২০২২ সালের ২৫ নভেম্বর দার্জিলিং মোটরস্ট্যান্ডে আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেছিল হামরো পার্টি। সেখানে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল। তার পরের বছরই দলে ভাঙন শুরু হয়। যার জেরে ২০২৩ সালে দার্জিলিংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়েই প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এবার ২৫ নভেম্বর সেটাও করেনি হামরো পার্টি। দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ভারতের নির্বাচন কমিশন 'হামরো পার্টি' নামে আপত্তি জানিয়েছে। এই নামে অজয়দের রেজিস্ট্রেশন দিতে অস্বীকার করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগে থেকেই বাইচুং ভুটিয়ার 'হামরো সিকিম' পার্টির রেজিস্ট্রেশন থাকায় নির্বাচন কমিশন হামরো পার্টি নামে আপত্তি জানিয়েছে। তবে, বাইচুংয়ের পার্টি সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চায় মিশে যাওয়ার পরে এই সমস্যা আর থাকার কথা নয়। কিন্তু অজয় কালিম্পংয়ের নরেন্দ্র তামাংকে নিয়ে নতুন দল তৈরির সিদ্ধান্ত একরকম পাকা করে ফেলেছেন বলে সূত্রের দাবি।

চোরের পাল্লায় ভিনদেশিরা

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : বাংলাদেশ থেকে দার্জিলিং ও সিকিম বেড়াতে এসে সর্বস্ব খোয়ালেন দুই মহিলা পর্যটক। জানা গিয়েছে, গত ২৩ নভেম্বর তাঁরা কলকাতায় আসেন। পরদিন শিয়ালদা থেকে আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। মাঝে ট্রেনে কেউ তাঁদের চা পান করতে দেয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকে দুই পর্যটকের আর কিছুই মনে নেই বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সোমবার জ্ঞান ফিরলে তাঁরা নিজেদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে দেখতে পান।

ঘটনায় তাঁদের ভিসা, দুই দেশ মিলিয়ে কয়েক হাজার টাকা, সোনার গয়না সহ বহু সামগ্রী খোয়া গিয়েছে বলে জানান তাঁরা। এরপর সোমবার শিলিগুড়ি জিআরপি থানার দ্বারস্থ হন দুই পর্যটক। ঘটনার সুরাহা না হওয়ায় মঙ্গলবার পুনরায় তাঁরা জিআরপি থানায় গিয়ে দেখা করেন। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জিআরপির তরফে জানানো হয়েছে।

নতুন লাইনের পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : এবার ট্রেনের চাকা গড়াতে পারে গলগলিয়া এবং আরারিয়ার মধ্যে। নতুন লাইনের পরীক্ষা করতে বুধবার কাটিহার ডিভিশনে আসছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির (সিআরএস) একটি দল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দলটি দু'দিন ধরে নতুন ব্রডগেজ লাইনটি পরীক্ষা করবে। সিআরএস সবুজ সংকেত দিলেই এই রুটে পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হবে। পাশাপাশি, রেল ব্যবস্থায় চিকেন নেকের সুরক্ষায় যে নজর দেওয়া হয়েছে, তা আরও একধাপ এগোবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক বলেন, এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে নেপালের সঙ্গে রেল যোগাযোগের নতুন রুট তৈরি হবে।

সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা উপেন্দ্র স্মরণ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : আশি ঊর্ধ্ব অজিত বর্মন সযত্নে নতুনপাড়ার বাড়িতে বাবা উপেন্দ্রনাথ বর্মনের স্বাক্ষরিত ভারতীয় সংবিধানটি সযত্নে রেখে দিয়েছেন। শুধুমাত্র সংবিধান দিবসে সেটি টেবিলে সাজিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এই বই দেখতে কেমন, বাবা উপেন্দ্রনাথ কেনই-বা ৭২ জন সংবিধান রচয়িতার তালিকায় স্বাক্ষর করেছিলেন এসব মানুষকে জানাতেই এদিন বইটি প্রকাশ্যে এনেছিলেন অজিত বর্মন। অনেকেই সেটি দেখে গেলেন।

সংবিধান রচয়িতা কমিটির সদস্য হিসেবে জলপাইগুড়ি শহরের উপেন্দ্রনাথ বর্মন স্বাক্ষর করেছিলেন।

২৬ নভেম্বর দেশের সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সংবিধান রচয়িতা কমিটির ৭২ জনের স্বাক্ষর করা ভারতের সংবিধান গ্রন্থটি এদিন প্রকাশ্যে আনলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মনের পরিবার। জেলা পরিষদের পার্কে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের মূর্তির সামনে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ও উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সমিতির উদ্যোগে সংবিধান দিবস পালিত হয়।

অজিত বর্মন জানান, অত্যন্ত গুরুত্ব সহ স্বাক্ষরিত ভারতীয় সংবিধান গ্রন্থটি বাড়িতে রেখেছি। আজ সবাইকে মর্যাদার সঙ্গে সংবিধান দিবস পালন জরুরি। জেলাজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সংবিধান দিবস পালন করা উচিত।

দেশের সংবিধান রচয়িতা কমিটির সদস্য ছিলেন বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের রাজা প্রসন্নদেব রায়কত। ১৯৪৬ সালে তিনি প্রয়াত হলে তাঁর জায়গায় গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর দেশের সংসদে সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান চালু হয়।জেলা পরিষদের অতিরিক্ত উপসচিব সুদীপ বসুর কথায়, 'দেশের সংবিধানের রচনা ও সংবিধানের বক্তব্য বিষয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বেশি করে তুলে ধরা উচিত।'

ঢাকাকে কড়া বার্তা

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করলে প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে।

যদিও তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার বাংলাদেশের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন চিন্ময় প্রভু। পরে অবশ্য তিনি বলেন, 'আমরা এমন কিছু করব না, যা শান্তিভঙ্গ করে। আপনারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। শান্তিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গত ১০০ দিনে হিন্দু ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বারবার আক্রমণের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে চিন্ময়ের গ্রেপ্তারির। এই বার্তায় খুশি ইসকন। এর আগে একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে বাংলাদেশের ঘটনায় হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছিল তারা। ইসকনের সহ সভাপতি রাধারমণ দাস বলেছেন, 'সাধু চিন্ময় প্রভুকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং তিনি বাংলাদেশের হিন্দু প্রতিবাদীদের মুখ হয়ে ওঠায় তাঁকে নিশানা করা হয়েছে।'

বাংলাদেশ ইসকনের তরফেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়েছে। অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস এই গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে যেমন হিন্দুদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, বাংলাদেশও তেমনটাই করছে।' প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনও।

অ্যাডমিট কার্ডেই

প্রথম পাতার পর

২০২৫ সালের মার্চ মাসে যারা পুরোনো সিলেবাসে পরীক্ষায় বসতে চলেছে তাদের জন্য কড়া পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নে যেমন থাকবে ইউনিক নম্বর তেমনি ওই ধরনের আরও কিছু গোপনীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তার স্বার্থেই তা আগাম প্রকাশ করা হচ্ছে না বলে সংসদ জানিয়েছে। প্রশ্নপত্র একেবারে হলেই খোলা হবে। সংসদ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার দিন ভেনু খুঁজতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে। অনেকে আগাম জানতে না পেরে ভুল পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায়। তাই এই সমস্যা মেটাতে এবারই প্রথম অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ থাকবে। সঙ্গে কেউ যাতে মোবাইল ফোন বা ওই ধরনের কোনও যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এবারই প্রথম প্রায় সব সেন্টারেই মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা করা হবে। সেনসিটিভ ভেনুতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, সিসিটিভি এবং ভিডিওগ্রাফি করার ব্যবস্থাও থাকছে।

উচ্চমাধ্যমিক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইজারি কমিটির জয়েন্ট কনভেনার ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'আগামী বছরের মার্চ মাসে শেষবারের মতো পুরোনো সিলেবাসে হবে উচ্চমাধ্যমিক। আবার সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সিলেবাসেও হবে উচ্চমাধ্যমিক। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে

প্রথম পাতার পর

ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের ক্ষেত্রে কালিম্পং এগিয়ে, একথা বলতেই পারি। বর্তমানে বিয়ের মরশুমে আমাদের প্রতিদিনই বুকিং থাকে। কাজেই চাহিদা বাড়ছে নিঃসন্দেহে।'

চলতি মরশুমের গোটা পঞ্চাশেক বিয়ের আসর বসছে উত্তরের বিভিন্ন জায়গায়। আর যার হাত ধরে সমৃদ্ধ হচ্ছে উত্তরের অর্থনীতি।

পাহাড়ে থাকা-খাওয়া, যাতায়াতের খরচ অবশ্য অনেকটা ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ করতে স্থানীয়দের অনেকে বেছে নিচ্ছেন লাটাগুড়ির মতো জায়গা।

লাটাগুড়ির একটি রিসর্টের তরফে অমৃত সিং বলছেন, 'আমাদের এই রিসর্টে কয়েকবছর ধরেই ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হচ্ছে। এখন অনেকেই চান খোলা আকাশের নীচে সেলেব্রিটিদের মতো বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটিকে উদযপান করতে। গোটা লাটাগুড়িতেই কমবেশি প্রতিটি রিসর্টে বিয়ে হচ্ছে।' এই মরশুমে তাদের রিসর্টেই ১০টি ডেস্টিনেশন ওয়েডিং আছে বলে জানিয়েছেন অমৃত।

আরেকটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার তরফে সুমন বসাক বলছেন, 'এই মরশুমে আমাদের হাতে প্রচুর বিয়ের কাজ আছে। এই ট্রেন্ড উত্তরোত্তর বাড়ছে।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও বহু মানুষ ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে বেছে নিচ্ছেন আমাদের পাহাড় ও ডুয়ার্সকে।'

ডাক্তারদের আড়ালে বামেদের নতুন ছক

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন। বিরোধী দলনেতা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, 'আজ সংবিধান দিবসে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে শপথ করছি, এই ঘটনার প্রকৃত বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।'

এই পরিস্থিতিতে বামেরা নতুন করে জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশকে সামনে রেখে গ্রামে সরকার বিরোধী প্রচারকে জোরালো করে পালের হাওয়া কাড়তে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম মুখ পুলস্ত্য আচার্য বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় শহরে আন্দোলন হলেও গ্রামে সেভাবে জন আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।'

তিনি বলেন, 'আগামীদিনে নাগরিক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা হয়েছে। সেখানে দলীয় পতাকা ছেড়ে যে কেউ আসতে চাইলে তাঁদের স্বাগত।' তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'এটা পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক মাথারা রয়েছে ডাক্তারদের পেছনে এবং তারা ডাক্তারদের সামনে রেখে রাজ্যে অরাজকতা তৈরি করতে চাইছে। এ ধরনের আন্দোলন একরকম রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু নয়।'

বিজেপি এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চাইছে। দলের মহিলা মোর্চার আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি অ্যাঞ্জেলা কর্মকার বলেন, 'এটা কোনও আন্দোলন নয়। বরং সেটিং রয়েছে বাম ও তৃণমূলের।' মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার না পেয়ে সোমবার বিধানসভা এসে নিহত চিকিৎসকের মা প্রশ্ন তোলেন, 'দেখতে দেখতে একশোদিন পেরিয়ে গেল, এখনও জানতে পারলাম না, সেদিন রাতে আমার মেয়ের সঙ্গে কী ঘটনা ঘটেছিল? কারা কারা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের পাশে সবাই দাঁড়াচ্ছে, আগামীদিনে আপনাদেরও আমরা পাশে চাই।' বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়লে শুভেন্দু তাঁদের চোখের জল মুছিয়ে দেন।

এই ছবি বামেদের পক্ষে অস্বস্তিকর। যে কারণে 'অরাজনৈতিক' তকমার আড়ালে বাম দলগুলি গ্রামগঞ্জে সরকার বিরোধী প্রচারের তাগিদে জুনিয়ার ডাক্তারদের সামনে রাখছে। যদিও সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকের বক্তব্য, 'ধর্ষণ-খুন সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। সেটা রোধ করতে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তার প্রস্তুতির সভায় অংশ নিয়েছিলাম।'

পুলস্ত্য ছাড়াও কলকাতা থেকে আসা জুনিয়ার ডাক্তার উদয়ন মিত্র বৈঠকে ছিলেন। বাম সংগঠনগুলির পাশাপাশি কংগ্রেসও এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে। দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথের বক্তব্য, 'ডাক্তারদের এই ভালো উদ্যোগে আমাদের সমর্থন রয়েছে।' গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা অপর্ণা রায় একই সুরে বলেন, 'এই ধরনের আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

নির্যাতিতার বাবা-মা অবশ্য বিধানসভায় বিজেপি নেতাদের পাশাপাশি আইএসএফের নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করেছেন। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মতে, 'বিচার হচ্ছে না বলাটা ঠিক নয়। উন্নাও-হাথরসে কী হয়েছিল, তা বোধহয় তাঁরা ভুলে গিয়েছেন।'

সোনালি ব্যাংকের ভারতে ইউনিয়ন

শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : ভারতে তৈরি হল বাংলাদেশের সোনালি ব্যাংকের কর্মচারী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার কলকাতার লেনিন সরণিতে অবস্থিত সোনালি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গের ছত্রছায়ায় এই ইউনিয়ন গঠিত হয়। এদিনের সভা থেকে আবুল বাসার ও সৈয়দ মহম্মদ নুর আলম কাঞ্চন যথাক্রমে সর্বভারতীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ইউনিয়ন কাজ করবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

মাঠে ময়দানে

যশস্বীর কঠিন অতীত সাফল্যের অক্সিজেন

পারথ, ২৬ নভেম্বর : লড়াই তাঁর রক্তে।

ছোট থেকে যে লড়াইয়ের জেদ আজ যশস্বী জয়সওয়ালকে পৌঁছে দিয়েছে ক্রিকেট আঙিনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শতরান করে টেস্ট অভিষেক। হোম সিরিজে ইংল্যান্ডের বাজবল ঢাকা পড়ে যায় 'যশবল'-এর দাপটে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে শতরান!

'আমি লড়াকু, লড়াই ভালোবাসি'

মাত্র বাইশে সাফল্যের যে রহস্য ভেদ করে নিজের কঠিন অতীতের কথাই তুলে ধরলেন। জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া যশস্বীর কথায়, তাঁর অতীতই ভবিষ্যৎ সাফল্যের ইন্ধন। যে অক্সিজেনই সাফল্যের খিদেটা বাড়িয়ে দেয়। পারথ টেস্টের পর দেওয়া সাক্ষাৎকারে যশস্বী শুনিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি থেকে পরিবার ছেড়ে মাত্র দশ বছর বয়সে একাকী মুম্বইয়ে চলে আসার কঠিন জীবনযুদ্ধের কথা।

পারথে ম্যাচ জেতানো ১৬১ রানের ঝলমলে ইনিংসের খুশি নিয়ে যশস্বী বলেছেন, 'আমার অতীত সবসময় আমাকে আত্মবিশ্বাস জোগায়। যে কোনও পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার সাহস দেয়। প্রথম থেকেই লড়াই করতে হয়েছে আমাকে। লড়াই আমার মজ্জাগত। যুদ্ধটা আমি উপভোগ করি। চাই যুদ্ধে জিততেও।' যশস্বীর মতে, জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষা তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূলে। জীবন যুদ্ধে যত বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তা পেরিয়ে যাওয়ার জেদও তৈরি হয়েছে। বাইশ গজেও ব্যাট হাতে যা তাঁর ইউএসপি।

উত্তরপ্রদেশের ভাদোহির ভাঙাচোরা ঘর থেকে ক্রিকেটের রঙিন দুনিয়া। বলিউডি ছবিকে হার মানানো জীবনের যে স্ক্রিপ্টের

> আমার অতীত সবসময় আমাকে আত্মবিশ্বাস জোগায়। যে কোনও পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার সাহস দেয়। প্রথম থেকেই লড়াই করতে হয়েছে আমাকে। লড়াই আমার মজ্জাগত। যুদ্ধটা আমি উপভোগ করি। চাই যুদ্ধে জিততেও।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যশস্বী। বলেছেন, 'যেখানে আজ আমি রয়েছি, যা করছি, এখনও পর্যন্ত যা অর্জন করেছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে। যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে, তাতে আমি খুশি। ব্যাট হাতে প্রতিটি বল খেলার সময়, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি।'

শতরানের পর পারথে যশস্বীর উচ্ছ্বাস দেখার মতো। চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত। তারপর ফ্লাইং কিস। অনেকে অবাকও তরুণ ভারতীয়র যে সেলিব্রেশনে। যশস্বীর কথায়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের প্রথম সেঞ্চুরির মুহূর্তটা উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। সেটাই করেছেন। স্মৃতিটা সারাজীবন তাঁর সঙ্গে থেকে যাবে। প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। আর চুম্বনটা তাঁর সমস্ত সমর্থকের উদ্দেশে। ভক্তদের প্রতি ভালোবাসা জানাতেও ওরকম সেলিব্রেশন।

ইনিংসের পর বাড়িতে হোয়াটসঅ্যাপ কল করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে একপ্রস্থ সেলিব্রেশন। আপাতত কয়েকদিনের ছুটি। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্ট। পারথে দুরন্ত ব্যাটিং প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছেন যশস্বী।

পারথ টেস্টে যশস্বীর ব্যাটিং মুগ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তনদেরও।

'চাকার' বুমরাহ

নিন্দুকদের পালটা তোপ গ্রেগের

পারথ, ২৬ নভেম্বর : নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

পারথে নাস্তানাবুদ হয়ে জসপ্রীত বুমরাহকেই আক্রমণ করেছেন অস্ট্রেলীয় সমর্থকদের একাংশ। অভিযোগ, বল ছুড়ছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। বুমরাহ নাকি চাকার! স্বদেশীয় সমর্থকদের যে দাবিকে অবশ্য পত্রপাঠ নস্যাৎ করে দিয়েছেন স্বয়ং গ্রেগ চ্যাপেল। কিংবদন্তি অজি অধিনায়ক বুমরাহকে সমর্থন করে পালটা তোপ দাগেন সমালোচকদের বিরুদ্ধে।

ভারতের প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, বিরল বোলিং অ্যাকশনের মালিক বুমরাহ বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনন্য হলেও পরিষ্কার। খুঁত খুঁজতে যাওয়ার বৃথা চেষ্টা। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে গ্রেগ লিখেছেন, 'জসপ্রীত বুমরাহের তীক্ষ্ণ বোলিংয়ের স্পর্শে ভারতীয় বোলিং আরও ধারালো, অনেক বেশি বিপজ্জনক। যার সামনে পড়ে প্রথম ইনিংসে ৫২ ওভারে ১০৪ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। বুমরাহ কার্যত অপ্রতিরোধ্য, ওকে খেলা প্রায় অসম্ভব ছিল।'

বুমরাহর বিরুদ্ধে চাকার অভিযোগ উড়িয়ে গ্রেগ আরও দাবি করেছেন, 'এই রকম ভুলভাল প্রশ্ন তোলা বন্ধ হোক। বুমরাহর বোলিং অ্যাকশন ইউনিক, কিন্তু পরিষ্কার। চ্যাম্পিয়ন পারফর্মার। ওর মতো চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কার্যত ক্রিকেটকেই হেয় করা।'

পারথে ভারতের হাতে ২৯৫ রানে হারে অশনিসংকেত দেখছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক। সতর্ক করছেন, অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্টের আগে কঠিন পদক্ষেপ না করলে আরও বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করবে। গ্রেগের যুক্তি, পারথে রোহিত শর্মাকে পায়নি ভারত। চোটের জন্য

> জসপ্রীত বুমরাহের তীক্ষ্ণ বোলিংয়ের স্পর্শে ভারতীয় বোলিং আরও ধারালো, অনেক বেশি বিপজ্জনক। যার সামনে পড়ে প্রথম ইনিংসে ৫২ ওভারে ১০৪ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। বুমরাহ কার্যত অপ্রতিরোধ্য, ওকে খেলা প্রায় অসম্ভব ছিল।
>
> **গ্রেগ চ্যাপেল**

ছিল না শুভমান গিল। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাও খেলেনি প্রথম টেস্টে, যাদের যুগ্মভাবে টেস্ট উইকেট সংখ্যা ৮৫০-র বেশি।

এখানেই শেষ নয়। অজিদের চিন্তা বাড়িয়ে মহম্মদ সামিও মাঠে ফেরার অপেক্ষায়। কামিন্সদের উদ্দেশে গ্রেগের সতর্কবার্তা, ৬ ডিসেম্বর শুরু অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে আরও শক্তিশালী ভারতকে সামলাতে হবে ব্যাগি গ্রিন ব্রিগেডকে। চ্যালেঞ্জ মোটেই সহজ নয়।

যশস্বী জয়সওয়ালের নাটকীয় উত্থানের গল্পেও মজেছেন। গ্রেগের মতে, শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলির যোগ্য উত্তরসূরি। ভয়ডরহীন ক্রিকেট, ব্যাটিং দক্ষতায় শচীন-বিরাটের পথেই হাঁটছে তরুণ বাঁহাতি ওপেনার। আরও বলেছেন, 'ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্নপূরণ করতে মাত্র ১০ বছর বয়সে মুম্বইয়ে পা রাখে! সমস্ত হার্ডল অতিক্রম করে লক্ষ্যেও সফল, যা ওর দৃঢ়সংকল্পের প্রমাণ রাখে।'

সর্বোচ্চ স্তরে একঝাঁক প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন। গ্রেগের মতে, ভারতে প্রচুর ক্রিকেটার রয়েছে, যারা টেস্ট খেলার উপযুক্ত। কিন্তু তাদের অনেকেই রাজ্য দলের হয়েও খেলার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। তৃণমূল স্তরে এত খেলোয়াড় উঠে আসা বুঝিয়ে দেয় ভারতের ক্রিকেট পরিকাঠামো কতটা উন্নত। আর এখানেই পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া। বাইশের যশস্বীরা যখন টেস্টে জাঁকিয়ে বসেছে, তখন পঁচিশের নাথান ম্যাকসুইনির সবে অভিষেক! খুদে প্রতিভা তুলে এনে তাদের সুযোগ দিতে হবে। যা হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ায়।

খেলায় আজ

২০০৬ : ব্যালন ডি'অর পেলেন ইতালির ডিফেন্ডার ফ্যাবিও ক্যানাভারো। ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও ম্যাথিয়াস সামারের পর তৃতীয় ডিফেন্ডার হিসেবে তিনি এই পুরস্কারটি পেলেন।

ভাইরাল

আনুগত্যের মূল্য

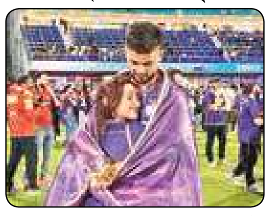

২০১৮ সাল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ছিলেন নীতীশ রানা। তারপরও এবারের নিলামে তাঁর জন্য বিড করেনি কেকেআর। এরপরই তাঁর স্ত্রী সাচি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, 'আনুগত্য খুবই মূল্যবান। সবাই তা অর্জন করার সামর্থ্য রাখে না।'

ইনস্টা সেরা

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৪ তম ওভারে ওয়াশিংটন সুন্দরের একটি বল হালকা পুশ করেছিলেন মিচেল স্টার্ক। সেই বল ফরোয়ার্ড শর্ট লেগের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে ছোঁ মেরে ক্যাচ করে নেন ধ্রুব জুরেল।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. এলো রেটিং কোন খেলার জন্য দেওয়া হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সানিয়া মির্জা, ২. মুম্বই।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, বিনায়ক রায়, সুজন মহন্ত, অমৃত হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, রাহুল চক্রবর্তী।

অধিনায়ক জসপ্রীতের হয়েই সওয়াল সানির

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : দায়িত্ব পেলে নেতৃত্বের গুরুভার সামলাতে তিনি প্রস্তুত। পারথ টেস্টে নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে তা প্রমাণ করেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। মজবুত করেছেন রোহিত-পরবর্তী নেতা হিসেবে পায়ের নীচের জমি। যদিও সাময়িক দায়িত্ব নয়, সুনীল গাভাসকার অধিনায়ক বুমরাহকে শীঘ্রই পূর্ণ দায়িত্বে দেখতে চান। গাভাসকার বলেছেন, 'অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাতে সক্ষম, তা বুঝিয়ে দিয়েছে। যেভাবে বোলিং পরিবর্তন করল তাতে ওর প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে স্বচ্ছ ভাবনার ছাপ পরিষ্কার। ফাস্ট বোলাররা ভালো অধিনায়ক হতে পারে না, কথাটা ঠিক নয় প্রমাণ করল।' পারথেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রোহিত। অ্যাডিলেডে ফের নেতৃত্বের ব্যাটন হিটম্যানের হাতেই। সহকারীর ভূমিকায় বুমরাহ।

রোহিতের অঙ্গুলিহেলনে চলবে দল। রবি শাস্ত্রী অবশ্য মনে করেন, বুমরাহ স্পেশাল বোলার। অধিনায়কের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। নিজের বোলিং পরিকল্পনা নিজেই ঠিক করে নিতে সক্ষম। ফিল্ডিং সাজানোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বল হাতে পাওয়ার পর নিশ্চিত, কী করতে হবে। আর এখানেই বুমরাহর দক্ষতা।

রাহুল দ্রাবিড়ের মুখে ভারতীয় দলের দুরন্ত জয়ের কথা। বিশ্বজয়ী প্রাক্তন কোচ বলেছেন, 'অসাধারণ পারফরমেন্স। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ধাক্কা খাওয়ার পর দারুণ প্রত্যাবর্তন। অজি সফরে প্রথম ম্যাচ সবসময় চাপের হয়। চাপটা যেভাবে সামলাল, প্রশংসার দাবি রাখে।'

ভারতীয় দলের পারথ-ইতিহাস ছুঁয়ে গিয়েছে শচীন তেন্ডুলকারকেও। প্রথম ইনিংসের ভুল শুধরে যেভাবে যশস্বী জয়সওয়াল-বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলরা ব্যাটিং করেছে, খুশি শচীন। বলেছেন, 'দ্বিতীয় ইনিংসে

পারথ জয়ে উচ্ছ্বসিত শচীন-দ্রাবিড়রা

ফ্রন্টফুটে অনেক সংঘবদ্ধ দেখিয়েছে ভারতীয় ব্যাটারদের। লোকেশ-যশস্বী ভিত তৈরি করে দেয়। বিরাট স্কোরটাকে অজিদের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যায়। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল জসপ্রীত বুমরাহ। পারথের জয় শুধু ফলাফল নয়, মানসিক যুদ্ধের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করল।'

মানসিক যে দ্বৈরথে অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার ভূমিকা নিয়ে আবার বিতর্ক। ইনিংসের শুরুতে নিজে স্ট্রাইক না নিয়ে এগিয়ে দেন অভিষেককারী নাথান ম্যাকসুইনিকে। যা নিয়ে মাইকেল ভন, শাস্ত্রীদের মুখে সমালোচনার সুর। যুক্তি, সিনিয়ার হিসেবে প্রথম বলটা খেলার দায়িত্ব খোয়াজার নেওয়া উচিত ছিল।

ডেভিড ওয়ার্নার অবশ্য প্রাক্তন ওপেনিং পার্টনারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দাবি করেন, 'আমি নিশ্চিত মাঠে নামার সময় উজি (উসমান) স্ট্রাইক নেবে বলেছিল। ম্যাকসুইনিই সম্ভবত নিজেই দায়িত্বটা নিয়েছে।' শাস্ত্রী যদিও ওয়ার্নারের যুক্তি মানতে নারাজ। যুক্তি, কে স্ট্রাইক নেবে, তা মাঠে নামার আগেই ঠিক হওয়া উচিত। টিম ম্যানেজার, অধিনায়কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় টেস্টেও অপরিবর্তিত দল অস্ট্রেলিয়ার

টেস্ট সিরিজের মাঝে দেশে ফিরছেন গম্ভীর

পারথ, ২৬ নভেম্বর : জয় দিয়ে সিরিজ শুরু। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ভারতীয় আস্ফালনে পদানত অজি ব্রিগেড। শুরুর সাফল্যকে পাথেয় করে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী লক্ষ্য ৬ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে শুরু হতে যাওয়া গোলাপি টেস্ট। পারিবারিক দায়িত্ব সামলে যে দ্বৈরথের জন্য ইতিমধ্যেই দলে যোগ দিয়েছেন রোহিত শর্মা।

পারথ টেস্টে যখন সতীর্থরা ব্যস্ত, তখন নেটে গোলাপি বলে নিজেকে যথা সম্ভব ঘষেমেজে নিলেন। অ্যাডিলেডে নামার প্রাক্কালে মানুকা ওভালে ৩০ নভেম্বর শুরু দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচেও গা ঘামাবেন। রোহিতকে নিয়ে স্বস্তির মধ্যেই অস্বস্তি গৌতম গম্ভীরকে ঘিরে। খবর, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দেশে ফিরছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা দাবি করেছেন, 'গৌতম গম্ভীর আমাদের জানিয়েছেন, বাড়ি ফিরতে চান। দ্বিতীয় টেস্টের আগে ফের দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড হেডকোচের যে অনুরোধ মেনে নিয়েছে।' ফলে মানুকা ওভালে অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে হয়তো থাকবেন না গম্ভীর। দিনরাতের টেস্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম একাদশ নিয়ে অনেক উত্তরও খুঁজে নিতে হবে থিংকট্যাংককে। রোহিত ফিরেছেন। শুভমান গিলও সুস্থ। ফলে উইনিং কম্বিনেশনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুল ওপেনিং জুটি দ্বিশতরান করলেও রোহিত ফেরায় লোকেশ ফের মিডল অর্ডারে। শুভমান তিনে। ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর ত্রয়ীকে নিয়েই

মূলত টানাপোড়েন। প্রস্তুতি ম্যাচ যে অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

এদিকে, পারথে বড় হার সত্ত্বেও দ্বিতীয় টেস্টেও অজি দল অপরিবর্তিত। অফফর্মে থাকা মার্নাস লাবুশেন সহ বাকিদের ওপর ফের আস্থা রেখেছেন জর্জ বেইলির নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। তবে মিচেল মার্শের ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'পারথ টেস্টে থাকা সাজঘরের প্রত্যেকেই থাকছে অ্যাডিলেডে। পরিবর্তন হচ্ছে না। মার্শকে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেখা যায় শেষপর্যন্ত কী হয়।' পারথে দলের বেশিরভাগের মতো মার্শও দাগ কাটতে ব্যর্থ। ম্যাচে ৫৩ রান ও তিন উইকেট। অবশ্য অজি হেডকোচের মতে, প্রত্যাশা পূরণ না হলেও একেবারে খারাপও খেলেনি মার্শ।

এদিকে, অফফর্মে থাকা লাবুশেনকে বিরাট কোহলিকে অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছেন মেন্টর নীল ডি'কোস্টা। ২০২২ সালে জো রুটকে সরিয়ে একনম্বর ব্যাটার হয়েছিলেন। গত এক বছরে যদিও পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। চলতি বছরে ৬ টেস্টে ২৪.৫০ গড়ে করেছেন মাত্র ২৪৫। পরিস্থিতি বদলাতে পরিশ্রমেও জোর দিতে বলছেন মেন্টর।

লাবুশেনের মেন্টর ডি'কোস্টার যুক্তি, দীর্ঘদিনের অফফর্ম কাটিয়ে পারথে ছন্দে ফিরেছে বিরাট। মূল কথা নিজের ওপর আস্থা রাখা। বিরাট যা করে দেখিয়েছে। পারথে তারই সুফল পেয়েছে। অ্যাডিলেডে এই আত্মবিশ্বাসটুকু নিয়ে নামুক লাবুশেন। ঠিক সাফল্য মিলবে। পারথে প্রথম ইনিংসে ৫২ বলে ২ রান করে আউট হন। লাবুশেনের যে রক্ষণাত্মক ব্যাটিং সমালোচিত হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহ-স্পেশালে তিন রানেই থমকে যান।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়তো ২৯ নভেম্বর

দুবাই, ২৬ নভেম্বর : তারিখ পে তারিখ। যার শেষ কোথায়, কেউ জানে না। পাকিস্তান ক্রিকেটের মতো সেখানে নির্ধারিত থাকা আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও সার্কাস অব্যাহত। রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া যে পাকিস্তানে খেলতে যাবে না, সেটা দুধের শিশুও জানে। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

দেশেই টুর্নামেন্ট আয়োজনে মরিয়া। এই টানাপোড়েনের জেরেই ক্রমশ পিছোচ্ছে প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি ঘোষণার দিন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ১১ নভেম্বর সূচি প্রকাশিত হবে। যা পালটে গিয়ে সামনে আসে ২৬ নভেম্বরের তারিখ। কিন্তু এদিনও সূচি প্রকাশ করা যায়নি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মতে, ২৯ নভেম্বর হয়তো আইসিসি তাদের বৈঠকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। শেষপর্যন্ত তেতো গেলার মতো করেই পিসিবি-কে সম্ভবত হাইব্রিড মডেলেই সম্মতি দিতে হবে বলে বিভিন্ন রিপোর্টের দাবি।

বয়সের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত তেরোর বৈভব

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : ১৩ বছর বয়সেই কোটিপতি।

বিহারের তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীকে ১.১০ কোটিতে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। যার হাত ধরেই ইতিহাস। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে আইপিএল সংসারে জায়গা পাওয়া। যদিও চমকের মাঝে বিতর্কও তাড়া করছে বৈভবকে। প্রশ্ন উঠছে বয়স নিয়ে। বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ করছেন কেউ কেউ। দাবি, তেরোর বেশি বয়স বৈভবের।

> বৈভব শুধু আমাদের নয়, গোটা বিহারের ছেলে। প্রচুর পরিশ্রম করেছে। ৮ বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১৬ জেলা স্তরে ট্রায়াল দিয়েছে। সমস্তিপুরে নিয়ে যেতাম প্রতিদিন ট্রেনিংয়ের জন্য। ওর জন্য জমি পর্যন্ত বিক্রি করেছি। সেই প্রচেষ্টার সুফল অবশেষে মিলছে।
>
> **সঞ্জীব সূর্যবংশী** (বৈভবের বাবা)

আইপিএলে পা রাখার খুশির মধ্যে যে বিতর্কে কিছুটা অস্বস্তিতে বৈভব এবং তাঁর পরিবার। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, ১৩ নয়, বৈভবের বয়স এখন ১৫। ২০২৩ সালের এপ্রিলে এক সাক্ষাৎকারে বৈভবই জানিয়েছিলেন ১৪-তে পা রাখতে চলেছেন কয়েক মাসের (সেপ্টেম্বর) মধ্যে। সেদিক থেকে এখন বয়স হওয়ার কথা ১৫। অর্থাৎ, নিলামে বয়স ভাঁড়িয়েছেন।

খুদে প্রতিভাকে পেয়ে খুশি দ্রাবিড়

১৩ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর প্রতিভায় প্রভাবিত হয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ও।

বয়স-বিতর্কের অস্বস্তি কাটাতে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে রাজি বৈভব। আইপিএলের নতুন চমক বৈভবের বাবা দাবি করেছেন, সাড়ে আট বছর বয়সে প্রথমবার বিসিসিআইয়ের 'বোন টেস্ট'-এ মুখোমুখি হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেও ফেলছেন। তাই এসব বিতর্ক নিয়ে ভাবতে রাজি নন। প্রয়োজনে ফের বয়সের পরীক্ষায় মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

বর্তমানে দুবাইয়ে রয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে অংশ নিতে। আইপিএলে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন রাজস্থান রয়্যালসে ডাক পাওয়ার পর বাড়িতে ফোনও করেন। যে খুশিটা নিয়ে বাবা সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'বৈভব শুধু আমাদের নয়, গোটা বিহারের ছেলে। প্রচুর পরিশ্রম করেছে। ৮ বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১৬ জেলা স্তরে ট্রায়াল দিয়েছে। সমস্তিপুরে নিয়ে যেতাম প্রতিদিন ট্রেনিংয়ের জন্য। ওর জন্য জমি পর্যন্ত বিক্রি করেছি। সেই প্রচেষ্টার সুফল অবশেষে মিলছে।'

নিলামের আগেই বৈভবকে নিয়ে পরিকল্পনা ছিল রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির। নাগপুরে দলের ট্রায়ালে ডাক পান। যেখানে দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরও রীতিমতো প্রভাবিত হন বৈভবকে নিয়ে। নজরে পড়ে যান হেডকোচ দ্রাবিড়েরও। সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন দ্রাবিড়। যেখানে লিখেছেন, 'আমাদের ট্রায়ালে এসেছিল বৈভব। ওকে দেখে আমরা প্রভাবিত হয়েছিলাম।'

ভালোলাগার প্রতিফলন সোমবার দ্বিতীয় দিনের নিলামে। ক্রিকেটের পাশে কার্টুন দেখতে ভালোবাসেন। পছন্দের কার্টুন চরিত্র ডোরেমন। আপাতত চোখ শুধু বাইশ গজে। হাতের ব্যাটকে সম্বল করে একের পর এক ধাপ পেরোনোর স্বপ্ন দুই চোখে। দ্রাবিড়কে কোচ হিসেবে পাওয়া যে স্বপ্নকে এগিয়ে দেবে বিশ্বাস বৈভবের বাবা সঞ্জীব সূর্যবংশীর।

কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইশোরের কথায় উস্কে উঠেছে নতুন জল্পনা।

নাইটদের নেতৃত্বের দৌড়ে রাহানে!

জেড্ডা, ২৬ নভেম্বর : সোমবার আইপিএল নিলামের শেষবেলায় ১.৫ কোটি টাকায় আজিঙ্কা রাহানেকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তারপরই ক্রিকেটমহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, এই ভারতীয় ব্যাটারের কাঁধেই কি উঠবে কলকাতার অধিনায়কত্ব? গতবারের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়ার পর নতুন অধিনায়ক খুঁজছে কলকাতা।

তবে অধিনায়কত্ব নিয়ে কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তী অধিনায়ক নিয়ে এখনও টিম ম্যানেজমেন্ট কিছু ভাবেনি। তিনি বলেছেন, 'ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টিম ম্যানেজমেন্টের সবাই এখানে উপস্থিত নেই। অধিনায়কত্ব নিয়ে সবাই মিলে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' অতীতে রাহানে একাধিকবার দেশের অধিনায়কত্ব করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজও জিতেছিল। তাই তাঁর নাম নিয়ে জোরালো জল্পনা চলছে।

তবে অধিনায়ক হিসেবে রাহানে ছাড়াও কুইন্টন ডি কক এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ারের নাম নিয়েও চর্চা হচ্ছে। ভেঙ্কটেশ নিজেও জানিয়েছেন, অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাতে তিনি তৈরি।

মেসি-রোনাল্ডোর ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলা উচিত : কামিংস

‘সুযোগ না পেলে চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি’

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : হাতের ট্যাটুতে লেখা ওহানা। বান্ধবীর নাম কিনা জানতে চাইলে বললেন, ‘এর মানে হল পরিবার। আর আমার বান্ধবীর নাম হ্যানা। দ্যাখো দুইটি নাম কীরকম মিলে গিয়েছে। আমার কাছে হ্যানাই তো পরিবার।’ জেসন কামিংসের কাছে এখন পরিবারের আর এক নাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও। সাক্ষাৎকারে তাই বারবারই এল সমর্থকদের কথা।

> মেসি-রোনাল্ডো যা করেছে তাতে কেউ যদি বলে ওদের ভক্ত নয় তাহলে সে মিথ্যা বলছে। ওদের মতো ফুটবলার কমই আসে। ওরা যদি সক্ষম থাকে তাহলে ২০২৬ বিশ্বকাপে ওদের না খেলার কোনও কারণ নেই। আমি সৌভাগ্যবান ওদের দুইজনের সঙ্গে একমঞ্চে খেলার সুযোগ পেয়েছি। হ্যাঁ, আমি মেসির ভক্ত।

প্রশ্ন : সব ছুটিতেই ঘুরতে চলে যান। বেড়াতে ভালোবাসেন বলে মনে হচ্ছে?

কামিংস : আমি আর আমার বান্ধবী দুজনেই সত্যিই বেড়াতে ভালোবাসি। স্কটল্যান্ডে যখন থাকতাম তখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ অনেক দূর হত। তাই এখন এশিয়ার দেশগুলো দেখার চেষ্টা করছি। সৌভাগ্যবশত ছুটি পেয়ে যাচ্ছি খেলার মাঝে। চেষ্টা করছি বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখার, সেখানকার মানুষের কাছে যাওয়ার। এদেশে গোয়ার বিভিন্ন সৈকত, দারুণ দারুণ রিসর্ট দেখেছি। সুন্দর জায়গা। আমি মানুষ পছন্দ করি। তাই কলকাতায় থাকলে আমার প্রিয় বেড়ানোর জায়গা হল নিউ মার্কেট। কত রকমের মানুষ দেখা যায়। এখানকার সিনেমা দেখি মাঝে মাঝেই।

প্রশ্ন : এখানকার খাবার কিছু খেয়েছেন?

কামিংস : হ্যাঁ, এখানকার খাবার খাই তো! এখন নিজের বাড়ি থেকে দূরে এটাই আমার বাড়ি। ধীরে ধীরে এখানকার সংস্কৃতি, খাবার সবকিছুই আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এখানে প্রচুর বন্ধু তৈরি হয়েছে। এখানে তো নানা ধরনের খাবার পাওয়া যায়। বেশ লাগে খেতে।

প্রশ্ন : আপনি স্কটল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। তারপর এদেশে। এই বদলগুলো কেমন?

কামিংস : আলাদা আলাদা দেশ বলেই সংস্কৃতি, স্টেডিয়াম, অভিজ্ঞতা, সমর্থক সব আলাদা। আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি। ভারতবর্ষ দুর্দান্ত একটা দেশ। ওই দুই দেশের পর এখানে এসেও ট্রফি জিতেছি। ট্রফি পেলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়। আর আমি সৌভাগ্যবান যে ইউকে, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত, তিন জায়গাতেই ট্রফি পেয়েছি। অবসরের পর গর্ব করে বলতে পারব এইসব অভিজ্ঞতার কথা।

প্রশ্ন : সমর্থকরা টিফোতে জানিয়েছেন, বাড়িঘর ছেড়ে দূরে থাকলেও আপনারা ওঁদের পরিবারের অংশ।

কামিংস : আমাদের কাছে ওটা একটা দুর্দান্ত চমক ছিল। মোহনবাগান সমর্থকরা এশিয়ার সেরা। প্রতিবারই ওঁরা আমাদের কিছু না কিছু নতুনত্ব উপহার দেন। ওঁদের গর্বিত হওয়ার সুযোগ দিতে পারলে ভালো লাগে। সত্যিই ওঁরা আমাদের পরিবার।

প্রশ্ন : শুরুতে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়েছে?

কামিংস : দেখুন স্ট্রাইকার হিসাবে আমার কাজ গোল করা। তাই যেখানেই যাই না কেন, আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। তবে হ্যাঁ, এখানে খেলার ধরন, ফুটবলার, রেফারিং, মাঠ, আবহাওয়া সবই আলাদা। সেটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় দ্রুত।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন, সবই আলাদা। আপনি ‘এ’ লিগে খেলে এসেছেন। কখনও মনে হয়নি যে এখান থেকে চলে যাই। এর থেকে অনেক ভালো জায়গায় খেলতে পারব?

কামিংস : বিশ্বাস করুন, সত্যিই মনে হয়নি। এখানকার সমর্থকদের জন্যই সেটা মনে হয়নি। এত ভালো, এমনভাবে শুরু থেকেই আপন করে নিয়েছে, এর কোনও তুলনা নেই। এর থেকে বড় অনুপ্রেরণা হতেই পারে না। আমি দেখে অবাক হয়েছি যে এখানে খেলে যাওয়া বহু বিদেশি ফুটবলারকে সমর্থকরা এখনও কত ভালোবাসে!

প্রশ্ন : দিমিত্রিস পেত্রাতোসের সঙ্গে আপনার জুটি গত মরশুমে অনবদ্য ছিল।

কামিংস : আসলে মাঠের বাইরেও আমরা অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাই। দিমি আমার খুবই কাছের মানুষ। ওর বাচ্চারা আছে। এখন জেমি ম্যাকলারেনও আছে। ফলে আমাদের সময় ভালো কাটে।

প্রশ্ন : শুরুতে আপনারা তেমন ভালো খেলতে পারছিলেন না। কিন্তু বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের পর থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন কীভাবে?

কামিংস : আসলে বেশ কিছু নতুন ফুটবলারের আসা, কোচও নতুন। ফলে সময় লেগেছে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করতে। ধীরে ধীরে দেখবেন আমাদের খেলার মান ভালো হয়েছে। এখন আরও ভালো করার জায়গা আছে। কোচ যেমন বলেছেন যে শীর্ষস্থান ধরে রাখা কঠিন কারণ তখন অনেক সময় আত্মতুষ্টি এসে যায়। তুলনায় শীর্ষে পৌঁছানো সহজ কারণ নিজেদের মধ্যে জয়ের খিদেটা বেশি থাকে। তবে আমরা যেহেতু আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, তাই জানি কীভাবে এই পরিস্থিতিতে নিজেদের চলতে হয়।

প্রশ্ন : হুয়ান ফেরান্দো, আন্তোনিও লোপেজ হাবাস এবং এখন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা, কার কোচিংয়ের ধরনে আপনি বেশি স্বচ্ছন্দ?

কামিংস : কোচদের মধ্যে তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনজনই স্প্যানিশ কোচ। খানিকটা মিল আছেই। তবে এসব নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।

প্রশ্ন : গত মরশুমে আপনি দলের সর্বাধিক গোলদাতা ছিলেন। এবার সুযোগই পাচ্ছেন না। খারাপ লাগছে নিশ্চয়?

কামিংস : এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আগেও গিয়েছি। কোনও ফুটবলারের কাছেই নতুন নয়। বরং আমাদের দলে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা আছে। পরিশ্রম করি। নিজেকে আরও উদ্দীপ্ত করি। সুযোগ পেলে সেরাটা দিয়ে থাকি।

প্রশ্ন : আপনি কি লিওনেল মেসি ভক্ত না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর?

কামিংস : মেসি-রোনাল্ডো যা করেছে তাতে কেউ যদি বলে ওদের ভক্ত নয় তাহলে সে মিথ্যা বলছে। ওদের মতো ফুটবলার কমই আসে। ওরা যদি সক্ষম থাকে তাহলে ২০২৬ বিশ্বকাপে ওদের না খেলার কোনও কারণ নেই। আমি সৌভাগ্যবান ওদের দুইজনের সঙ্গে একমঞ্চে খেলার সুযোগ পেয়েছি। হ্যাঁ, আমি মেসির ভক্ত।

প্রশ্ন : সাজঘরে নেতা কে?

কামিংস : আমি। আর কে? আমার প্রিয় দল মোহনবাগান। আর সেটার নেতা আমিই।

শুভেচ্ছা

☺ পিউ ও সৌভিক (হাকিমপাড়া) : নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় ‘মাতঙ্গিনী ক্যাটারার’ ও ‘চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট’, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ তানিয়া ও সুব্রত (মেডিকেল মোড়) : নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় ‘মাতঙ্গিনী ক্যাটারার’ ও ‘চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট’, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

রোনাল্ডোর দাপটে জয় নাসেরের

দোহা, ২৬ নভেম্বর : অপ্রতিরোধ্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বয়সকে তোয়াক্কা না করে গোল করে চলেছেন তিনি। সোমবার রাতে পর্তুগিজ মহাতারকার জোড়া গোলের সুবাদে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বে আল ঘারাফার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পেয়েছে আল নাসের।

প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আল গানামের ক্রস থেকে প্রথম গোলের খাতা খোলেন রোনাল্ডো। ৫৯ মিনিটে

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ব্যবধান বাড়ান অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। ৬৪ মিনিটে গ্যাব্রিয়েলের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনি। এই নিয়ে ফুটবল কেরিয়ারে ৯১৩টি গোল হয়ে গেল পর্তুগিজ মহাতারকার। ৭৫ মিনিটে আল ঘারাফার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন হোসেলু।

এই জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ ‘বি’-তে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল আল নাসের। পরের রাউন্ডে যেতে গেলে শেষ তিন ম্যাচ থেকে রোনাল্ডোদের আরও ২ পয়েন্ট পেতে হবে।

মিজোরাম ম্যাচে অনিশ্চিত ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : পাঞ্জাব, হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফুটছে বাংলা। আগামীকাল মিজোরামের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ধারেভারে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ। যদিও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ মহম্মদ সামি, অভিষেক পোড়েল, শাহবাজ আহমেদরা।

বাংলার হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর ছন্দে রয়েছেন সামি। মুস্তাক আলির গ্রুপ ‘এ’-র গুরুত্বপূর্ণ হায়দরাবাদ ম্যাচে জয়ের অন্যতম কারিগর। আগামীকাল অ্যাওয়ে ম্যাচে সামি বোলিংয়ের অন্যতম ভরসা। তবে সামিকে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই আগামীকাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বাংলার থিংকট্যাংক। অভিজ্ঞ পেসার ঈশান পোড়েলকে অবশ্য পাচ্ছে না বাংলা। গোড়ালিতে চোট রয়েছে। টিম সূত্রের খবর, মিজোরাম ম্যাচে ঈশানকে পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। ব্যাটিংয়ে অভিষেক, করণ লাল হায়দরাবাদ ম্যাচে রান পেয়েছেন। পাঞ্জাবের বৈতরণি বাংলা পেরিয়েছিল শাহবাজের দুরন্ত শতরানে। মিজোরামের হার্ডল পেরোতেও ত্রয়ীর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে বাংলার ব্যাটিং।

ড্র করলেন গুকেশ

সিঙ্গাপুর, ২৬ নভেম্বর : বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় চিনের গ্র্যান্ডমাস্টার ডিং লিরেনের সঙ্গে ড্র করলেন ভারতীয় দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ। প্রথম রাউন্ডে পরাজিত হওয়ায় কিছুটা চাপে পড়ে যান এই ভারতীয় দাবাড়ু। মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ড ড্র হওয়ায় এখন আরও চাপে তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে গুকেশ প্রত্যাবর্তন করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

অনুশীলনে খোশমেজাজে মহম্মদ সালাহ (বাঁয়ে)। লিভারপুলে চলেছেন এমবাপে, বেলিংহাম, রুডিগার।

ভিনিকে ছাড়াই স্লটদের থামানোর ছক রিয়ালের

লিভারপুল, ২৬ নভেম্বর : আর্নে স্লটের লিভারপুল যেন চলতি মরশুমে অশ্বমেধের ঘোড়া। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও চারটি ম্যাচের সবক’টিতেই জিতেছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলেও সবার উপরে। সেখানে রিয়াল মাদ্রিদকে এবার সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে ধারাবাহিকতার অভাব। এই জয় তো এই হার। ভঙ্গুর রক্ষণ। তার ওপর আরও বড় ধাক্কা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের চোট। যা উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের মুখোমুখি হওয়ার আগে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে কার্লো আন্সেলোত্তিকে।

এবার ছন্দে থাকা রিয়াল ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম নামটাই ভিনি। স্বাভাবিকভাবেই লিভারপুল ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে ঘিরেই আশায় বুক বাঁধছিলেন মাদ্রিদের ক্লাবটির সমর্থকরা। কিন্তু সেই আশাই পরিণত হয়েছে নিরাশায়। কমপক্ষে সপ্তাহ দুয়েক তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। যদিও এই মরশুমে আন্সেলোত্তির দলের আসল সমস্যাটা রক্ষণে। এই মরশুমে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিলিয়ে এখনও ১৮টি গোলহজম করেছে তারা। চাপের মুখে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ছে রক্ষণ।

তবে ভিনি না থাকায় লিভারপুল ম্যাচে হয়তো পছন্দের পজিশনে খেলার সুযোগ পাবেন কিলিয়ান এমবাপে। তিনি গোলের মধ্যেও ফিরেছেন। তাতেই আশা দেখছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। এই ম্যাচে ৪-৪-২ ফর্মেশনে দল সাজাতে পারেন রিয়াল কোচ। সেক্ষেত্রে এমবাপের পাশে এনড্রিকের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। উলটোদিকে লিভারপুলের ঘরের মাঠে খেলা। সেই সুবিধা পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে চাইছে রেডস ব্রিগেড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

রেড স্টার বেলগ্রেড বনাম স্টুটগার্ট
এসকে স্টার্ম গ্রাজ বনাম জিরোনা
ম্যাচ শুরু : রাত ১১.১৫ মিনিটে

লিভারপুল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
অ্যাস্টন ভিলা বনাম জুভেন্তাস
মোনাকো বনাম বেনফিকা
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম শাখতার দোনেস্ক
সেল্টিক বনাম ক্লাব ব্রাগ
বোলগনা বনাম লিলে
ডায়নামো জাগ্রেব বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ক্লাবগুলিকে ২৪ ঘণ্টা সময় আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : কলকাতা লিগ শেষ করা নিয়ে জটিলতা বজায় থাকল। মঙ্গলবার সুপার সিক্সের বাকি ম্যাচগুলির দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য ক্লাবগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিল আইএফএ। সেখানেই ডায়মন্ড হারবার এফসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, এখনই তাদের পক্ষে ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। তাদের আরও সময় চাই। তবে ম্যাচ খেলা নিয়ে ক্লাবগুলিকে তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। আইএফএ চাইছে ডিসেম্বরের ১০ তারিখের মধ্যে লিগ শেষ করতে। পরে ডায়মন্ড হারবার কর্তা আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘আমাদের ১১ জন সন্তোষ ট্রফি খেলতে গিয়েছে। কোচ ও বাকি ফুটবলার ছুটিতে। তাই সন্তোষ ট্রফির পরে ম্যাচ খেলতে পারব।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আমরা এই কথা আগেও বলেছি। বুধবার আইএফএ-কে আরও একবার জানিয়ে দেব।’

সিদ্ধান্তে অনড় ডায়মন্ড হারবার

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল অবশ্য যে কোনও দিন ম্যাচ খেলতে রাজি রয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বক্তব্য, ৫ তারিখের পর তারা খেলতে পারবে। অন্যদিকে, ভবানীপুর এফসি ওয়াক ওভার দেওয়ায় ১৬ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ডায়মন্ড ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট পেয়েছে। লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে তাদের বাকি দুই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানকে হারাতে হবে।

সমস্যার মাঝেও জয়ের খোঁজে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : অনুশীলন শুরুর আগে সাজঘরে লম্বা বৈঠক। প্রস্তুতি শেষে মাঠে দাঁড়িয়ে আরও একপ্রস্থ আলোচনা। মাঝে হালকা গা ঘামালেন সাদা-কালো ফুটবলাররা। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের আগে এটাই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শিবিরের ছবি।

এই মুহূর্তে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত সাদা-কালো শিবির। লাগাতার পয়েন্ট নষ্টের জেরে কোচ ও ফুটবলারদের ওপর চাপ বাড়ছে। একইসঙ্গে বেতন না পাওয়া নিয়ে গুঞ্জনও জোরালো হচ্ছে। এদিন অনুশীলন শেষে দলেরই এক বিদেশি ফুটবলার বলে গেলেন, ‘বেতন নিয়ে সমস্যা বাড়ছে।’ এদিকে বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচীর সঙ্গে ক্লাব ও বাঙ্কারহিলের সম্পর্কে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে প্রয়োজনে শ্রাচীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নও করতে পারে মহমেডান। এদিন দলের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন বাঙ্কারহিল কর্তা দীপক সিং। দলকে উজ্জীবিত করেন তিনি। পাশাপাশি ফুটবলারদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়ে গিয়েছেন।

আইএসএলে আজ

জামশেদপুর এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

তবে সব সমস্যা সরিয়ে রেখে যে কোনও মূল্যে জয়ে ফিরতে মরিয়া মহমেডান। কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ মেনে নিচ্ছেন বেঙ্গালুরু শক্তিশালী দল। বলছেনও, ‘বেঙ্গালুরু দুর্দান্তভাবে মরশুমটা শুরু করেছে। ওদের স্টাইল অফ ফুটবলের জন্যই ওরা সেরা।’ তবে সাদা-কালো ব্রিগেড যে লড়াকু ফুটবল খেলতে পারে এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচই তার উদাহরণ। ছেলেদের থেকে সেরকম পারফরমেন্স চাইছেন চেরনিশভ। বলেছেন, ‘সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে হবে আমাদের। গোয়ার বিরুদ্ধে যেরকম খেলেছিলাম সেরকম বা তার চেয়েও ভালো খেলতে হবে।’ তবে তাঁর ওপর কোনও চাপ রয়েছে এমনটা মানতে নারাজ সাদা-কালো শিবিরের রাশিয়ান কোচ।

জামশেদপুর ম্যাচের প্রস্তুতিতে মহমেডানের অ্যালেক্সিস গোমেজ। -ডি মণ্ডল

বেঙ্গালুরু ম্যাচে এমনিতেই নেই জোসেফ আদজেই। রক্ষণের আরেক ভরসা ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের অবশ্য জোরগে পেরেরা দিয়াজদের রুখে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। বলেছেন, ‘নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে হবে। ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।’ একইসঙ্গে মেনে নিলেন, ‘আরও উন্নতি করতে হবে।’ যা খবর, গোলে ভাস্কর রায়ের ওপরই আস্থা রাখছে সাদা-কালো থিংকট্যাংক। বদল আসতে পারে আক্রমণভাগে। কার্লোস ফ্রাঙ্কা অনুশীলন করলেও শুরু থেকে সিজার মানঝোকির খেলার সম্ভাবনাই বেশ।

পরামর্শ নিন
অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের থেকে
Apollo HOSPITALS
পেডিয়াট্রিক ক্লিনিক
ডাঃ জয়া কুমার রেড্ডি
এমডি (পেডিয়াট্রিকস) - সিনিয়ার পরামর্শদাতা
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং নিওনাটোলজিস্ট
১৮ বছরের নীচে বয়সি শিশুদের অ্যালার্জি, হাঁপানি এবং অটিজমজনিত রোগের বৃদ্ধি, কথা বলায় বিলম্ব হওয়া এডিএইচডি ইত্যাদির জন্য পরামর্শ নিন।
তারিখ এবং সময় : বিকেল ৩:০০ থেকে রাত ৯:০০ শনিবার ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
স্থান : অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) তথ্যপ্রদান কেন্দ্র
হলদিবাড়ি, নিউ মনোরমা ফার্মাসি, হলদিবাড়ি বাজার, (ট্রাফিক মোড়ের নিকট)
পিন : ৭৩৫১২২
অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং নিবন্ধীকরণের জন্য দয়া করে কল করুন :
৯৯৩২৯৯২৭০৭ / ৯৬১৪৮২৭৫২৫ / ৮০১৬৬৯৯০৯৩

টেবিল টেনিসে পিছিয়ে নেই বাংলা

মন্তব্য জাতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায় সোনা জয়ী দেবরাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর : মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা স্কুল থেকে এবারই দেবরাজ ভট্টাচার্য মাধ্যমিক দেবে। সেই পরীক্ষার প্রস্তুতির মাঝেই জাতীয় পর্যায়ে টেবিল টেনিসে ব্যক্তিগত বিভাগে শিলিগুড়ির দীর্ঘদিনের সোনার খরা কাটিয়ে দমন ও দিউ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরেছে দেবরাজ। ৬৮তম জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ায় অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের টেবিল টেনিসের সিঙ্গলসে জেতা সোনা নিয়ে দেবরাজ এনজেপি-তে পা রাখার পর থেকেই তাকে অভিনন্দন-উপহারে ভরিয়ে দেয় শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ। সেই আবেগ থেকেই দেবরাজ কথা দিয়েছে, ‘এই শুভেচ্ছা-ভালোবাসা আমার কাছে চাপের নয়। পরবর্তী প্রতিযোগিতাতেও সফল হওয়ার জন্য এটা আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।’ দীর্ঘদিন বাদে শিলিগুড়িতে জাতীয় পর্যায়ের সোনা এলেও দেবরাজ মানতে চাইল না বাংলার খেলোয়াড়রা টেবিল টেনিসে পিছিয়ে। বলেছে, ‘টেকনিকালি মহারাষ্ট্র-তামিলনাড়ুর খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের কোনও ফারাক নেই। গত বছরই আমি অনূর্ধ্ব-১৫ পর্যায়ে সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ এবং ডাবলস ও টিম ইভেন্টে রুপো পেয়েছি। আমার পরবর্তী লক্ষ্য টেবিল টেনিস ফেডারেশনের প্রতিযোগিতা থেকে সোনা নিয়ে ফেরা। এছাড়াও জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন তো আছেই।’

শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ দপ্তরে সংবর্ধনা দেবরাজ ভট্টাচার্যকে।

সেই লক্ষ্যপূরণে তাকে অনুপ্রাণিত করতে সোমবার ক্রীড়া পর্ষদের দপ্তরেই দেবরাজের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে স্পোর্টস শু, মিষ্টির প্যাকেট, স্মারক। এছাড়াও সভাপতি মদন ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার হাতে ২ হাজার টাকা তুলে দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা চাই ওর সব স্বপ্ন পূরণ হোক। এই পথ চলতে ওর যা প্রয়োজন তা পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

সুভাষপল্লির দেবরাজের টেবিল টেনিসে আসার নেপথ্যে রয়েছে তার আবাসনেরই সিদ্ধান্ত শূর রায়। দেবরাজের কথা থেকেই জানা যায়, ‘বাবা (দেবজ্যোতি) ফুটবলার হওয়ায় চাইতেন আমি ফুটবল খেলি। কিন্তু আমার মনে চোট পাওয়ার ভয় কাজ করত। সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে দৌড়ঝাঁপের ক্লান্তি তো আছেই। তাই ছয় বছর বয়সেই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়ে যাই। এরপর অমিত দামের প্রশিক্ষণ ও বাবার উৎসাহে নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছি।’

গত বছর পর্যন্ত দিনে ৮-৯ ঘণ্টা প্র্যাকটিস করলেও মাধ্যমিকের জন্য এবার ৫-৬ ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে দেবরাজ। তারপরও দুই কোচ অমিত দাম ও সৌমেন মালাকারের পরামর্শ মেনে আনফোর্সড এররের সংখ্যা দেবরাজ কমিয়ে এনেছে। মঙ্গলবার অ্যাকাডেমিতে গিয়ে কোচদের থেকে পাওয়া মনোযোগ ও পরিশ্রম বাড়ানোর পরামর্শ মেনে এবার পরবর্তী ধাপে পা রাখতে চায় মার্গারেট স্কুলের ছাত্রটি।

ফর্মেশন বদলে খেলালেন অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর : যে কোনও পরিস্থিতির জন্য দলকে তৈরি রাখছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। অনুশীলনে ফুটবলারদের পজিশন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ফর্মেশন বদলে খেলাচ্ছেন।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের আগে সময়টা নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিংয়ের বদলি খুঁজতে কাজে লাগাচ্ছেন অস্কার। মঙ্গলবার অনুশীলনে দলকে খেলালেন ৪-৩-৩ ফর্মেশনে। আক্রমণে পিভি বিষ্ণু, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেললেন ক্লেইটন সিলভা ও মাদিহ তালাল। রক্ষণে আনোয়ারের পাশে খেললেন হেক্টর ইউস্তে।

এদিকে অ্যালাড্ডিন আজারাই, জিতিন এমএসদের বিরুদ্ধে প্রেসিং ফুটবলকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি। ফুটবলারদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘শুরুতে গোল তুলে ওদের চাপে ফেলে দাও। ঘর গুছিয়ে আক্রমণ করো।’ একইসঙ্গে দলের লক্ষ্যও স্থির করে দেন। বলেছেন, ‘সুপার সিক্সের পথ মসৃণ করতে এই বছরে শেষ চারটি হোম ম্যাচ জিততেই হবে।’

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার অধিকারী - কে 24.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71B 38697 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কোটিপতি বানিয়ে বহু মানুষের জীবনে ইতিহাসের এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার মুহূর্তটি আমায় খুবই রোমাঞ্চিত করেছে এবং আমার জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করার শক্তি প্রদান করেছে। এই মহান পরিষেবার জন্য ডিয়ার লটারির প্রতি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।